Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/268
PRESENTED

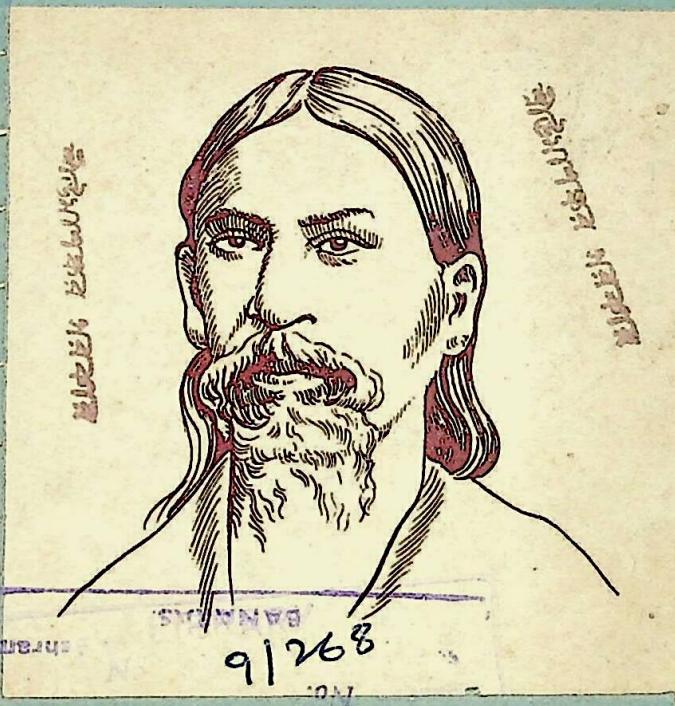

9/268

শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও বাণী

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

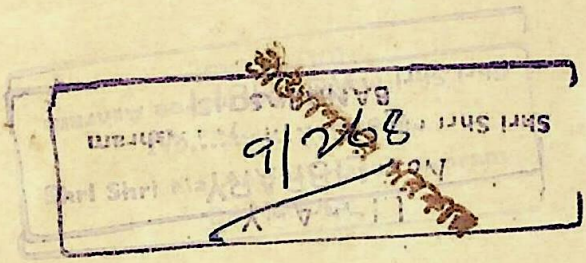

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Ananḍamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও বাণী

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ

অশোক পুস্তকালয়
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম সংস্করণ ঃঃ ১৯৬২

মূল্য দুই টাকা মাত্র

৭বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীতপনকুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত এবং বাণী-মুদ্রণ, ৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগৌরহরি মাইতি কর্তৃক মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

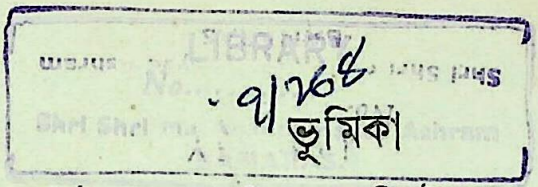

ভূমিকা

প্রতিটি মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত বিরাট ও ব্যাপক। শ্রীঅরবিন্দের জীবনবৃত্তান্তও ঠিক তাই। তার সন্ধান করা আমার মত সাধারণবুদ্ধি লেখকের পক্ষে অতি বড় দুরূহ কাজ। তবু তাঁর প্রতি একান্ত ভক্তির বলে আমি সে অসাধ্য কাজ সাধন করেছি।

এই পুস্তকটি রচনা করতে বসে আমি যে সমস্ত সুধীজনের অকৃত্রিম সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি তার মধ্যে আমার প্রিয়তম সুহৃদ্ শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল অন্যতম। তাঁর প্রদত্ত বহু মূল্যবান পুস্তকের জন্যে, যেগুলি থেকে আমি এই রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছি, তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। ইতি—

গ্রন্থকার

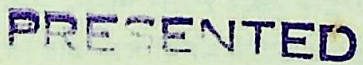

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

স্বর্গত জনক-জননীর উদ্দেশ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১

পূর্বকথা

দেশের ধর্ম যখন বিপন্ন হয়—দেশের সর্বত্র যখন তমোময় অজ্ঞানতা আচ্ছন্ন করে জ্ঞানকে প্রকাশ হতে দেয় না তখন বিধাতা কখনো বা স্বয়ং আসেন আবার কখনো দূত পাঠিয়ে দেন—এই পৃথিবীতে। যুগ যুগ ধরে তাঁর এই লীলা চলে আসছে। ধর্মকে রক্ষা এবং অধর্মকে বিনাশ করাই তাঁর কাজ। তিনি পৃথিবীর কোন অংশে অশান্তি দেখতে পারেন না। বিশেষ করে ভারতের প্রতি তাঁর বিশেষ করুণা আছে। তিনি যতবার ভারতে এসেছেন পৃথিবীর আর কোন দেশে ততবার আসেন নি। ভারত হচ্ছে দেবভূমি। যেমন দেবতার বাসস্থান তেমনি তাঁদের লীলাস্থলও। এখানে অধ্যাত্ম-জ্ঞান মূখ্য—জড়বিজ্ঞানজাত জ্ঞান গৌণ। এখানে প্রাণের দিয়ে হয় যত রকমের কাজ। মানুষের বাইরের রূপের কদর খুব কম। ভারতীয় সভ্যতার চিরন্তন আদর্শ হচ্ছে, মানুষকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসা, তাকে দেবতার সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দেওয়া, দেবত্বের পর্যায়ে তুলে ধরা। ইউরোপের সঙ্গে এই খানেই ভারতের যত প্রভেদ। ইউরোপ আছে তার জড়বিজ্ঞানকে নিয়ে কিন্তু ভারত চিরকাল রয়েছে তার প্রাণ-বস্তু অধ্যাত্মসাধনাকে নিয়ে। তাই ভারতীয় সভ্যতার মূলভিত্তি প্রাণকেন্দ্রিক অধ্যাত্ম সাধনার ছাঁচে গড়া। এ-সভ্যতা কখনো বিলীন হবার নয়। মাঝে মাঝে পাশ্চাত্যের জড়-বিজ্ঞানের অপরা বিদ্যার শুষ্ক বাতাস লেগে তার পবিত্র শ্যামল অঙ্গ শীর্ণ হয়ে পড়ে। পরে বিধাতার কটাক্ষপাতে ভারতের কোমল পবিত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঙ্গ হতে সে অশুভ শক্তি সরে যায়। ভারত তখন পাপমুক্ত হয়ে নবজীবন লাভ করে। এরকম ঘটনা বহুবার ভারতে ঘটে গেছে।

অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত এখানে দেবাসুরের সংগ্রাম চলে আসছে। দেবশক্তি অসুর শক্তিকে হারিয়ে দিয়েছে। এক দেবতা না পারুক, বহু দেবতার মিলিত শক্তি অসুরের শক্তি নষ্ট করে দিয়েছে, ভারতকে পাপের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের ভাগ্যাকাশে এক ভীষণ দুর্দিন ঘনিয়ে এলো। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের আগে দেশের ছিল চরম দুরবস্থা। দেশের সেই দুর্দিনে বিধাতা তাঁকে পাঠালেন ভারতে। তা না হলে তাঁরই জন্মদিনে দেশই স্বাধীন হবে কেন? তিনিই বা কেন দেশের ধর্মযজ্ঞের প্রধান হোতারূপে কাজ করে যাবেন? শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্ত্রীকে এক পত্রে লেখেন,...'এই ভাব নিয়ে আমি জন্মেছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত। এই মহাব্রত সাধন করতে ভগবান আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন...'

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। সেদিন শ্রীঅরবিন্দের জন্মতিথি। শ্রীঅরবিন্দ সেদিন জাতির উদ্দেশ্যে পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে এক বাণী প্রেরণ করেন। বলেন, '.....আমার জন্মের প্রথম দিন থেকে বিধাতা আমাকে জীবনের যে এই নির্দিষ্ট কর্মধারায় পরিচালিত করেছেন, এই যোগাযোগে যেন তাঁরই অনুমোদন রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস হয়।'

শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের আগে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মের ইতিহাসে চরম বিপর্যয় দেখা দেয়। দেশ পরাধীন। বিদেশীয় বিধর্মে দেশের সনাতন ধর্ম লুপ্ত প্রায়। কুশলী ইংরেজ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নিরীহ এবং অজ্ঞ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতীয়দের মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের প্রচার করে; তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করে তাদের জড় বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের কথা। সেই কথা শুনে এবং বিজ্ঞানের সৃষ্ট আপাত সুখকর, চোখ ধাঁধাঁনো নানারকম দ্রব্য-সম্ভার দেখে অনেক ভারতীয় মুগ্ধ হয়ে যায়। আবার এদিকে এদেশীয় গোঁড়া পণ্ডিতেরা দেশের লোকদের কাছে ধর্মের আসলরূপ অপ্রকাশ রাখে। নিজেদের একছত্র অধিকার বজায় রাখার জন্যে সাধারণ মানুষকে জানতে দেয় নি—ধর্ম কি। ধর্ম আচরণ করলে কি সুখ-সুবিধা পাওয়া যাবে। অব্রাহ্মণ ধর্ম পালন করতে পারবে কিনা।

এই গেল সাধারণ লোককে ধর্মশিক্ষা না দেওয়ার মূল কারণ। এর উপর আবার নানারকম সংস্কারের ইন্দ্রজালে জনসাধারণের চিত্ত বিভ্রান্ত হয়। ধর্মের নামে সংস্কারের বেড়াজালে বহু নর-নারীকে নানাবিধ সামাজিক নিপীড়ন সহ্য করতে হয়। বহু অজ্ঞ ও নিম্নশ্রেণীর পুরুষকে ধর্মাধিকার হ'তে বঞ্চিত হ'তে হয়। নীচ জাতি সমাজে এবং ধর্মের ক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট স্থান পায় নি। ফলে তাদের মন রক্ষণশীল গোঁড়া সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা দলে দলে কুসংস্কার ও গোঁড়ামীতে ভরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টানধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে।

দেশীয় ধর্মের এই নিদারুণ অবনতি ঈশ্বর সহ্য করেন নি। তাই তিনি ভারতের চির পবিত্র ভূমিতে আসেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বৈপ্লবিক সমন্বয় সাধনার দ্বারা সারা বিশ্বকে দেখান সব ধর্মমতই সত্য এবং সনাতন। ঈশ্বরকে পাবার পথ বিভিন্ন। সেই বিভিন্ন পথ বিভিন্ন ধর্মমত। যার যে পথে যাবার ইচ্ছা সে সেই পথে যেতে পারে। এর জন্যে হিংসা বা দ্বেষের কোন কারণ থাকতে পারে না। যত মত তত পথ। একজন আর এক জনের ধর্মপথে এসে অযথা গোলযোগ করা অন্যায়। ঈশ্বরকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাবার জন্যে যে যে পথ ধরে চলেছে সে সেই পথ ধরেই চলুক। এতে কারও কোন ক্ষতি হবে না। সকলেই পরিণামে পরমার্থ লাভ করবে। সকলেই আপন আপন ধর্মপথে চলে সিদ্ধিলাভ করতে পারবে। ধর্মকে কেন্দ্র করে দলাদলির দরকার হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের আসরে যে কাজ সুরু করে যান তার পূর্ণ পরিণতি দেখা দেয় শ্রীঅরবিন্দর সুদীর্ঘকালের কঠোর সাধনায়। অবশ্য এই দুই মহাপুরুষের আবির্ভাবের পূর্বে এবং মধ্যবর্তীকালে আরও বহু বীর সন্ন্যাসী ও দেশনেতার আবির্ভাব ঘটেছে। এসব সন্ন্যাসী ও দেশনেতার আবির্ভাব বিধাতার বিধান। ভারতের মঙ্গলের জন্যে তিনি বহু গুণী-জ্ঞানী দূত পাঠিয়ে দেন।

রামমোহন রায়, শ্রীরামকৃষ্ণের আগে আসেন। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মকে বৈদেশিক ধর্মের প্রভাব হতে বাঁচাবার প্রাথমিক কাজ করে যান। তারপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব চন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে ভারতে ধর্ম প্রচার করতে।

শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ত, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার, কে. টি. তেলাঙ্গ, এম্. জি. রানাডে, গোখেল, লোকমান্য তিলক, স্বামী দয়ানন্দ, লাজপত রায়, দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজশা মেটা, আনন্দকুমার স্বামী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ ভারতের পুনর্জাগরণের জন্যে চেষ্টা করেন। এঁরা ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের স্বপক্ষে মত দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "It is not merely an economic or social or political movement, but it is an all-comprehensive movement co-extensive with the entire circle of our national life, one in which are centered many-sided activities of our growing community."

মহামতি গোখলে বললেন, "I have said more than

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

once, but I think the idea bears repetition, that Swadeshism at its highest is not merely an industrial movement but that it affects the whole life of the nation—that Swadeshism at its highest is a deep, passionate, fervant, all-embracing love of the motherland, and that this love seeks to show itself, not in one sphere of activity only, but in all ; it involves the whole man and it will not rest until it has raised the whole man. My own personal conviction is that in this movement we shall ultimately find the true salvation of India."

বিবেকানন্দ, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র দেশীয় ধর্মে ও সমাজে এক বিপ্লব আনেন।

তারপর আসেন শ্রীঅরবিন্দ। আসেন ভারতের প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সম্মান বজায় রাখতে। ভারতের বহু বহু মনীষীর বিভিন্ন শক্তির মিলনে এক মহাশক্তির রূপ ধরে শ্রীঅরবিন্দ আসেন এই আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাগাতে। ভারতের সুমহান সনাতন ধর্মকে উদ্ধার করবার ভার পড়ে তাঁর হাতে। বিদেশী রাজের ধনসম্পদ, বিদ্যার অহঙ্কার ভুলতে শেখান। তিনি দেশের স্বাধীনতা চাইলেন। বুঝলেন দেশ পরাধীনতার অন্ধকারে ডুবে থাকলে তার শক্তি কোনদিন আসবে না। দেশ চিরকাল অকর্মণ্য ও পঙ্গু হয়ে থাকবে। তার ধর্মও থাকবে না। পরাধীন দেশের আবার ধর্ম কি! কর্মশক্তিও নিস্প্রভ হবে। তাই শ্রীঅরবিন্দর কাজ হলো দু'টি। একটি দেশীয় সনাতন ধর্মকে জাগানো, অন্যটি দেশীয় কর্মস্রোতকে প্রবল করা। কর্ম না করলে জাতির উন্নতি নেই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং সে কর্ম হবে নিষ্কাম। দেশের স্বার্থে সে কর্ম করতে হবে। তিনি প্রচার করেন জাতীয়তাই হলো ভারতবাসীর ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ। ভারতের ধর্মসাধনা একার জন্যে নয়। সে সাধনা এককে ছেড়ে বহুর জন্যে—ভারতের গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছুবে। তার মধ্যে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগ হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একদিন ধর্ম ও রাজনৈতিক সমুদয় দ্বন্দ্ব মিটে যাবে। কেউ কারও প্রতি অযথা হিংসা বা দ্বেষ করবে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের জাতীয় ঐশ্বর্যের গরিমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর মনোজ্ঞ রচনা আজ ইউরোপ ও আমেরিকা গভীর আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করছে। তারা ভারতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখছে। ভারতের সুমহান, সুপ্রাচীন অধ্যাত্ম সাধনাকে উচ্চ আসন দিয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দর জীবন অনেকটা মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের জীবনের মত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ধর্মে ও কর্মে বিপ্লবী বীর ছিলেন, শ্রীঅরবিন্দও তেমনি। ভারতের মঙ্গলের জন্যে উভয়ের অবদান বড় কম নয়। খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, উভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

২

জন্ম ও পিতৃপরিচয়

শ্রীঅরবিন্দর পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ এবং মাতা স্বর্ণলতা দেবী। স্বর্ণলতা তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা নেতা এবং জাতীয়তা-বাদের শ্রেষ্ঠ গুরু ঋষি রাজনারায়ণ বসুর প্রথমা কন্যা।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণধন স্বর্ণলতাকে বিবাহ করেন। তখন কৃষ্ণধনের বয়স উনিশ আর স্বর্ণলতার বয়স বারো।

কৃষ্ণধনের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক সাহেবের মত ছিল। ব্রাহ্মধর্মের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে শ্রদ্ধা করে প্রথম যৌবনে তিনি ঐ ধর্মে দীক্ষিত হন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণধন বিলেত যান চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে আই-এম্-এস্ ও এম্-ডি ডিগ্রী লাভ করে ভারতে ফিরে আসেন। এখানে এসে ভারত সরকারের অধীনে সিভিল সার্ভিসের চাকরী গ্রহণ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে বাঙ্গালী কৃষ্ণধনই প্রথম আই-এম্-এস্।

কৃষ্ণধনের শ্বশুর মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু ভারতীয় প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং অন্যকেও তিনি সেরূপভাবে দেখতে উপদেশ দিতেন। প্রিয় জামাতা যখন উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে বিলেত যান তখন তিনি জামাতাকে উদ্দেশ করে ইংরেজী ভাষায় একটি সুন্দর কবিতা রচনা করেন।

"Go son belov'd as pilgrim
hold to lands,
Beyond the stormy Ocean's
wide domain,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Where commerce, art and science
freely rain
On free men blessing rare
with lib'ral hands.
Go, but still as ours remain
But not like apes, who change
their manners, dress,
And languages, of their trip
becoming vain."

তাঁর এই কবিতা রচনার উদ্দেশ্য হলো, কৃষ্ণধন বিলেত যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে পাশ্চাত্ত সভ্যতার মোহে যেন ভারতীয় সভ্যতাকে বিস্মৃত না হন। বিজ্ঞানের যাবতীয় সুন্দর সুন্দর অবদান গ্রহণ করে পূর্ণ ভারতীয় বেশে যেন ভারতে ফিরে আসেন।

ঋষি রাজনারায়ণ বসুর আশা সত্য—স্বপ্নও সত্য। কিন্তু কৃষ্ণধনের কাছে তার মর্যাদা রইলো না। বিলেত থেকে ফিরে আসেন পুরোদস্তুর সাহেব হয়ে। আগের চেয়ে এবার যেন সাহেবিয়ানা বেড়ে গেল। তাঁর বাড়ীর সাজ-সজ্জা, আদব-কায়দা সবই বিলাতী সভ্যতার স্পর্শে বিচিত্র হ'য়ে উঠলো। বাংলা ভাষায় খুব কম কথা বলতেন। এমন কি বাড়ীর চাকরদের সঙ্গে ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় তিনি কথা কইতেন।

কৃষ্ণধনের পৈতৃক বাড়ী হলো হুগলী জেলার কোন্নগরে। গ্রামে ঘোষবংশের বেশ সুনাম। ঐ রকম দাতার বংশ বাংলায় খুব কম দেখা যায়। কৃষ্ণধনের মন ছিল কোমলতায় ভরা। বিদেশী শিক্ষা অর্জন করে সাহেব বনে গেলেও দেশীয় দুঃস্থ জনসাধারণের দুঃখে তাঁর প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। তিনি মুক্ত হস্তে সাধ্যমত অর্থদান করেন। গরীব রোগীকে বিনা পারিশ্রমিকে দেখেন। খুলনা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগলপুর, রংপুর প্রভৃতি জেলায় ঘুরে ঘুরে দরদী চিত্তে রোগী দেখেন। অভূতপূর্ব বদান্যতা এবং সহৃদয়তার পরিচয় পেয়ে গ্রামবাসীরা তাঁকে 'দাতাকর্ণ' নামে অভিহিত করে।

প্রথম প্রথম তারা কৃষ্ণধনের সাহেবিয়ানা দেখে তাঁর প্রতি ভয়ের ভাব পোষণ করতো। শ্রদ্ধা জানাবার ইচ্ছে থাকলেও জানাতে পারতো না। পরে যখন তারা কৃষ্ণধনের অন্তরের মানুষটির পরিচয় পায় তখন সে ভাব চলে গেল। লুটিয়ে পড়লো তাঁর চরণে —মনে করলো, কৃষ্ণধন গরীবের মা-বাপ। বাইরে সাহেবিয়ানার বজ্রকঠিন মনোভাব প্রকাশ পেলেও অন্তরে তিনি কুসুমসম কোমল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভোর চারটা পঞ্চাশ মিনিটে অরবিন্দ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। অরবিন্দ হলেন কৃষ্ণধনের তৃতীয় পুত্র। বিনয়কুমার এবং মনোমোহন প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র। চতুর্থ কন্যা সরোজিনী এবং কনিষ্ঠ পুত্র বারিন্দ্রকুমার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩

শিক্ষা

কৃষ্ণধন প্রথম দুই পুত্রের জন্যে ইংরেজ শিক্ষক রাখলেন। অরবিন্দর লালন-পালনের ভার দেন একজন ইংরেজ মহিলার হাতে।

অরবিন্দর প্রথম শিক্ষা হয় মাতামহের কাছে। পরে দার্জিলিংএ লরেটো কন্‌ভেণ্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং দু'বছর ঐ স্কুলে পড়েন।

দার্জিলিং-এর কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করলো। তিনি কবিতা লিখতে চেষ্টা করেন। অল্প বয়সে কবিতা রচনার বিপুল আশা ও উদ্যম দেখে কন্‌ভেণ্ট স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ভবিষ্যৎবাণী করেন যে ভবিষ্যতে অরবিন্দ একজন বিখ্যাত কবি হবেন। দূরদর্শিনী শিক্ষয়িত্রীর বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হয়ে উঠেছে শ্রীঅরবিন্দর পরিণত জীবনে। তিনি কবিতা রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, 'সাবিত্রী' মহাকাব্য তাঁর অমর অমৃতময় লেখনী নিঃসৃত।

সাত বছর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ পিতার সঙ্গে বিলাতে যান। ১৮৭৯ সালে স্ত্রীর চিকিৎসা এবং পুত্র ত্রয়ের পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য কৃষ্ণধন সপরিবারে বিলাত যান। ভারতে সরকারী চাকরী ত্যাগ করে ইংলণ্ডে ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে এসে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু সেখানে বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। ব্যবসায় ভাল চললো না। তাই স্বদেশে ফিরতে মনস্থ করলেন। ফেরবার আগে পুত্র তিনটিকে সেখানে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেন। তাদের দেখাশোনা এবং থাকার ভার দিয়ে আসেন মিষ্টার ও মিসেস ড্রুয়েট নামে এক সুশিক্ষিত ও ভদ্র ইংরাজ পরিবারের হাতে। ড্রুয়েট দম্পতি অধিকাংশ সময় শ্রীঅরবিন্দকে বাড়ীতে রেখে শিক্ষা দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দর মেধাশক্তি ছিল অসাধারণ। ঐ সময় তিনি বাইবেল, সেক্সপিয়র, শেলি ও কীট্‌সের কাব্য এবং আরও অনেক বই পড়েন।

শ্রীমতী ড্রুয়েট শ্রীঅরবিন্দের গুণগ্রামে মুগ্ধ হন। তাঁকে খৃষ্টান-ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বামীর নিষেধে সে কাজে বিরত হন। অরবিন্দ অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিষ্টার ড্রুয়েটের কাছ থেকে লাতিন ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মিসেস ড্রুয়েটের চেষ্টায় তিনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত হন।

দুই পুত্র বিনয়কুমার আর মনোমোহন বিলাত থেকে লেখা-পড়া শেখেন। স্নেহময়ী মায়ের প্রাণস্বরূপ আদরের দুলালকে বিদেশে থেকে লেখাপড়া করতে দেখে স্বর্ণলতা পুত্রদের জন্য ম্রিয়মান হয়ে পড়েন। মাতৃহৃদয় সন্তানকে কাছে না পাওয়ার জন্য হাহাকার করতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়। তখন গর্ভে তাঁর চতুর্থ সন্তান কন্যা সরোজিনী। পরে সরোজিনী ভূমিষ্ঠ হয় এবং কৃষ্ণধন স্ত্রীর অসুখ সারাবার জন্য সপরিবারে বিলাত চলে আসেন। সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ এলেন। বিলাত এসে কৃষ্ণধন স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। স্ত্রীর মস্তিষ্কবিকৃতি বেড়েই চললো। এই সময় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তখন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

এদিকে কৃষ্ণধন বিদেশে প্রবল অর্থাভাবের সম্মুখীন হন। সেখানে তাঁর কোন আয় নেই। পুত্র-পরিবার নিয়ে বিদেশে খুব বিপদে পড়লেন। শেষে ঋষি রাজনারায়ণের সাহায্যে বিপদমুক্ত হন। কন্যা সরোজিনী ও পুত্র বারীন্দ্রকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন। বিলাতে রেখে এলেন তিন পুত্র বিনয়কুমার, মনোমোহন আর অরবিন্দকে।

ভারতে এসে কৃষ্ণধন ভারত সরকারের অধীনে আবার সিভিল সার্জেনের চাকরী গ্রহণ করেন। এদিকে স্ত্রীর মাথার রোগ ক্রমশঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেড়েই চললো। তাঁকে কর্মস্থলে নিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠলো। তখন দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর বাড়ীতে শিশু পুত্রকন্যাসহ স্ত্রীকে রেখে এলেন। সেখানেই কনিষ্ঠ পুত্র বারীন্দ্র পালিত হ'তে থাকেন।

বিনয়কুমার লেখাপড়া শেষ করে প্রথমে আই-এম-এস্ ও পরে আই-সি-এস্ পরীক্ষা দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। পরে স্বদেশে ফিরে কুচবিহারের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

মনোমোহন কৃতিত্বের সঙ্গে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হন। পরে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিস নিয়ে ঢাকা ও প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপকের কাজ গ্রহণ করেন। তিনি তদানীন্তন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ইংরাজীভাষাবিদ্। তিনি ইংরাজীতে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি আজও বিখ্যাত পণ্ডিত।

দীর্ঘ ছ'বছর ম্যাঞ্চেষ্টারের সেণ্ট পলস্ স্কুলে অধ্যয়ন করলেন শ্রীঅরবিন্দ। ইংরাজী, লাতিন ও গ্রীক্‌ভাষায় সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। অচিরে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখে নিলেন। সেণ্টপলস্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅরবিন্দকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। প্রিয় ছাত্রের অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় পেয়ে তিনি আনন্দিত হন। লাতিন ও গ্রীকভাষায় তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি কেবল স্কুলের পাঠ্য পুস্তক নিয়ে সময় কাটান নি। অবসর সময়ে ইউরোপের সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্য ও দর্শন পড়েন। এ ছাড়া তাঁর রাসিয়ান, স্পানিস ও ইটালীয়ান ভাষা শেখবার অদম্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। লাতিন ও গ্রীক ভাষায় কবিতা রচনার জন্য ঐ স্কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলে গণ্য হন এবং সবক'টি পুরস্কারই লাভ করেন। চোদ্দ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং চল্লিশ পাউণ্ড বৃত্তি লাভ করেন। পরে ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় শ্রীঅরবিন্দ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'কোকিলের প্রতি' কবিতাটি আবৃত্তি করে একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। আবৃত্তি যেমন হয়েছিল শ্রুতিমধুর তেমনি ছিল প্রাণবন্ত। শুনে মনে হয়েছিল যেন স্বয়ং কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আবৃত্তি করছেন।

ঐভাবে উৎসাহিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজীতে আর একটি সুন্দর কবিতা লেখেন—'টু দি কাক্‌কু'। কবিতাটি পাঠ করলে মনে হয় কোন একজন নামজাদা ইংরাজ কবির লেখা। লরেন্স বিনিয়ন তাঁর ঐ কবিতা পাঠ করে সুখ্যাতি করেন।

১৮৮৯ সালে সতেরো বছর বয়সে অরবিন্দ কেম্‌ব্রিজের কিংস কলেজে ক্লাসিক পরীক্ষা দেবার জন্যে ভর্তি হন। পরের বছর কেম্‌ব্রিজের ট্রাইপস্‌ পরীক্ষার প্রথম অংশটা প্রথম শ্রেণীর সম্মান নিয়ে উতীর্ণ হন। এ পরীক্ষায় তাঁর আগে বা পরে আর কোন ছাত্র এত বেশী নম্বর পায়নি। কলেজের অধ্যাপক মণ্ডলী ও পরীক্ষক তাঁর অপূর্ব মেধাশক্তি দেখে অবাক হন এবং মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। এই প্রথম অংশটা পাশ করলে সাধারণতঃ বি. এ. ডিগ্রী দেওয়া হয়। পুরো তিন বছর অধ্যয়ন শেষ করে তবে এই পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। কিন্তু কলেজে প্রবেশ করার পর অরবিন্দর মাত্র দু বছরে এ পরীক্ষায় উতীর্ণ হন। এ অবস্থায় পুরো ডিগ্রী নিতে হলে আবার দ্বিতীয় অংশটির জন্য চতুর্থ বছরে পরীক্ষা দিতে হয়; তার আগে পরীক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ঘটলে পুর্বে দরখাস্ত পেশ করতে হয়।

মেধাবী অরবিন্দ অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠ্যবিষয়গুলি শিখে ফেললেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ঐ বছরে পিতার ইচ্ছানুযায়ী তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। ঐ পরীক্ষায়ও তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং গ্রীক ও লাতিন ভাষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আই. সি. এস্. পরীক্ষা ও দেশের স্বাধীনতা-স্পৃহা

শ্রীঅরবিন্দ আই. সি. এস্. পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেন। কিন্তু ভারত সরকারের বিচার বিভাগে কাজ করতে হলে অশ্বারোহণ জানা চাই। অরবিন্দকে অশ্বারোহণ পরীক্ষায় ডাকা হলো। তিনি এমন পরীক্ষা দিতে রাজী হলেন না। পরের বছর তাঁকে ঐ পরীক্ষা দিতে আবার ডাকা হয়। কিন্তু সে বছরও গররাজী হন। তাঁর মনের ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। ইংরেজ রাজের গোলামী করতে তাঁর মন চায় নি। তাঁর মনে অকস্মাৎ স্বদেশকে বিজাতীয় শাসন পাশ হতে মুক্ত করার প্রেরণা জাগে।

ইংলণ্ডে সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে বিদ্যা অর্জন করেও তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় ছিলেন। খাস সাহেবী মহলে থেকেও দেশী সাহেব বনে যান নি। বাইরে যত বিদ্যাই অর্জন করুন না কেন অন্তরে তিনি মনে-প্রাণে ভারতীয় ছিলেন। অধীত বিষয় নিয়ে তিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। তিনি অতি অল্প আয়াসে জটিল পাঠ্যবিষয় আয়ত্ব করতে পারতেন। সমগ্র ছাত্রজীবনে তিনি একমাত্র জ্ঞানসাধনায় রত থাকতেন। অন্যদিকে মন দিতে পারেন নি। তাঁর বেশভূষা সরল ও স্বাভাবিক ছিল। তিনি সাদাসিধা, অনাড়ম্বর পোষাক পরতে ভালবাসতেন এবং তাতেই আনন্দ পেতেন। শোনা যায়, তিনি নাকি বারো বছর বয়স পর্যন্ত কোটে বোতাম লাগাতে জানতেন না। মোট কথা, ইংলণ্ডে তাঁর জীবন ছিল তপস্বীর মত। জ্ঞান অর্জন ছিল তাঁর কাছে তপস্যা।

পিতা কৃষ্ণধন পুত্র অরবিন্দের জন্য মনে মনে কত আশা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছিলেন। ভেবেছিলেন, অরবিন্দ বিদেশে গিয়ে আই. সি. এস্ পরীক্ষায় পাশ করে ভারত সরকারের শাসন বিভাগে গৌরবজনক উচ্চপদ পাবেন, তাঁর মুখ উজ্জ্বল হবে। শেষ পর্যন্ত তাঁর সে আশা ব্যর্থ হলো। বিধাতা তাঁর আশা পূর্ণ করলেন না। শ্রীঅরবিন্দ আই. সি. এস্. অরবিন্দ হন নি। তিনি হলেন ভারতমাতার একনিষ্ঠ দেশসেবক ও মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ। একজন আই. সি. এস্. হয়ে তিনি যে সম্মান লাভ করতেন তার চেয়ে লক্ষগুণ সম্মান পেলেন জীবনের অন্যপথে এসে। তাঁর এই আগমন অপ্রত্যাশিত হলেও বিধাতার বিধান। তিনি এইকাজ করতেই ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন। বিধাতা তাঁকে পাঠিয়েছেন দীন-দুর্বল পরাধীন ভারতকে উদ্ধার করতে।

ইউরোপের কয়েকটি জাতি আমাদের পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ অধিকার করে বসে আমাদের ধন-সম্পদ, স্বাধীনতা হরণ করে। শ্রীঅরবিন্দর কাছে ইহা বড় লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। তিনি দীর্ঘ বারো বছর কাল ইংলণ্ডে থেকে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে সেখানকার বিদ্যার্জন করেন। ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতা-ধর্ম-রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আহরণ করেন। ইউরোপীয় ইতিহাস ও রাজনীতি সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করে তাঁর মনে এক বৈপ্লবিক ভাব জেগে ওঠে। পরাধীন দেশকে কিভাবে বিদেশীর শাসনমুক্ত করতে হয় তা জেনে নেন। ইউরোপের কয়েকটি দেশের বিখ্যাত বিপ্লবের কাহিনী পাঠ করেন। এই সময় তিনি লণ্ডনে কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে পয়সা উপার্জন করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কথা তাঁর মনে পড়ে। তখনও পর্যন্ত ভারতের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নি। তিনি ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হবার অভিপ্রায়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইংরাজী ভাষায় অনুদিত ভারতীয় দর্শন, পুরাণ ও ইতিহাস গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করেন। এই সব গ্রন্থ পাঠ করার ফলে ভারতের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিন দিন বেড়ে ওঠে। এর সঙ্গে আর একটা পরিবর্তন আসে তাঁর মনের অন্তর প্রদেশে। সে পরিবর্তন কিশোর বয়স থেকেই আসে। তাঁর যখন মাত্র এগারো বছর বয়স তখন পিতার কাছ থেকে জানতে পারেন, ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। ইংরাজ রাজ এদেশের শাসক। ইংরাজরা ভারতীয়দের ভাল নজরে দেখে না। তাদের শাসনকাজ শোষণের নামান্তর মাত্র। ভারতীয়েরা ইংরাজ শাসকদের নির্মম নিপীড়ন সহ্য করে কোন রকমে বেঁচে আছে।

পিতার কাছ থেকে সে সময় প্রতিদিন ভারতীয় সংবাদপত্র পেতেন। সেগুলি পাঠ করে জানতে পারেন ভারতবাসীরা কি নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করে থাকে ইংরাজ শাসকের অত্যাচারে। সে সময় হতে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন-পাশ হতে মুক্ত করবার জন্যে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগে। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় সেখানকার ভারতীর ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ভারতীয় মজলিসের একজন স্বনামখ্যাত সভ্য হন। পরে ঐ মজলিসের সেক্রেটারী হন। মজলিসের বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলি ছিল বিপ্লবাত্মক। তাঁর মন আরও স্বদেশস্বাধীনতা উদ্ধারের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ইংরাজ সরকারের অধীনে আই. সি. এস. চাকরী তাঁর কাছে বিষতুল্য বোধ হয়। তিন ভাইয়ে মিলে ইংলণ্ডের ছাত্রাবাসেই এক বৈপ্লবিক সমিতি গড়ে তোলেন। কয়েকজন ছাত্র এই সমিতিতে যোগ দেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁর সহানুভূতি জাগে। সেখানকার বীর নেতা পার্ণেলের মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/268

জানাবার জন্যে ইংরাজীতে একটা কবিতা লেখেন। ফরাসী বিপ্লবের ওপরও তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। ভারতবর্ষেও ঐ রকম একটা স্বাধীনতার আন্দোলন আনবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে "কমলও কৃপাণ" দলে যোগ দেন। "কমল ও কৃপাণ" হলো একটি গুপ্ত সমিতি। ইংলণ্ড হতে ভারতে ফিরে আসবার কিছুদিন আগে নিজের নাম দিয়ে এই সমিতি গড়েন। সমিতির সভ্যগণ শপথ গ্রহণ করেন। সে শপথের সারমর্ম হলো, ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসনের কবল হতে মুক্ত করা।

এই সমিতির আয়ু ছিল ক্ষণস্থায়ী। পরে ভেঙ্গে গেলেও শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ কয়েকজন বীর সভ্য ব্যক্তিগতভাবে দলের মাহাত্ম্য বজায় রাখেন।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার পর অরবিন্দর মতিগতি দেখে কৃষ্ণধন তাঁকে স্বদেশে ফিরতে আদেশ দেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ স্বদেশে ফিরলেন। যে জাহাজে তাঁর ফেরবার কথা ছিল মাঝপথে সেটা ডুবে যায়। এই খবর শুনে কৃষ্ণধনের মন ভেঙ্গে যায়। দুর্ভাবনায় ঘনঘন মদ পান করতে থাকেন। অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু অচিরে মৃত্যু এসে তাঁকে গ্রাস করে। আসলে অরবিন্দ সে জাহাজে ছিলেন না। তিনি আসেন অন্য একটা জাহাজে।

বিলেত থেকে দেশে ফেরবার আগে অরবিন্দ বড় ভাবনায় পড়েন। দেশে ফিরে তখন কি করবেন তা জানতেন না। এমনসময় বরোদার মহারাজার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। মহারাজা বিলেতে এসেছেন অক্সফোর্ডে বি. এ. পরীক্ষা দেবার জন্যে। মহারাজা স্বদেশে থেকেই শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ নেন। তাই বিলেতে এসেই প্রথমে তাঁর খোঁজ নেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসামের তখনকার চীফ্ কমিশনার স্যার হেনরী কটনের ভাই জেমস্ কটনের কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র নিয়ে অরবিন্দ তরুণ মহারাজার সঙ্গে দেখা করেন। প্রথম দর্শনেই মহারাজা অরবিন্দর প্রতি আকৃষ্ট হন। অরবিন্দর মত শান্ত-ধীর-সৌম্য মূর্তি, অনাড়ম্বর বেশভূষা, জ্ঞানের গভীর তীক্ষ্ণ চাহনি, প্রশস্ত ললাট-সমন্বিত মানুষ এর আগে আর কখনো তাঁর চোখে পড়েনি। তাছাড়া অরবিন্দর গুণগরিমা শুনে আরও মুগ্ধ হয়ে যান। তখনি তাঁকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত করে নেন। অরবিন্দ আগের ইচ্ছানুযায়ী দেশে ফিরতে পারেন নি। তখনকার মত মহারাজার সঙ্গে বিলেতেই থেকে যান। সেখানে আরও দু'বছর কাটান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

ইংলণ্ড হ'তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

দীর্ঘ চোদ্দ বছর বিলেতে কাটিয়ে অরবিন্দ স্বদেশে ফিরে এলেন। বোম্বাইয়ের এপোলো বন্দরে নামলেন তিনি।

বাল্যকাল থেকে বিদেশে থাকার ফলে স্বদেশ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান তখনও পর্যন্ত তাঁর হয় নি। স্বদেশীয় কোন ভাষা তিনি জানতেন না। তাই স্বদেশে ফিরে কি কাজে তিনি ব্রতী হবেন তা প্রথমে ঠিক করতে পারলেন না। পরে নিজের স্থির-ধী-শক্তিবলে ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থা অনুভব করেন। ভারতমাতার পরাধীনতার দুঃখ মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রে মর্মাহত হ'লেন। বুঝলেন, ইংরাজ ভারতবর্ষকে শাসনের নামে শোষণ ক'রে চলেছে।

ভারতবর্ষের জাতীয় শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে ইংরাজরা। তাদের দুষ্ট ও কূট রাজনৈতিক মতলব শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারলেন না। ইংরাজী সাহিত্য, কাব্য ও বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করলেন। কিন্তু ইংরাজদের ওপর তাঁর একটা বীতশ্রদ্ধভাব ফুটে উঠল। এর কারণ তাদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি। ধর্মপ্রাণ নিরীহ সরলমনা ভারতবাসীদের ছলে-বলে-কৌশলে ঠকিয়ে তাদের সর্বনাশ করছে এই ইংরাজরাজ। তাদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করতেই হবে। তার আগে ভারতবর্ষকে ঠিকমত জানতে হবে তাঁকে।

বোম্বাই বন্দর ত্যাগ ক'রে অরবিন্দ দেওঘরে এলেন তাঁর মাতা ও মাতামহকে দেখতে। মাতা তখনও মস্তিষ্কের রোগে ভুগছিলেন। পুত্রকে দেখে চিনতে পারলেন না। অরবিন্দ যে তাঁরই গর্ভজাত সন্তান তা স্বীকার করতে চাইলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্র আর কি করবেন। বাংলা ত্যাগ করবার সংকল্প করলেন। তিনি ব্যথিত চিত্তে ফিরে এলেন বরোদায়। এখানে তিনি একমনে রাজকাজে যোগ দেন। মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ ছাড়াও আরও অনেক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। মহারাজার রাজস্ববিভাগে কাজ করায় তাঁর রাজ্যের আয় বেড়ে যায়। তিনি অরবিন্দের প্রতি সন্তুষ্ট হ'লেন।

কিন্তু সামান্য রাজকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার মানুষ অরবিন্দ নন। তাই বরোদা এষ্টেটের একঘেয়ে কাজ তাঁর ভাল লাগে নি! বড় অস্বস্তি বোধ করতেন। মহারাজা তা বুঝতে পারলেন। তিনি অরবিন্দকে ঐ কাজ হতে সরিয়ে রাজ্যের শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে তাঁকে তাঁর কলেজের ইতিহাস ও রাজনীতির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। পরে নিজগুণে এবং পাণ্ডিত্যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ঐ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ হন।

বরোদায় থাকাকালীন প্রথমে অরবিন্দ মহারাজার প্রাসাদে বাস করতেন। কিন্তু তাঁর নিরাসক্ত মন রাজকীয় আহার এবং দুগ্ধ-ফেননিভ রাজশয্যা ভোগ করতে নারাজ হয়। তিনি মহারাজকে তাঁর অসুবিধার কথা জানান। গুণগ্রাহী ও পরম বন্ধু-বৎসল মহারাজা অরবিন্দের কথা রাখলেন। অরবিন্দের নির্দেশমত তিনি রাজ-প্রাসাদ সংলগ্ন একটা সাধারণ বাড়ি ঠিক ক'রে দেন। সেখানে অরবিন্দ সাধারণভাবে বাস করতে লাগলেন। সে সময় তাঁর বেশভূষা ও আহার-বিহার অতিশয় সরল এবং সাধারণ ছিল। ভাত, ডাল ও রুটি আহার করতেন। একখানা মোটা ধুতি ও এক জোড়া ন্যাকড়ার জুতো ব্যবহার করতেন। গরমের সময় গায়ে কোন জামা থাকতো না। রাজকাজে বা কলেজে যাবার সময় স্যুট পরতেন। তাও মাথায় টুপি ব্যবহার করতেন না, পাগড়ী পরতেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলেজের কাজ শেষ ক'রে যেটুকু অবসর পেতেন সেটুকু সময় অধ্যয়ন করতেন। বহু পুস্তক পাঠ ক'রে পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানভাণ্ডারে যত রত্ন আছে তা একে একে আহরণ করেন। পরে শুরু করেন প্রাচ্যের জ্ঞান-ভাণ্ডারের রত্ন নিয়ে। সংস্কৃত ভাষা শিখতে লাগলেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা ভারতীয় দর্শন, কাব্য, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ পড়তে লাগলেন। প্রতিদিন অনেক রাত পর্যন্ত মোমবাতি জ্বালিয়ে বহু বই পাঠ করেন। মহারাজা নিজের খরচায় অরবিন্দের জন্যে বই সংগ্রহ ক'রে দিতে থাকেন। সে সমস্ত সংগৃহীত পুস্তকের মুল্য এক লক্ষ টাকা। এছাড়া মহারাজা অরবিন্দকে অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁর যখনি টাকার প্রয়োজন হয়েছে তখনই মহারাজা তাঁর সে প্রয়োজন মিটিয়েছেন। কলেজে প্রতিমাসে সাড়ে সাতশো টাকা মাইনে পেতেন। তা ছাড়াও মহারাজা তাঁকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করতেন। অরবিন্দ সেই. সব টাকা গর্ভধারিণীকে, দুঃস্থ আত্মীয়দের এবং গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ ক'রে দিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬

অরবিন্দের কালীমূর্তি দর্শন ও দেশোদ্ধারে আত্মনিয়োগ

অরবিন্দ একবার বরোদার মহারাজার সঙ্গে কাশ্মীরে যান। সেখানে মা-কালীর মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন। নর্মদাতীরে আবার মা-কালীকে দেখেন। পরে কালী তাঁর শরীরের মধ্যে মিলিয়ে যান।

কালীমূর্তি দেখার পর অরবিন্দর মনে একটা পরিবর্তন আসে। বুঝতে পারলেন, মা-কালী স্বয়ং শক্তি ছাড়া আর কেউ নন। সেই শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁকে দেশের কাজে নামতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে হ'লে চাই মায়ের শক্তি। তাই মা-কালী স্বয়ং শক্তিরূপে তাঁকে দেখা দিয়েছেন। সুতরাং তাঁকে দেশোদ্ধারের ব্রতে ব্রতী হ'তে হবে। মায়ের তাই ইচ্ছা। সেই কারণে মা তাঁকে একাধিকবার দেখা দেন। অরবিন্দকে শক্তি দিয়ে দেশের কাজে ব্রতী হ'তে বলেন।

মায়ের দর্শন পাবার পর তাঁর জীবনে আসে দু'টি ব্রত। একটি হলো, মাতৃশক্তির বলে দেশোদ্ধার, অন্যটি ভগবানের দর্শন লাভ। এবং ঐ দর্শন লাভের পর ঐশ্বরিক বিজ্ঞান-শক্তিকে পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে এনে মানুষের স্বভাব ও মনের এক দিব্য রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে দেবত্বের রূপ দিতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭

অরবিন্দর জীবনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

অরবিন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন বাংলাদেশ হচ্ছে মহাকালীর হৃদ্‌পিণ্ড। ভারতবর্ষ হচ্ছে তাঁর দেহ। সুতরাং ভারতবর্ষ তাঁর কাছে অতি প্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতমাতাকে মাতৃভাবে পূজো করবার প্রেরণা পান বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি পাঠ করে। এই সময়ে প্রতিদিন নির্জনে বসে কিছু সময় ধ্যান করতেন।

অরবিন্দ বাংলা জানতেন না। বরোদায় এসে সাহিত্যিক দীনেন্দ্র কুমারের কাছে এক বছর বাংলা শিখে আনন্দমঠ পাঠ করেন।

এই সময় দীনেন্দ্রকুমার এক বছর তাঁর কাছে ছিলেন। তিনি লিখেছেন, অরবিন্দ মানুষ নন, স্বর্গের পথভ্রষ্ট দেবতা। অরবিন্দ চেহারার বর্ণনায় লিখেছেন, মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, মাথার চুল লম্বা, চোখদু'টি স্বপ্নমাখা। সৌখীন সাজগোজ তাঁর কিছুই ছিল না। দেশী মিলের থান কাপড়ের একটা মামুলী 'মির্জাই' পরে সর্বক্ষণ থাকতেন। তিনি ছিলেন কামনাবর্জিত। খ্যাতি ও প্রশস্তির আড়ালে বাস করতে ভালবাসতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতি অরবিন্দর কাছে বড় প্রিয় লাগলো। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রই গুরু হন। বঙ্কিমচন্দ্রর 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র স্বদেশী আন্দোলনে ব্যবহার করেন।

বাংলাভাষার দু'জন লেখককে তিনি বিশেষ সমাদর করলেন। একজন স্বনামখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত; অন্যজন ঋষি-কবি ও ঔপনাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুললিত কাব্যের ভাষায় মাইকেল সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন, ঃ

"ঐশী নিপুণতা নিয়ে ওগো বঙ্গ কবি
আঁকিতে শিখায়ে গেলে ত্রিদিবের ছবি……"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লেখেন, ঃ

"মরুতে ফুটালো কেবা রক্তিম গোলাপ,
গদ্যে কে শুনেছে এত মধুর আলাপ ?"

১৮৯৪ সালে পুনার "ইন্দুপ্রকাশ" নামে একটি ইংরাজী-মারাঠী সাময়িক পত্রিকায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কতকগুলি মনোজ্ঞ মন্তব্য লেখেন। সকলের শেষ মন্তব্যে লিখেছিলেন ঃ "সব জিনিস বিনষ্ট হয়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্তি কখনো বিনষ্ট হবার নয়। এ অমর। ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতাদের দৃষ্টি আজ স্বচ্ছ নয়। তারা শাসনপরিষদের মধ্যে স্ব স্ব স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। নিজেদের প্রশংসা শুনে নিজেরাই মত্ত। অথচ একবার ভুলেও ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রের জাতীয়জাগরণের মন্ত্র স্মরণ করে না। আদালতের উচ্চ আসনে এবং আইনজীবীর গৌরবে থেকে কেবল আইনের জ্ঞানকেই সার জিনিস বলে মনে করলে চলবে না। মহৎ কাজ, মহৎ চিন্তা, ও অমর রচনাই মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত। বঙ্কিম-মধুসূদন এই তিনটি জিনিস পৃথিবীকে দিয়ে গেছেন বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে। তাই তাঁরা আজও অমর হয়ে আছেন। ভবিষ্যৎ বংশ-ধরেরা যেদিন বিচার করবে সেদিন স্বার্থান্বেষী, সংকীর্ণচেতা কোন সমাজসংস্কারক কিংবা ভাগ্যান্বেষী কোন রাজনৈতিককে ভারতের স্রষ্টা বলে স্বীকার করবে না, স্বীকার করবে বঙ্কিমচন্দ্রকে যিনি দেশ ও জাতি গঠনের কাজে আজীবন ঋষিদৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সাধনা করে গিয়েছেন, যিনি একটি ভাষা, সাহিত্য ও জাতি গড়ে গেছেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দর সাহিত্যানুরাগ

অরবিন্দ বাংলাভাষায় কয়েকটি কবিতা লেখেন। তবে তা তাঁর লেখা ইংরাজী ভাষার কবিতার মতো সর্বোৎকৃষ্ট নয়। কবিতা-গুলির মধ্যে একটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো,

"জননীর ক্রোড় দুধে ভরা স্তন
নবীন বধূর প্রণয় চুম্বন
দ্বিজ আশীর্ব্বাদ ও নহে কখন
স্বদেশ আনন্দ উহারে কয়।
এ মৃত চৈতন্য শবের উপর
আসীন হে হিন্দু তুমি যোগীবর
জাগাও মা তারে মাগ শক্তিরে
হও মন্ত্রসিদ্ধ অরাতি ভয়।"

এরপর মূল বাল্মিকী রামায়ণের সুন্দর ব্যাখ্যা করেন ইংরাজী ভাষায়। তাই দেখে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, এরকম ব্যাখ্যা হয়েছে জানলে আমি আমার ব্যাখ্যা ছেপে প্রকাশ করতুম না।

রমেশচন্দ্রের মুখে ওরকম কথা শুনে অরবিন্দ স্বাভাবিক শান্ত ও সংযত কণ্ঠে বললেন, এসব আমি ছাপাবার জন্যে লিখিনি। আমার জীবদ্দশায় এসব ছাপা হবে না।

তবু রমেশবাবু অরবিন্দকে অনেক করে বললেন, ঐটি প্রকাশ করতে। কিন্তু অরবিন্দ কিছুতেই রাজী হ'লেন না।

পরে আলিপুরের বোমার মামলায় যখন ধরা পড়েন তখন পুলিশ তাঁর ঐ অপূর্ব রচনার পাণ্ডুলিপি নিয়ে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯

বিপ্লবে পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ

এদিকে "ইন্দু প্রকাশ" পত্রিকায় অরবিন্দর বিপ্লবাত্মক রচনা প্রকাশিত হ'তে দেখে কাগজের কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে যান। যাতে বৃটিশ সরকারের কৃপালাভে বঞ্চিত হ'তে না হয় তার জন্যে কাগজের কর্তৃপক্ষ অরবিন্দকে তাঁর বিপ্লবাত্মক রচনা পাঠাতে নিষেধ করেন।

তখনকার কংগ্রেসীদের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে অরবিন্দ "ইন্দু-প্রকাশে" "পুরাতনের জন্য নতুন প্রদীপ" শিরোনামায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন।* এতে মারাঠা প্রবীণ নেতা মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে বড় ভীত হন। কেন না, তখনকার কংগ্রেসীরা বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কেবল আবেদন-নিবেদন নিয়ে মশ্‌গুল থাকতো। কারণ তারা জানতো না দেশকে কিভাবে মুক্ত করতে হয়। কেউ

---

* প্রথম প্রবন্ধে লিখলেন, "আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। দু'বছর আগে তা আমি করতে পারতুম না। আমি তখন কংগ্রেসের অনুরক্ত ছিলুম।.....কিন্তু এক অন্ধ যদি আর এক অন্ধকে পথ দেখায় তবে উভয়েই গর্তে পড়ে, এই ভয়ে আমি দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য লেখনী ধরেছি।"

তিনি দ্বিতীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করলেন, "মিঃ ফিরোজ শা'মেটা আদালতে ওকালতি করার পদ্ধতি কংগ্রেস সভায় আমদানী করেছেন। কংগ্রেস যে আমাদের একত্রে বসে কাজ করতে শিখিয়েছে তা ঠিক নয়। কংগ্রেস আমাদের একত্রে কথা বলতে শিখিয়েছে মাত্র।"

তৃতীয় প্রবন্ধে লিখলেন, "কংগ্রেসের আদর্শ ভুল, কর্মপদ্ধতি ভুল, নেতারা একেবারে নেতৃত্বের অযোগ্য।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেউ যদি বা জানতো তবু অগ্রসর হ'ত না। তারা ধনী ছিল। বিলাস-শয্যায় গা ভাসিয়ে দিয়ে সুখ-তন্দ্রায় নিদ্রিত থাকত। ফলে ইংরাজ সরকারের কৃপার পাত্র হয়ে পড়ে। তারা সাধারণের দুঃখ বুঝতো না। ভারতমাতার বন্ধনদশার কথা একবার চিন্তাও করতো না। আত্মস্বার্থের জন্যে নামমাত্র স্বদেশী করতো। আসলে ছিল ভোগবিলাসী এবং পোশাকী রাজনীতির অধিকারী। তারা চাইতো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ। যাহোক অরবিন্দ আপন সাধনায় অটল রইলেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ।

পুণার চীফ্ কনেষ্টবল হত্যার অপরাধে চারজন যুবককে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তখন ভারতীয় কারাগারগুলির সংস্কারের জন্যে অরবিন্দ "ইন্দু প্রকাশ" কাগজে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি এত সারগর্ভ ও মনোজ্ঞ হয়েছিল যে, স্বয়ং গভর্ণর জেনারেলের চোখে পড়ে। তিনি অরবিন্দর রচনাটি পাঠ করে বড় মুগ্ধ হন। তখনি তিনি ভারতীয় কারাগৃহগুলির সংস্কারের জন্যে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মহামতি রাণাডের মারফৎ অরবিন্দকে অনুরোধ করেন। কিন্তু অরবিন্দ রাজী হননি। ফলে 'ইন্দু প্রকাশ' কাগজে তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে যায়।

অরবিন্দ বুঝলেন, সরকার তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারা নষ্ট করবার জন্যেই এই জঘন্য অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি সসম্মানে সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

এরপর অরবিন্দ কলেজের কতকগুলি ছাত্র নিয়ে 'তরুণ সমিতি' নামে একটি দল গঠন করেন। মহারাষ্ট্রের স্বনামখ্যাত নেতা বাল-গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। বালগঙ্গাধর 'ইন্দু প্রকাশে' অরবিন্দর সুন্দর সুন্দর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা পাঠ ক'রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুগ্ধ হয়ে যান। অরবিন্দ ও তিলকের ছাত্রেরা তখনকার কংগ্রেসের তোষণনীতির কঠোর সমালোচনা করতে লাগলেন। সেই সময় মহারাষ্ট্রে দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামে দুই ভাই "হিন্দুধর্ম সঙ্ঘ" নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এঁরা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে গণপতি ও শিবাজী উৎসব করেন। এই উৎসবে তিলক শিবাজীর বাণী পাঠ করেন এবং পরে তাঁর সম্পাদিত 'কেশরী' নামক পত্রিকায় সেই বাণী প্রকাশিত হয়।

এই সময় মহারাষ্ট্র দেশে প্লেগরোগে ভীষণ মহামারী দেখা দেয়। ঐ রোগ নিবারণার্থে সরকার মহল কয়েকজন ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তাদের মধ্যে র‍্যাণ্ড্ ও আয়ার্স্ট নামে দু'জন কর্মচারীর আচার-ব্যবহার ভদ্রোচিত না থাকায় মহারাষ্ট্রের অধিবাসিগণ তাদের ব্যবহারে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। পরে ঐ বৎসরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসবের দিনে ইংরেজ কর্মচারিদ্বয় আততায়ীর হাতে নিহত হয়। সরকার ভাবলেন ইংরেজ কর্মচারী হত্যার পেছনে তিলকের হাত আছে। ফলে, তিলকের লেখা প্রবন্ধগুলি রাজদ্রোহমূলক ব'লে ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তিলক বন্দী হয়েছেন শুনে সারা মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা মর্মাহত হ'লেন। তারা প্রিয় নেতাকে মুক্ত করবার জন্যে জনসাধারণের কাছ হ'তে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ ক'রে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করল। কিন্তু তাদের সে আবেদন মঞ্জুর হ'ল না। ইংরেজ সরকারের অনমনীয় মনোভাবের নিকট তারা পরাজিত হ'ল। পরে ইংরাজ সরকার ঘোষণা করেন, র‍্যাণ্ড্ ও আয়ার্স্ট-কে হত্যা করার জন্য হিন্দুধর্ম সঙ্ঘের চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় দায়ী। বিচারে দু'ভাইয়ের ফাঁসি হয়। বৃটিশ সরকারের এই দমন-নীতির তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ ডাক্তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাঞ্জপে তাঁর সম্পাদিত 'কাল' নামক পত্রিকায় 'দেশ-সেবকের অপরাধ' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে ঐ প্রবন্ধ তিলকের 'কেশরী' নামক পত্রিকায় প্রকাশ করেন নাটু ভ্রাতৃদ্বয়। ফলে, সরকার পরাঞ্জপে ও নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের ওপর ক্রুদ্ধ হন এবং রাজদ্রোহীর অপরাধে তাঁদের নির্বাসিত করেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ পুণায় ঠাকুর সাহেবের গুপ্তসমিতির সভাপতি হন। পরের বছর চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি হ'লে তিনি হিন্দুধর্ম সঙ্ঘের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে তাঁর নেতৃত্বাধীনে তরুণ সমিতি, হিন্দুধর্ম-সঙ্ঘ ও গুপ্তসমিতি একত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ ক'রে যান। এই সব সমিতির কার্যকলাপকে পরোক্ষভাবে অরবিন্দ সমর্থন করেন। এবং তিনি বিপ্লবাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রেও এই সকল সমিতির কার্য্যকলাপ সমর্থন করেন। বরোদায় তাঁর কর্ম-জীবনের অন্তরালে দেশকে পূর্ণভাবে স্বাধীন করবার জন্যে তাঁরবিদ্রোহী মন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রথম রাজনৈতিক জীবনে তিনি বিপ্লবকে মুখ্য স্থান দেন। তবে তাঁর বিপ্লব সশস্ত্র নয়, চিন্তা ও জ্ঞানকেন্দ্রিক। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে তিনি তিনটি কর্ম ঠিক করেন। প্রথমে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের মহিমা দেশময় প্রচার ক'রে জাতির প্রাণে জাগরণের বীজমন্ত্র বপন করতে হবে। পরে ঐ জাগরণের মন্ত্র মারফৎ দেশবাসীর অন্তরে স্বাধীনতা-স্পৃহা এবং সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব জাগাতে হবে। এভাবে সকল সম্প্রদায়কে জাগিয়ে অসহযোগ ও নিরস্ত্র প্রতিরোধের পথে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে। সকলের শেষে আধ্যাত্মিক শক্তিতে ভারতকে শক্তিশালী ও উন্মত্ত ক'রে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই উদ্দেশ্য ও আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করবার জন্যে বিভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পত্রিকায় একাধিক জ্বালাময়ী প্রবন্ধ রচনা করেন। তদানীন্তন ভারতে বিপ্লবী মনোভাবসম্পন্ন উদীয়মান বহু নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ, আলোচনা এবং সহকর্মী হিসাবে কাজে নিযুক্ত হ'য়ে পড়েন।

ইংলণ্ডে থাকতে যে কবিতাগুলি লিখছিলেন তা এই সময় প্রকাশিত হয় "Songs of Martella" গ্রন্থে।

এই সময় স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বসভায় ভারতের মাহাত্ম্য প্রচার করেন তাঁর বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতায়। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিবলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে এক অপূর্ব সাংস্কৃতিক মিলন ঘটে। ভারতে বিশেষ ক'রে বাংলায় এক মহা জাগরণের সূচনা হয়। বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইংলণ্ড হ'তে বাংলায় ফিরে এসে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সারা ভারতবর্ষ তথা ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে সেবাধর্ম প্রচার ক'রে বেড়ান। কাজের মধ্যে দিয়ে সেবাধর্মকে জীবন্ত ক'রে তোলেন। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁর জাগরণী মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করে, এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবাকে ধর্মার্জনের একমাত্র পথ বলে শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করে।

অরবিন্দ স্বামিজীর এই মহান্‌ব্রতের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁর দর্শনলাভের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন; কিন্তু তাঁর ভাগ্যে স্বামিজীর দর্শন মেলেনি। বরোদায় বিশেষ কাজে লিপ্ত থাকায় বাংলায় ফিরতে তাঁর দেরী হয়। তার আগে স্বামিজী দেহ রাখেন।

বরোদায় থাকাকালীন অরবিন্দ বাংলা ভাষা বেশ ভালভাবে আয়ত্ত ক'রে নেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। তাঁর ইচ্ছা হ'ল বাংলায় ফিরে গিয়ে নিষ্কাম পথিকের মত দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের আদর্শে দেশের যুব-সম্প্রদায় নিয়ে ভবানী মন্দির গড়ে তুলবেন। এই প্রসঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ভবানী মন্দির নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। তাতে দেবী ভবানীর স্তব ও পূজাপদ্ধতি লেখা হয়। দেবীর ঐ পূজাপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে দেশময় আসন্ন বিপ্লবের সূচনা প্রকাশিত হয়।

বরোদার রাজ কলেজের অধ্যাপক এস. সি. মুখার্জী অরবিন্দর সঙ্গে স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি অরবিন্দর নির্দেশ মত ছাত্রদের দেশের কথা চিন্তা করতে শোনান। ছাত্রদের নিয়ে রীতিমত বিতর্কসভা আহ্বান করেন। সে সভায় তিনি এবং অরবিন্দ আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেন। দেশকে কিভাবে উদ্ধার করা যায় বিদেশী শাসকের হাত থেকে তার উপায় বাখ্যা করেন।

কাগজে লেখা বন্ধ হয়ে গেলেও অরবিন্দ বরোদার 'ওঙ্কার থিয়েটার' হলে স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে কতকগুলি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতাগুলির প্রত্যেকটিতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, সত্যিকার দেশসেবকের কাছে আন্তরিক আহ্বান আসে। তার ফলও ফলে। দলে দলে বহু যুবক প্রতিদিন বক্তৃতা শুনতে আসতো। শুনে মুগ্ধ হলো এবং দেশসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাংলায় প্রত্যাবর্তন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান

ঐ সমস্ত সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়ার পর অরবিন্দ দেখেন, সারা বরোদারাজ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেছে। তখন তিনি ভাবলেন, এবার নিজের দেশে অর্থাৎ বাংলায় এসে তাঁর আসল কাজের সীমা বাড়াতে হবে। বাংলা হবে তাঁর কর্মের প্রাণকেন্দ্র। আর শুধু বরোদারাজ্যের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে থাকলে চলবে না। সীমা ত্যাগ ক'রে বিরাট কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। দেশমাতার ডাক এসেছে। সারাদেশে কর্মের স্রোত বইয়ে দিতে হবে। সে কর্মের প্রথম ধাপ হ'ল দেশকে বিদেশীশাসন-পাশ হ'তে মুক্ত করা।

বরোদায় তাঁর আর মন টিকলো না। স্বদেশে ফিরে আসার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। মুক্ত বিহঙ্গের অসীম আকাশের পানে উড়ে যাবার জন্যে তাঁর প্রাণ কাঁদে। মুক্ত মন বন্দীর মত এক জায়গায় থাকতে চায়নি।

অরবিন্দ বাংলায় আসতে মনস্থ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দর পরামর্শমত বরোদার মহারাজা বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তকে বাংলা থেকে ডেকে এনে তাঁর রাজ্যের দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত করেন। পিতৃবন্ধু রমেশবাবুর কথামত অরবিন্দ আরও কিছুদিন বরোদায় থেকে যান। ইতিমধ্যে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এই বছরের প্রথম দিকে গুপ্তসমিতির কয়েকজন সভ্য দু'জন গুপ্তচরকে মেরে ফেলে—১৮৯৭ সালে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে বৃটিশ পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার অপরাধে।

গুপ্তচরদ্বয়কে মারার ফলে বৃটিশ কর্তারা গুপ্তসমিতির চারজন সভ্যকে মৃত্যুদণ্ড ও একজনকে দশবছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED

বৃটিশ সরকারের এ ধরণের অত্যাচারমূলক শাসনকে অরবিন্দ মেনে নিতে পারেন না। তাঁর অন্তরে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। কিন্তু বাইরে তিনি শান্ত, ধীর স্থির ও সৌম্যমূর্তি। দেখে মনে হ'ত তাঁর অন্তরে কোন পরিবর্তন হয়নি। যেহেতু বাইরে তাঁর চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। তিনি জানতেন, চঞ্চলতা মানুষের কর্মশক্তিকে বানচাল করে দেয়—স্থির লক্ষ্যের পথে পৌঁছুতে বিঘ্ন ঘটায়; জ্ঞানশক্তি লয় করে। সুতরাং নীরবে বিপ্লব সাধনা চলতে লাগল।

গীতার যোগকার্য তাঁর ভাল লাগলো। সেইমত যোগাভ্যাস করতে লাগলেন। বরোদায় থাকাকালীন চারজন উচ্চস্তরের যোগীর কাছ থেকে যোগের তত্ত্ব ও ক্রিয়া জেনে নেন। তাঁরা হ'লেন গুজরাটের পরমহংস ইন্দ্রস্বরূপ মহারাজ, মালাবারের মাধবদাস স্বামী, নর্মদা তীরে গঙ্গানাথ পাহাড়ের শ্রীসদ্‌গুরু ব্রহ্মানন্দ এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীবিষ্ণু ভাস্কর লেলে।

শ্রীবিষ্ণু ভাস্কর লেলে তাঁকে দীক্ষা দিয়ে তাঁর হৃদয়ের গ্রন্থি উন্মোচন করেন। ব্রহ্মানন্দ কখনো কারও চোখের দিকে চাইতেন না। অরবিন্দর চোখের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি আশীর্বাদ করেন তাঁকে। অরবিন্দ ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে বলেন, তাঁর চোখ দু'টি ছিল অনিন্দ্যসুন্দর। শোনা যায় ব্রহ্মানন্দের জনৈক শিষ্য নাকি অরবিন্দকে প্রাণায়াম শিক্ষা দেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে অরবিন্দ নিয়মিত ধ্যান ও প্রাণায়াম করতে থাকেন।

নর্মদা নদীর তীরে ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং যুবকগণকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে চান্দোসির গঙ্গানাথ পাহাড়ে ভারতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দর বিবাহ

অরবিন্দর আজীবন বাসনা, ব্রহ্মচারী থেকে দেশের সেবা করবেন। কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ ক'রে জানলেন, অতীত ভারতে অনেক মুনি-ঋষি বিয়ে ক'রে জীবনে অনেক বড় কাজ ক'রে গেছেন। সুতরাং তিনিই বা পারবেন না কেন! ১৯০১ সালে এপ্রিলে ভূপাল বসুর কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনীকে হিন্দুমতে বিয়ে করেন। তাঁর বিয়ের সব কিছু যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন রমেশচন্দ্র দত্ত। শ্রীমতী মৃণালিনী লোক পরম্পরায় অরবিন্দর গুণের কথা শুনে তাঁকেই বিয়ের আগেই পতিত্বে বরণ করেন। মৃণালিনী দেবী পতিব্রতা রমণী ছিলেন। কিছুকাল স্বামীর সঙ্গে বরোদায় বসবাস করেন। সে সময় অরবিন্দ-ভগিনী সরোজিনীও তাঁর সঙ্গে থাকেন। কিছুদিন পরে মৃণালিনী পিত্রালয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু মৃণালিনীদেবী তেজস্বী রমণী। সুতরাং তিনি পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাননি। পিতার অন্নের চেয়ে স্বামীর অন্ন ভাল ব'লে মনে করেন। এ বিষয়ে তিনি বারবার স্বামীকে চিঠি লেখেন। লেখেন, 'তোমার স্ত্রী পরের অন্ন গ্রহণ করছে তাতে কি তোমার লজ্জা হয় না? তোমার কাছে গাছতলায় থেকে, না খেয়ে জীবন যাপন করাও আমার পক্ষে গৌরবের—আমি তোমার কাছেই যেতে চাই……।'

অরবিন্দ স্ত্রীকে পিত্রালয় হ'তে নিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি নানা দেশ-হিতকর কার্যে লিপ্ত থাকায় স্ত্রী ও ভগ্নীকে অনেক সময় একা থাকতে হয়। আলিপুর বোমার মামলায় একবছর একা থাকতে হয়েছিল।

অরবিন্দ কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ স্ত্রীকে বেশীর ভাগ সময় দেওঘরে থাকতে হ'ত। অবশ্য স্ত্রীর জন্যে খরচ-খরচা পাঠাতেন। কখনো তাও পাঠাতেন না। তাঁর খরচের কোন নির্দিষ্ট হিসেব ছিল না। অনেক সময় দুঃস্থ লোককে সাহায্য করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হ'ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রম সংগ্রহ

১২

অরবিন্দ কর্তৃক তদানীন্তন বাংলার অবস্থা বিশ্লেষণ ও তার প্রতিকার

দীর্ঘকাল বিদেশে থাকার পর অরবিন্দ বাংলায় ফিরে এলেন। বাংলামায়ের তদানীন্তন অবস্থা দেখে তাঁর চোখে জল এল। তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিকের দৃষ্টিতে দেখেন, বাংলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বাঙালীর মনে তামসিক ভাব প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। তামসিক গুণের আধিক্যে দেশ রসাতলে যাবার উপক্রম হয়েছে। বাঙালীরা নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনা তাদের অন্তর হ'তে লুপ্ত হয়ে গেছে। সকলেই আছে নিজেদের দলীয় স্বার্থ নিয়ে। দেশীয় ভাবধারার প্রতি এতটুকু দরদ নেই। মন ছুটেছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দিকে। তারা ইংরাজী কায়দায় চলাফেরা ও বাস করে। ইংরাজ সরকারের অনুকম্পা পাবার জন্যে কয়েকজন দেশীয় জমিদারও বেশভূষা, কথাবার্তা ও চালচলনে পুরোপুরি সাহেব-ঘেঁষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক কথায় বাঙালীরা পাশ্চাত্ত্যের রঙীন নেশার পূজারী।

অরবিন্দ এই সমস্ত গণ্যমান্য দেশীয় জমিদারদের স্বভাব ও মনের হীন পরিচয় পেয়ে বড় দুঃখিত হন। ভাবেন, কি উপায়ে এই জড়তা-গ্রস্ত মোহাবিষ্ট জাতির চিত্তে চেতনার সঞ্চার করা যায়। এরাই তো গ্রামের নেতা। গ্রামবাসীদের মা-বাপ। ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান দেশ। এখানে হাজার হাজার গ্রাম আছে। গ্রামবাসীরা যদি দেশ সম্বন্ধে ঠিকমত জ্ঞান সঞ্চয় করতে না পারে তবে ভারতের স্বাধীনতা আসবে কেমনভাবে? তাই অরবিন্দ গ্রামবাসীদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাবার দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করেন। গ্রামে গ্রামে সভার আয়োজন করেন। এ ছাড়া, জমিদারদের দেশপ্রেমে জাগরিত করবার জন্যে তাদের কানে বন্দেমাতরমের মন্ত্র শোনান।

অরবিন্দ সশস্ত্র সংগ্রাম চান না। তিনি চান, অসহযোগ আন্দোলন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সকল বিষয়ে অসহযোগিতা করলে তারা ভারতবর্ষে আর টিকতে পারবে না। বাধ্য হয়ে স্বদেশে ফিরে যাবে। তাছাড়া, দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে যদি বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে দেশ স্বাধীন হ'তে আর বেশি দেরি হবে না। সৈনিকরা একবার অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলে সাম্রাজ্যের গাঁথুনি যাবে আলগা হয়ে। বৃটিশের দম্ভ হবে চূর্ণ, তাদের জয়স্তম্ভ পড়বে ভেঙে।

অরবিন্দ দেশবাসীকে দেশসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারলেন না। অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে থাকল তারা।

শেষে তিনি কয়েকজন উৎসাহী যুবককে পান। মেদিনীপুরে তাঁর মাতুলদ্বয় জ্ঞানবাবু ও সত্যেন বসু তাঁকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেন। আরও দু'চারজন শিক্ষিত ব্যক্তি এগিয়ে আসেন তাঁকে সাহায্য করতে। তাঁদের মধ্যে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র ও সরলা দেবী অন্যতম। এঁরা প্রতিদিন একটা জায়গায় মিলিত হয়ে বাংলাদেশের তরুণদের নিয়ে নানারকম দুঃসাহসিক কাজ করবার প্রেরণা দেন। ঘোড়ায় চড়া, লাঠি খেলা, কুস্তী করার উৎসাহ দেন। বাঙালীর বিপ্লবী-মন ক্রমশঃ জাগ্রত হয়ে উঠল। এভাবে ঘুমন্ত বাংলাকে জাগানোর প্রাথমিক কাজ শেষ ক'রে অরবিন্দ বরোদায় ফিরে এলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অরবিন্দর নির্দেশে বাংলায় মুক্তিসংগ্রামের আয়োজন

বরোদারাজ্যে থাকতে অরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের সংবাদ শোনেন। স্বামিজীর তিরোধানে তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। ভাবলেন, স্বামিজী সন্ন্যাসী হয়েও সারা বাংলা তথা ভারতকে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর কাজ অসমাপ্ত রেখে অসময়ে দেহ রেখেছেন। ভারত-জননী হারান তাঁর একজন কৃতি সন্তান। স্বামিজীর অকস্মাৎ তিরোধানে বাঙ্গালীর হৃদয় শোক-কাতর হয়ে পড়লো। তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ-শিখা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কিন্তু অরবিন্দ নিরাশ হননি। সাময়িকভাবে শোকে মুহ্যমান হ'লেও তাঁর অন্তরে জাগল অসীম অদম্য তেজ-শিখা। সেই শিখার প্রভাবে বিপ্লবী নবীন বাংলার ভবিষ্যতের রূপ আলোকময় দেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পর স্বামিজীকেই তাঁর দেশ সেবামন্ত্রের আদর্শ গুরুরূপে আসন দেন। স্বামিজীকে তিনি বিরাট প্রাণপুরুষ—নরকেশরীরূপে শ্রদ্ধা জানান। তিনি দেশজননীর আদর্শ সন্তান। অরবিন্দর মতে স্বামিজী চিরদিন ভারত আত্মার বাণী ও শক্তি হয়ে বেঁচে থাকবেন।

বরোদায় থেকেও বাংলার কথা ভোলেননি। জন্মভূমির প্রতি কর্তব্যপালনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। স্বদেশ-মাতার মুক্তিই তাঁর আজীবনের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। বাংলায় ভাবী বিপ্লবের আয়োজন শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে মহারাজার দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলায় পাঠান। তাঁর সঙ্গে দেন ভবাণী মন্দিরের কয়েকটি কপি। বাংলায় যতীন্দ্রমোহনকে পাঠানোর আগে অরবিন্দ তাঁকে বরোদার সেনাদলে শিক্ষা নেবার জন্যে ভর্তি ক'রে দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতীন্দ্রনাথ সামরিক শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করে বাংলায় আসেন। তিনি বাংলায় এসে সরলাদেবীর সাহায্যে 'তরুণ সঙ্ঘ' নামে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। ওদিকে প্রমথ মিত্র 'অনুশীলন সমিতি' নামে একটি প্রকাশ্য সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতিতে দেশেরতরুণদের ছোরা ও লাঠি খেলা শেখানো হয়। পরে প্রমথবাবুর বাঙলার যুবকদিগের মধ্যে ব্যায়ামচর্চার মাধ্যমে শক্তিসাধনা ও দেশাত্মবোধ উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে এই সমিতির পত্তন হয়েছিল। পরে প্রমথবাবুর চেষ্টায় অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে অনুশীলন সমিতি গড়ে তোলেন। এইটিই নাকি প্রথম অনুশীলন সমিতি।

১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে প্রথম গুপ্তসমিতি গঠিত হয়। বরোদায় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমিতি গঠন করেন। আপার সার্কুলার রোডে ইহার প্রথম কর্মকেন্দ্র ছিল। এই দলের পাঁচজন সদস্য নিয়ে কার্য-নির্বাহক সমিতি গড়ে ওঠে। এর সভাপতি ও সহসভাপতিদ্বয় হন যথাক্রমে ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র চিত্তরঞ্জন দাস ও অরবিন্দ ঘোষ। ভগিনী নিবেদিতা এই দলের অন্যতমা সভ্যা থেকে এদের কার্যকলাপে প্রেরণা জোগাতেন।

যতীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও জ্ঞান বসুর সাহায্যে মেদিনীপুরে 'যুব সংঘ' ও 'ভবানী মন্দির' নামে সমিতি স্থাপিত হয়। এই সকল গুপ্ত সমিতিতে দেশের যুবকদের শক্তি চর্চার আয়োজন করা হ'ল। যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দর কাছ হ'তে প্রেরণা পেয়ে আরও উৎসাহিত হয়ে দেশের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অরবিন্দ কাজের বিবরণী পেয়ে খুসী হন এবং ভাবলেন, বাংলা জাগলেই ভারত জাগবে। তবে বাংলার জাগরণ সর্বব্যাপক হওয়া চাই। দু'এক জায়গার জাগরণে দেশের মুক্তি আসবে না। ওর দ্বারা আমাদের নিছক ভাব-প্রবণতা প্রমাণিত হওয়া ছাড়া আর কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে না। ওর আয়ুও অল্প। ক্ষণিক দাউ দাউ ক'রে জ্বলে আবার নিভে যাবে! তাই বাংলার যুব আন্দোলনকে প্রবলতর করবার উদ্দেশ্যে অরবিন্দ তাঁর ছোট ভাই বারীন্দ্রকে বাংলায় পাঠান। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বারীন্দ্র এসে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমিতির কাজে নেমে যান। প্রমথ মিত্রের কাছ থেকেও সাহায্য পান। পরে হিতবাদীর সহসম্পাদক সখারাম গণেশ দেউস্করের সঙ্গে আলাপ করেন। গণেশ দেউস্কর জাতিতে হিন্দু, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তিনি বেশ বাংলা জানতেন। বাংলায় লিখতেও পারতেন। শিবাজীর জীবন-চরিত বাংলায় লিখে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হিতবাদীতে তাঁর লেখা পড়ে অনেক বাঙালী মুগ্ধ হন। অরবিন্দর বিপ্লববাদকে সখারাম সমর্থন করেন। পরে তিনি অরবিন্দ পরিকল্পিত 'দেশের কথা' নামে একটি বই লেখেন এবং প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে বারীন্দ্র তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। 'দেশের কথায়' ইংরাজ শাসকদের কুশাসনের কাহিনী লেখা হয়। সে সব কাহিনী পাঠ করার ফলে বাংলার ঘরে ঘরে বিপ্লবের অগ্নিবীজ ছড়িয়ে পড়ে। সেই অগ্নিবীজের কবচ ধারণ ক'রে বারীন্দ্র বাংলার বিভিন্নস্থানে গুপ্তসমিতি গড়ে তোলেন। কয়েক জায়গা থেকে প্রথম প্রথম সাড়া পাননি। অনেকে তাঁর প্রতি বিরূপভাব দেখায়। তবু তিনি যে ক'জন যুবককে নিয়ে দেশ-গঠনের কাজে নামেন তাতে তাঁর আশা কিছুটা সফল হয়। পরে 'অনুশীলন সমিতি' গুপ্ত সমিতির অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করে। এই সময় যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে বারীন্দ্রর সমিতির কাজ নিয়ে মতানৈক্য ঘটে। ফলে যতীন্দ্রনাথ সমিতির সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ কাটিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। সন্ন্যাসী হবার পর তাঁর নাম হয় নিরালম্ব স্বামী।

এ ছাড়া ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি,' বরিশালের 'স্বদেশবান্ধব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী সমিতি,' মৈমনসিংহের 'সাধনা সমিতি' ও 'সুহৃদ সমিতি' গড়ে ওঠে। এই সমিতিগুলির কার্যকলাপ প্রত্যক্ষভাবে দেশের সেবামূলক কাজের জন্যে হ'লেও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী কোলকাতায় আর একটি আধা বিপ্লবীদল গঠন করেন।

১৪

ভারতে মুক্তি-আন্দোলন ও বৃটিশ সরকার

বাংলার তরুণ দল দেশসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে প্রবলভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠায় বৃটিশরাজ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিপ্লবীদের পেছনে গোয়েন্দা পুলিশের কড়া নজর চলতে থাকায় বারীন্দ্রের দল যে-সমস্ত গুলি ও রিভলবার সংগ্রহ করেন সেগুলি একটা গুপ্তস্থানে লুকিয়ে ফেলেন। বারীন্দ্র বরোদায় অরবিন্দের কাছে চলে আসেন। সাময়িকভাবে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ থাকে।

ভারতে তখনকার বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলায় এসে বাঙালীদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাব দেখে ভাবনায় পড়লেন। বাংলার যুব-শক্তিকে ধ্বংস করবার জন্যে অপকৌশলের সুযোগ নেন। বাংলার জনমানবের উপর তাঁর প্রথম আঘাত হ'ল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট (১৮৯৯)।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বায়ত্তশাসন নিয়ম চালু করেন। ঐ মিউনিসিপ্যালিটিতে মোট পঁচাত্তর জন প্রতিনিধি ছিলেন। তার মধ্যে পঞ্চাশ জন নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত আর পাঁচজন সরকার কর্তৃক মনোনীত। জন্ম হ'তেই ঐ সংস্থা স্বাধীনভাবে দেশের জনহিতকর কাজ করে আসছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠাৎ বৃটিশ শাসকের রক্তচক্ষু ঐ সংস্থার ওপর পড়লো। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট পাশ করিয়ে কোলকাতার নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ করলেন, অর্থাৎ সরকারী প্রতিনিধি সংখ্যার সমান হয়ে গেল নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। চেয়ারম্যান সরকারী প্রতিনিধিদের মধ্য থেকেই একজন রইলেন। এভাবে কোলকাতার পৌরসংস্থার ক্ষমতা ধীরে ধীরে নাগরিকদের আওতা থেকে সরকারী আওতায় চলে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হ'ল।

লর্ড কার্জন আরও লক্ষ্য করলেন, বাঙলার বিপ্লবের কারণ হচ্ছে তার সাহিত্য। তাই বাঙ্গালীর উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে 'ইউনিভার্সিটিস্ অ্যাক্ট' পাশ করেন। কিন্তু ইংরাজদের অপকৌশল কার্যকরী হয়নি। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার উপাচার্য ছিলেন তেজস্বী পুরুষ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর চেষ্টায় বাঙ্গালীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষায় উচ্চ শিক্ষা লাভ হ'তে বঞ্চিত হয়নি। বেঙ্গলী, অমৃতবাজার, ডন ইত্যাদি পত্রিকাতে সরকারী শিক্ষানীতির কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হল।

এদিক দিয়ে যখন বিপ্লবী বাঙালীর মেরুদণ্ড ভাঙা গেল না তখন লর্ড কার্জন অন্য উপায় খুঁজতে লাগলেন। তিনি বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে মনস্থ করেন। অরবিন্দ কার্জনের তৃতীয় অপ-কৌশলের খবর পেলেন। অরবিন্দ তাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হননি। ভাবলেন, ইংরাজেরা যতই অত্যাচার করুক না কেন বাংলা ও বাঙালীর বিপ্লব কিছুতেই দমন করতে পারবে না। এ বিপ্লব-ধারা অনন্তকাল বাংলার বুকে বইবে। তারপর বাংলাকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে বিপ্লবের আগুন। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলেই স্বদেশী আন্দোলন সারা ভারতে দাবানলের মত জ্বলে উঠবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুদূর প্রবাসে থেকেও অরবিন্দর বিপ্লবী-মন বাংলার ঘরে ঘরে যে বিপ্লব ঘটান তার তুলনা নেই। তাঁর নির্দেশমত সারা বাংলা বিপ্লবের আলোড়নে আলোড়িত হয়ে ওঠে। অরবিন্দ বরোদায় বসে দেশজননীর পরাধীনতা ঘোচাবার জন্যে নিয়মিত যোগ ও প্রাণায়াম করতেন। এইসময়ে বন্দেমাতরম্ ছিল তাঁর দেশসেবার মন্ত্র। হিন্দু-মুসলমানের মিলন ইংরাজ সরকারের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা ভাবলেন হিন্দু-মুসলমানে মিলন হ'লে বাংলার শক্তি এমন বেড়ে যাবে যে, বৃটিশ রাজত্বের অবসান হ'তে পারে। তাই এই মিলনকে বানচাল করবার উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের এক খসড়া ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভায় প্রেরণ করেন। ঐ প্রস্তাব সমর্থন করে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে খোলা চিঠি লেখেন। চিঠির মূল বিষয়বস্তু হ'ল অবিলম্বে বঙ্গভঙ্গ না করলে বৃটিশ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লর্ডকার্জনের বঙ্গভঙ্গ আইন ও শ্রীঅরবিন্দ

অরবিন্দ লর্ড কার্জনের গোপন অভিপ্রায় জানতে পারেন। ঐ বছরে বোম্বাই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ইংরাজদের দুরভিসন্ধির কথা প্রচার করেন। দেশের তখনকার কংগ্রেসনেতারা দেশের দুরবস্থা বুঝেও রইলেন মডারেট-পন্থী। অরবিন্দর ডাকে সাড়া দিলেন না। তখন অরবিন্দ ঠিক করলেন, কেবলমাত্র কংগ্রেসের মুখ চেয়ে থাকলে দেশের মুক্তি আসবে না। দেশের মুক্তির জন্যে অন্য পথ ধরতে হবে। জীবন্ত কাজে যোগ দিতে হবে। অহিংস বিপ্লবের পথে নেমে আসতে হবে। সেখানে মডারেট-পন্থীদের মত রাজনীতির নামে বিলাসিতা ও কাপুরুষতা চলবে না। রীতিমত আধ্যাত্মিক তেজ, পৌরুষ ও আত্মসংযম প্রয়োজন।

কনিষ্ঠভ্রাতা বারীন্দ্রকে আবার বাংলায় পাঠান। বারীন্দ্র বাংলায় এসে সমস্ত সাংবাদিক এবং শিক্ষিত লোকের কাছে অরবিন্দর বিপ্লববাদ প্রচার করেন। তাঁর মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রকেও অরবিন্দর নতুন বৈপ্লবিক মতামত জানান। কৃষ্ণকুমার 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

বারীন্দ্র বরোদায় ফিরে যান। অরবিন্দ বারীন্দ্রর সঙ্গে পরামর্শের পর বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে 'No compromise' ইস্তাহার ছাপান। ঐ ইস্তাহার বারীন্দ্রকে দিয়ে বলেন, আপাততঃ তুমি বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে বাংলার জনগণের চেতনা জাগাবে, বিপ্লব-বাদ প্রচার করবে। তারপর যখন দেখবে বঙ্গভঙ্গ নিশ্চিত তখন No compromise ইস্তাহার প্রচার করবে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারীন্দ্র আবার বাংলায় আসেন। গুপ্তসমিতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরোনো সভ্যদের আদর্শে আরও কতকগুলি গুপ্তসমিতি স্থাপন করেন। পরে 'No compromise' ইস্তাহার প্রচারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দেশবাসীর কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পাননি। অরবিন্দ এ ব্যাপারটি দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। বরোদা থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে বাংলায় এলেন। বাংলায় এসে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সাহায্যে নানাস্থানে সভাসমিতি করে দেশবাসীকে স্বদেশী আন্দোলনের মর্ম বোঝান। অবশ্য তিনি প্রকাশ্য সভায় যোগ দেননি। কৃষ্ণকুমারকে সামনে রেখে নেপথ্যে কাজ করে যান। প্রচার করেন, বঙ্গভঙ্গ হ'লে দেশে সর্বনাশ হবে। যেমন করেই হোক বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত যদি দেশের জনমত অগ্রাহ্য হয় তাহলে অসহযোগ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, সরকারী বিদ্যালয়সমূহ বয়কট, স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি কাজ করতে হবে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই ইংরাজ সরকার বঙ্গভঙ্গের আদেশ দেন। তখন সারা বাংলা জুড়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ প্রতিদিন বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। 'সঞ্জীবনী', 'হিতবাদী', ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকা অরবিন্দের মত সমর্থন করে। হিতবাদীর সম্পাদক কালী-প্রসন্ন কাব্যবিশারদ চরমপন্থী দলের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় ইংরাজের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ও অপশাসনের বিরুদ্ধে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। বাংলায় ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর ও কোলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের সভায় বক্তৃতা দেন।

অরবিন্দর বিপ্লববাদের অনুপ্রেরণায় মৈমনসিং জেলার কিশোর-গঞ্জের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ঐ বিদ্যালয়ে একটি সভা হয়। সে সভায় সুরেন্দ্রনাথ সেন বিদেশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রব্য বর্জন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করেন তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরে দেশে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হয়। শুধু বর্জন নয়, কয়েকস্থানে নতুন বিলিতি জামা-কাপড় আগুনে পোড়ান হয়। দেশীয় দ্রব্যের চাহিদা ও উৎপাদন বেড়ে যায়। কোলকাতার কয়েক জায়গায় দেশীয় শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তার মধ্যে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' ও লালবাজারে ইউনাইটেড্ বেঙ্গল ষ্টোর্স বিখ্যাত। 'বেঙ্গলী', 'অমৃতবাজার', 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'ডন', 'হিতবাদী', 'সঞ্জীবনী', 'সন্ধ্যা', 'বরিশাল হিতৈষী' প্রভৃতি পত্রিকা মারফৎ সারা বাংলায় স্বদেশী দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা করা হয়।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ ঐ বছরের আগষ্ট মাসে কোলকাতার টাউন হলে এক প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। ঐ সভা সম্বন্ধে ১৩ই জুলাই, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেন, "এমন সভা কেউ কখনো দেখেনি। টাউন হলের দোতলায় সকল লোকের জায়গা না হওয়াতে একতলায় দ্বিতীয় সভা হয়েছিল। .....পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ লোক এই সভায় যোগদান করেন।"

ঐ তারিখেই সঞ্জীবনীর সম্পাদক "আন্দোলনে উপেক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন, "লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে আয়ার্ল্যাণ্ড করবেন। বাংলাদেশ চিরকাল রাজভক্ত, বাঙালী চিরদিন নিরীহ, শিষ্ট, শান্ত ও আইনানুগ। কিন্তু লর্ড কার্জন যে বিষম শূল বাঙালীর প্রাণে বিদ্ধ করেছেন, তার যন্ত্রণায় বাঙালী দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েছে। বাংলাদেশে মহা অসন্তোষের সঞ্চার হয়েছে। লর্ড কার্জন বাঙালীর আন্দোলন উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু এই উপেক্ষার ফল শীঘ্রই দেখতে পাবেন। বাঙালী নীরবে কখনো থাকবে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কর্তব্য নির্ধারণ" শীর্ষক অন্য একটি প্রবন্ধে লেখেন, "বাংলার অঙ্গচ্ছেদ হলে বাঙালীর চিরাশৌচ হবে। যতদিন বাংলাদেশের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় একত্র না হয় ততদিন বাঙালী শোকচিহ্ন ধারণ করবে। বাঙালীর আমোদ-প্রমোদ বন্ধ হবে। বাঙালী আমোদ-প্রমোদ পায়ে ঠেলে সমস্ত বঙ্গ এক করবার জন্যে মহা সাধনায় প্রবৃত্ত হবে। যতদিন সাধনায় সিদ্ধ না হবে ততদিন তপশ্চর্যা করবে। জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙালী বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করবে। কর্‌কচ খাবে, তবু বিদেশী লবণ খাবে না। গুড় খাবে, তবু বিদেশী চিনি খাবে না। জাতীয় অশৌচের সময় বাঙালী আর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, জেলাবোর্ড বা লোক্যাল বোর্ডের সভ্য, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকতে পারবে না।"

"জাতীয় অশৌচের সময় বড়লাট, ছোটলাট, কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে কোন কাজের জন্যে আর অর্থদান করা হবে না।"

"যতদিন জাতীয় শোকের অবসান না হয়, ততদিন রাজপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবের আমোদে কেউ যোগ দিতে পারবে না।"

অরবিন্দর একান্ত চেষ্টায় এই অধিবেশনের সভাপতি হন দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির কুমার ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, প্রমুখ তৎকালীন কোলকাতার জ্ঞানী ও গুণী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগ দেন।

সভায় কৃষ্ণকুমার, অরবিন্দর প্রস্তাবটি পেশ করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, "ইংরাজদের নির্মম শাসন ও শোষণের ফলে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামো ভেঙ্গে গেছে। এর প্রতিকার করা চাই। তার উপায় হচ্ছে, সকলকে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইংরাজদের ন্যায় বিচারের উপর বিশ্বাস নেই। সুতরাং ওদের আইন-আদালত বর্জন করে শাসন-কাজ অসম্ভব করে তুলতে হবে। ইংরাজদের শিক্ষাব্যবস্থার উপর আস্থা নেই। সেকারণ আমরা আমাদের ছেলেদের স্কুলে পাঠাব না।"

মহা আনন্দধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সভার মারফৎ জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ইংরাজদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যদি সমস্যার সমাধান না হয় তবে সভার প্রস্তাব অনুযায়ী আন্দোলন চালাতে হবে। আর সেই আন্দোলনের নেতা নির্বাচিত হন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ।

এই বয়কট আন্দোলনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন, "বয়কট হলো একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা—একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় মাত্র। বাংলার অভিযোগের প্রতি বৃটিশ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হচ্ছে এর লক্ষ্য। যদি বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করে ঐ অভিযোগ খণ্ডন করা হয় তাহলে বয়কট আন্দোলন ও প্রত্যাহৃত হবে।" (a nation in making p-192)

বয়কট আন্দোলন প্রসঙ্গে আচার্য সতীশচন্দ্র বলেছেন,— "সরকার সমগ্র বাঙালী জাতির অভিমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা ও বয়কট করেছে। ঐ সরকারী বয়কটের পাল্টা জবাব স্বরূপ জনসাধারণ আর এক ধরণের বয়কট গ্রহণ করেছে। তত্ত্বের দিক থেকে অনেকে ঐ বয়কট মতবাদকে হিংসাত্মক মনে করে। কিন্তু আমাদের পক্ষে জাতীয় সঙ্কটের দিনে জাতির আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে হলে ঐ বয়কট প্রয়োজন। (A true character of the Boycott in Bengal-Esay, Dawn magazine—May 1906).

শ্রীঅরবিন্দ "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় বয়কট প্রসঙ্গে লিখেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের আর্থিক দুর্দশা, বৈদেশিক শোষণ, দুর্ভিক্ষ ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য আমাদের অসন্তুষ্ট করেছে। আমরা সমবেত ভাবে বৃটিশ পণ্যবর্জন নীতি গ্রহণ করে ভবিষ্যতে ঐ বৈদেশিক শোষণকে রোধ করতে চাই। দ্বিতীয়ত, এ দেশের শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি আমরা অসন্তুষ্ট। কারণ এই শিক্ষা আমাদের দিয়েছে দৈন্য ও দারিদ্র্য, বিজাতীয় প্রকৃতি, মাতৃভূমির প্রতি অনাদর ও সরকারী স্বার্থের প্রতি আনুগত্য। সেই জন্যে সরকারী বিদ্যালয়ে বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষালয়ে আমাদের ছেলেদের পাঠাতে রাজী নই। আমরা ওসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বর্জন করি।

তৃতীয়ত, ইংরাজদের বিচারপদ্ধতিতে আমরা অসুখী। কারণ এতে আমাদের অকারণ আর্থিক অপচয় ঘটে। তার উপর এর পাশবিক কঠোরতা, পক্ষপাতিত্বদোষ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও অপব্যবহার আমাদের হতাশ করে। তাই আমরা এক সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরাজদের বিচারালয়গুলি বর্জন করতে চাই।

চতুর্থত, আমরা বিদেশীদের শাসনযন্ত্র পরিচালনায় অসন্তুষ্ট। কারণ এতে আছে যথেচ্ছাচারিতা ও নির্মম নিষ্পেষণের কাজে পুলিশী শক্তির অপব্যবহার। তাই এক্ষেত্রেও সঙ্ঘবদ্ধ বর্জননীতির দ্বারা ইংরাজের শাসনযন্ত্রকে অচল করে তুলতে চাই।"

(The Doctrine of passive Resistance by Aurobinda—p p 36-38)

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায়, সভার কাজ বেশ সাফল্যজনক হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ শহর ছেড়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষিত লোকদের মনে আন্দোলন করবার ভাব জেগেছে। তাদের সঙ্গে অশিক্ষিত লোকেরা যোগদান করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আন্দোলনকে জোরদার করেছে। অরবিন্দ তাই দেখে নিশ্চিন্ত চিত্তে বরোদায় ফিরে যান।

১৯০৪-'৫ খৃষ্টাব্দে ক্ষুদে জাপান রাশিয়াকে হারিয়ে দেয়। এ একটা বড় প্রেরণা জাগায় কংগ্রেসীদের মনে-প্রাণে। তাছাড়া ম্যাট্‌সিনি যে ধর্মসাধনার মতো ঐকান্তিকতার সঙ্গে জাতীয়তা-বাদের সাধনা করে তাঁর বাণী জগতে প্রচার করে যান, গ্যারিবল্ড যে অমানুষিক বীর্য দেখিয়ে যান, কাউণ্ট কাভুর যে অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত দেখান, ভিক্‌টর্ ইমানুয়েল যে প্রকৃত দেশপ্রেমের নিদর্শন রেখে যান, এই সব থেকে ইটালির উদাহরণ চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ওঠে। এর সঙ্গে আবার আয়ার্লণ্ডের অপূর্ব স্বাধীনতা সংগ্রামের দৃষ্টান্ত যোগ হয়। প্রবল বাধা পাওয়া সত্ত্বেও তারা বীর বিক্রমে লড়ে শত্রুর কবল হতে দেশকে মুক্ত করে।

জার্মানীর বিসমার্ক আমাদের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় আশ্রয় পেল। ইতালীর কার্বোনারি আন্দলোনের ইতিহাস সেই সময়ে বহু ভারতীয় নেতার মনে উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চার করলো। জার্মান কবি গ্যেটে, দার্শনিক কাণ্ট্, হেগেল, হার্ডার ও কিখ্‌টে ও অর্থশাস্ত্রী ফোডারিক লিস প্রভৃতি মহামানবদের চিন্তা, সেকালে বাঙালী প্রতিভাশক্তিকে উজ্জ্বলতর করে তুললো। এর সঙ্গে ফরাসী, আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের গণসংগ্রাম বাংলার বিপ্লবীদের অদৃষ্টপূর্ব প্রেরণা ও শক্তি জোগালো।

রাজপুত, শিখ ও মারাঠা জাতির অন্তর্গত এ দেশীয় বীরদের সংগ্রামগাথা আমাদের মনে এক আত্মিক-শক্তি আনলো।

আগেই বলেছি, অরবিন্দ যখন ইংলণ্ডে ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি ইউরোপের খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতাদের কার্য্যকলাপের কাহিনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একান্ত চিত্তে পাঠ করেন। ঐ কাহিনী থেকে তিনি স্বদেশী আন্দোলন চালাবার প্রেরণা পান এবং স্বদেশকে পরাধীনতার নাগপাশ হতে মুক্ত করার জন্যে অসম্ভব শক্তি পান। তিনি ছিলেন ঠিক ম্যাট্‌সিনির মত। এনি বেসান্ত তাঁকে ভারতের ম্যাট্‌সিনি বলে অভিহিত করে।

ওদিকে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের খসড়া পাশ হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিন ধার্য হয়। দেশীয় নেতাদের কানে খবরটি আসে। তাঁরা তো আগে থেকেই বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য 'গ্রহণ'-আন্দোলন জমিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং ওকথা শোনার পর বিহ্বল হলেন না। দ্বিগুণ মানসিক বলে সঙ্কল্পে অটুট থেকে ঐ দিনটিকে জাতীয় শোকের দিন বলে প্রচার করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একাধিক গান রচনা করে দেশপ্রেমকে শক্তিশালী করে দেশীয় জনগণের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী বাংলার বিশিষ্ট সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, "বাংলার নিদ্রিত শক্তি যেন সহসা আত্মপ্রকাশ করলো। কবি, বক্তা, চিত্রকর, সংবাদপত্র-সেবক, গায়ক, যাত্রাওয়ালা —যিনি যেরূপে পারলেন, মাতৃসেবায়—মহাযজ্ঞে যোগ দিলেন। বাংলা তখন জেগেছে। তার নতুন মূর্তি—সেই তেজে দীপ্ত—সংকল্পে দৃঢ় মূর্তি দেখে বাঙালীর ও বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

"আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি—
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননি
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

(হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ : কংগ্রেস, তৃতীয় সংস্করণ ১৯২৮ খৃঃ, ১১১—১১৩)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৫ই অক্টোবর সকালে নরনারী নির্বিশেষে সকলে গঙ্গাস্নান করে হাতে রাখী বাঁধে। ঐ রাখীবন্ধন উৎসব রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত। 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই' এই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে একজন আর একজনের হাতে রাখী বেঁধে দেয়। এভাবে দেশে একতাশক্তি জেগে ওঠে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অপূর্ব মিলন ঘটে। আর একতাই তো বল। একতা না থাকলে যে কোন বিষয়ের যে কোন আন্দোলন ব্যর্থ হয়। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, ঋষি, জাতীয়তাবাদের কবি রবীন্দ্রনাথ তা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। তাই তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী এই উৎসব হয়।

আন্দোলন আরম্ভ হয়। দেশময় গণজাগরণের অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কংগ্রেসের নরম পন্থীরা তখনো বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আবেদন-নিবেদন নীতির দ্বারা বঙ্গ-ভঙ্গ সমস্যা মিটিয়ে নেবার বিশেষ চেষ্টা করেন। অরবিন্দ তা পছন্দ করেন নি। তাঁর মত ছিল ভিন্ন। তিনি চাইলেন আপোষ-হীন সংগ্রাম। এতে তিনি নিরাশ হন নি। তাঁর জাতীয়তাবাদী দল নিয়ে 'যুগান্তর' নামে একটি স্বাধীন বলিষ্ঠ মতামত সমন্বিত পত্রিকা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন। তার জন্যে কোলকাতায় বারীন্দ্রের কাছে কিছু টাকা পাঠান।

এই সময়ে তিনি ছদ্মনামে লিখতে থাকেন। কিন্তু তাঁর ছদ্মনামে লেখা কোন রচনা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। সম্পাদকরা প্রকাশ করতে রাজী হন নি।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী 'সন্ধ্যা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ব্রহ্মবান্ধব 'স্বরাজ' কথাটির ওপর জোর দিয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে দাদাভাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নওরোজী তাঁর সুবিখ্যাত কংগ্রেস প্রস্তাবের মধ্যে এই কথাটি জুড়ে দিয়ে এর মানে করেন 'স্বায়ত্তশাসন'।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। মহামতি গোখেল সভাপতি হন। অরবিন্দ ঐ সভায় যোগ দেন। তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়কে বাংলার আন্দোলনে যোগ দিতে বলেন। তাঁদের মধ্যে নাগপুরের ডাক্তার মুঞ্জে ও সাপর্দে, যুক্ত-প্রদেশের পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পাঞ্জাবের লাজপত রায় অন্যতম। এর দ্বারা তিনি বাংলার সমস্যাকে সর্বভারতীয় সমস্যারূপে লোকচোখে প্রকাশ করবার সুযোগ পান।

সভায় বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য নেতা যোগদান করেন। পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায় বাংলা ও বাঙালীকে বড় চোখে দেখেন। সভায় বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনের প্রশংসা করেন। তিনি বললেন, "Congratulated Bengal on heralding a new political era for the country. If other provinces followed the example of Bengal, the day was not far distant when they would win."

অরবিন্দ আশা করলেন, তাঁর পরিকল্পিত বয়কট প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হবে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও গৃহীত হলো না।

কংগ্রেস এই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করলো, "বৃটিশ সরকার কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের আদেশ বাঙালীদের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক বোধ হয়। তাঁরা সে আদেশের প্রতি আইনমাফিক ও ফলপ্রদ প্রতিবাদ-স্বরূপ এবং বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করার আন্দোলন চালাতে বাধ্য হন। তার ফলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বাঙালীদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করে এই সভা একান্তভাবে তার প্রতিবাদ করছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কংগ্রেসের সৎ সাহসের নমুনা দেখে অরবিন্দ অতিশয় দুঃখিত হন। তাঁর বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব মডারেট পন্থীরা অনুমোদন করেন নি। তাঁরা বাংলার সমস্যাকে ভারতীয় সমস্যারূপে ভাবতে পারেন নি। তবে তাঁর অন্য একটি প্রস্তাব নেতাদের সমর্থন পায়। এই প্রস্তাবটিতে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এখন থেকে লাজপত রায়, মহামান্য তিলক, মুঞ্জে ও সাপর্দে বাংলার আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন।

ভারতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থীরা বাংলার সমস্যাকে ভারতীয় সমস্যারূপে ভাবতে পারেন নি। তাই চরমপন্থী অরবিন্দ এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশ লাগে। তিনি নরমপন্থীদের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন। নরমপন্থীরা বাংলার সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও বাংলায় স্বদেশী বিপ্লব আসবেই আসবে এবং এই বিপ্লব অক্ষুণ্ণ আত্মশক্তিতে সারা ভারত ছড়িয়ে পড়বে।

অরবিন্দ বরোদায় শান্তি পান নি। সেখান থেকে ঠিক করেন, বাংলায় এসে স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন। ভারতকে বিদেশী শাসকদের নিপীড়ন হতে মুক্ত করাই তাঁর আজীবনের ব্রত। এই ব্রতকে শীঘ্র বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। এ সম্বন্ধে স্ত্রীকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন,—

"প্রিয়তমা মৃণালিণী,

".....এখন সেই কথাটা বলি। তুমি বোধহয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক, অসাধারণ মত, অসাধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যা বলে তা বোধহয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কর্মক্ষেত্রে সফলতা হলে ওকে পাগল না বলে প্রতিভাবান মহাপুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেষ্টা সফল হয়? সহস্র লোকের মধ্যে দশজন অসাধারণ, সেই দশজনের মধ্যে একজন কৃতকার্য হয়। আমার কর্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষেত্রে অবতরণও করতে পারি নি। অতএব আমাকে পাগলই বুঝবে। পাগলের হাতে পড়া বড় অমঙ্গল কারণ স্ত্রীজাতির সব আশা সাংসারিক সুখ-দুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তার স্ত্রীকে সুখ দেবে না, দুঃখই দেয়।"

"হিন্দুধর্মের প্রণেতাগণ এটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা অসামান্য চরিত্র, চেষ্টা ও আশাকে বড় ভালবাসতেন। পাগল হোক বা মহাপুরুষ হোক, অসাধারণ লোককে বড় মানতেন কিন্তু এ বিষয়ে স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর দুর্দশা হয়, তার কি উপায় হবে? ঋষিগণ এক উপায় ঠিক করলেন; তাঁরা স্ত্রীজাতিকে বললেন, তোমরা পতিঃ পরমো গুরুঃ এই মন্ত্রই স্ত্রীজাতির একমাত্র মন্ত্র বুঝবে। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিনী, স্বামী যে ধর্মই স্বধর্ম বলে গ্রহণ করবেন, তাতে সাহায্য কর। তাঁকে মন্ত্রণা দেবে, উৎসাহ দেবে, তাঁকে দেবতা বলে মানবে, তাঁরই সুখে সুখ, তাঁরই দুঃখে দুঃখী বলবে। কাজ নির্বাচন করা পুরুষের এবং সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার।"

"এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধর্মের পথ ধরবে না নূতন সভ্য-ধর্মের পথ ধরবে? পাগলকে যে বিয়ে করেছ সে তোমার পূর্ব-জন্মার্জিত কর্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল। সে কি রকম বন্দোবস্ত হবে? পাঁচজনের মত তুমিও কি ওকে পাগল বলে জড়িয়ে দেবে? পাগল তো পাগলামীর পথে ছুটবেই ছুটবে। তুমি ওকে ধরে রাখতে পারবে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার স্বভাবই বলবান, তবে তুমি কি কোণে বসে কাঁদবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটবে? পাগলের উপযুক্ত পাগলী হবার চেষ্টা করবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বেঁধে নিজেও অন্ধ সাজলেন। হাজার ব্রাহ্ম কুলে পড়ে থাক, তবু তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে। হিন্দুর পূর্ব পুরুষের রক্ত তোমার শরীরে; আমার সন্দেহ নেই তুমি শেষোক্ত পথই ধরবে।"

"আমার তিনটি পাগলামী আছে। প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে শিক্ষা যে, বিদ্যা, যে ধন দিয়েছেন, সবই তাঁর। যা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে, যা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাই নিজের জন্য খরচ করবার অধিকার থাকা, যা বাকি রইলো তা ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্যে, সুখের জন্যে, বিলাসের জন্যে খরচ করি, তাহলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন নিয়ে ভগবানকে দেয় না, সে চোর। এ পর্যন্ত ভগবানকে দু' আনা দিয়ে চোদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করে হিসেবটা চুকিয়ে সাংসারিক সুখে মত্ত রয়েছি। জীবনের অর্ধাংশ বৃথা গেল। পশুও নিজের এবং নিজের পরিবারের উদর পুরিয়ে কৃতার্থ হয়।"

"আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্যবৃত্তি ধরে আসছি এটা বুঝতে পারলুম। বুঝে. বড় অনুতাপ ও নিজের ওপর ঘৃণা হয়েছে। আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছেড়ে দিলুম। ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, মানে ধার কার্যে ব্যয় করা। যে টাকা সরোজিনী বা উষাকে দিয়েছি তার জন্যে কোন অনুতাপ নেই, পরোপকার ধর্ম। আশ্রিতকে রক্ষা করা মহাধর্ম। কিন্তু ভাইবোনকে দিলে হিসেবটা চোকে না। এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটি ভাইবোন এই দেশে আছে। তাদের মধ্যে অনেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাহারে মরছে, অধিকাংশ কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হয়ে কোন মতে বেঁচে থাকে, তাদের হিত করতে হয়।"

"কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্মিণী হবে? কেবল সামান্য লোকের মত খেয়ে-পরে, যা সত্যি সত্যি দরকার, তাই কিনে আর সব ভগবানকে দেবো, এই আমার ইচ্ছে। তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করতে পারলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হতে পারে। তুমি বলছিলে, 'আমার কোন উন্নতি হল না,' এই উন্নতির একটা পথ দেখিয়ে দিলুম, সে পথে যাবে কি?"

"দ্বিতীয় পাগলামী সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে। পাগলামীটা এই, যে কোন মতে ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করতে হবে। আজকালকার ধর্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্মিক! তা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করবার, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কোন না কোন পথ থাকবেই। সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাবার দৃঢ় সঙ্কল্প করে বসেছি। হিন্দু ধর্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাবার নিয়ম দেখিয়ে দিয়েছে। সে সকল পালন করতে আরম্ভ করেছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করতে পারলুম হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যে নয়, যে যে চিহ্নের কথা বলেছে সেই সব উপলব্ধি করছি। এখন আমার ইচ্ছে তোমাকেও সেই পথে নিয়ে যাই, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারবে না, কারণ তোমার অত জ্ঞান হয় নি কিন্তু আমার পেছনে পেছনে আসতে কোন বাধা নেই। সেই পথে সিদ্ধি সকলের হতে পারে কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে, কেউ তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না, যদি মত থাকে তবে এর সম্বন্ধে আরও লিখবো।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তৃতীয় পাগলামী এই যে অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত ও নদী বলে জানে। আমি স্বদেশকে মা বলে জানি, ভক্তি করি, পূজো করি। মার বুকের ওপর বসে যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় তাহলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করতে বসে, স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে আমোদ করতে বসে, না মাকে উদ্ধার করতে দৌড়ে যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করবার বল আমার পায়ে আছে। শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়ে আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষাত্র-তেজ একমাত্র তেজ নয়, ব্রহ্ম তেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নতুন নয়, আজকালকার নয়। এই ভাব নিয়ে আমি জন্মেছিলুম। এই ভাব আমার মজ্জাগত। ভগবান এই মহাব্রত সাধন করতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন। চোদ্দ বছর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হতে লাগলো। আঠার বছর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হয়েছিল। তুমি ন-মাসীর কথা শুনে ভেবেছিলে কোথাকার বদ লোক আমার সরল ভাল মানুষ স্বামীকে কুপথে টেনে নিয়েছে। তোমার স্বামী ভাল মানুষ, সে লোক ও আর শত শত লোক সেই পথে,—কুপথে বা সুপথে, প্রবেশ করেছিল। আরও হাজার হাজার লোককে প্রবেশ করাবে। কার্য্য সিদ্ধি আমি থাকতেই হবে তা আমি বলছি না, কিন্তু হবে নিশ্চয়ই।"

"এখন বলি এ বিষয়ে তুমি কি করতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি, তুমি উষার শিষ্য হয়ে সাহেব পূজোর মন্ত্র জপ করবে? উদাসীন হয়ে স্বামীর শক্তি খর্ব করবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করবে? তুমি বলবে এই সব মহৎ কাজে আমার মত সামান্য মেয়ে কি করতে পারে, আমার মনের বল নেই, বুদ্ধি নেই, ঐ সব কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবতে ভয় করে। তার সহজ উপায় আছে। ভগবানের আশ্রয় নাও। ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে একবার প্রবেশ কর, তোমার যে যে অভাব আছে তিনি শীঘ্র পূরণ করবেন। যে ভগবানের নিকট আশ্রয় নিয়েছে, ভয় তাকে ছেড়ে দেয়। আর আমার ওপর যদি বিশ্বাস করতে পার, দশ জনের কথা না শুনে আমারই কথা যদি শোন, আমি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি। তাতে আমার বলের হানি না হয়ে বৃদ্ধি হবে। আবার স্ত্রী স্বামীর শক্তি, মানে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখে তার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি পেয়ে দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে।"

"চিরদিন কি এভাবে থাকবে, আমি ভাল কাপড় পরবো, ভাল আহার করবো, হাসবো, নাচবো, যত রকম সুখ ভোগ করবো,—এই মানসিক অবস্থাকে উন্নতি বলে না। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েদের জীবনের গণ্ডী এমন সংকীর্ণ হয়ে এসেছে যে, ক্রমশঃই যেন তা' তুচ্ছতায় হেয় হয়ে পড়ছে। তুমি এই সব দৌর্বল্যকে ত্যাগ করে আমার সঙ্গে এসো। জগতে এসেছি ভগবানের আরব্ধ কাজ করতে। এসো সেই কাজ আরম্ভ করি।"

"তোমার স্বভাবের একটা দোষ আছে। তুমি অতিশয় সরল। সব কিছুই বিশ্বাস করো। যে যা বলে তাই শোন। এতে মন চিরকাল অস্থির থাকে। বুদ্ধির বিকাশ হয় না। কোন কাজেই একাগ্রতা আসে না। ওটা শোধরাতে হবে। একজনেরই উপদেশ মত জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে। এক লক্ষ্য করে, অবিচলিত চিত্তে কার্য্য সাধনা করতে হবে। লোকের নিন্দা ও বিদ্রূপকে তুচ্ছ করে স্থির ভক্তি রাখতে হবে।"

"আরও একটা দোষ আছে। সেটা অবশ্য তোমার স্বভাবের নয়, কালের দোষ। এই যাকে বলে যুগধর্ম। আজ বঙ্গদেশের যুগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মে বইছে চটুলতার হাওয়া! লোকে আর গভীর কথাও গম্ভীর-ভাবে শুনতে পারে না। ধর্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ প্রচেষ্টা, দেশোদ্ধার—এই সব উচ্চ ভাব বা গুরু গম্ভীর বিষয় নিয়েও লোকে হাসি তামাসা করে। কেউ ও সবে আমলই দিতে চায় না! ব্রাহ্ম স্কুলে থেকে থেকে তোমার ঐ সব দোষ একটু একটু হয়েছে। ওটা অবশ্য তোমার বাড়িরও ছিল। অল্প বিস্তর আমরা সকলেই এই দোষে দুষ্ট। দেওঘরের লোকের মধ্যে তো আশ্চর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দৃঢ়তার সঙ্গে এই মনোভাবকে তাড়াতে হয়। আমার বিশ্বাস তুমি তা সহজেই পারবে। নিজের মধ্যে সমাধিস্থ হ'য়ে গভীরভাবে চিন্তা করা অভ্যাস করলে, তোমার আসল স্বভাব মূর্ত হয়ে উঠবে। পরোপকার ও স্বার্থ ত্যাগের দিকেও .তোমার টান আছে। তোমার সবই আছে, অভাব কেবল মনোবলের। ঈশ্বর উপাসনায় সেই জোর পাবে।"

"এটাই আমার সেই গুপ্ত কথা। কারুর কাছে প্রকাশ না করে এই কথাই কায়-মন-বাক্যে চিত্তে ধ্যান কর, তবেই এতে অবশ্য আত্ম শুদ্ধির বরাভয় মন্ত্র পাবে। ভয় করবার কিছু নেই, তবে চিন্তা করবার অনেক বিষয় আছে। প্রথমে বিশেষ কিছু করতে হবে না। কেবল রোজ আধ ঘণ্টা করে ভগবানকে ধ্যান কর। তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলবতী ইচ্ছাকে প্রকাশ কর। তা হ'লেই মন ক্রমে ক্রমে তৈরী হবে। তাঁর কাছে সর্বদা এই প্রার্থনা করতে হয়, আমি যেন স্বামীর জীবনের উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করে সর্বদা সহায় হই, সাধনাপূত হই। এই মন্ত্রই জপ করবে। ইতি—

তোমার স্বামী।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব পরিকল্পনা মত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যে জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লেখেন।

যুগান্তরের সে ডাক বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছায়। দেশ সেবায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে দলে দলে স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা তাঁর দলে এসে যোগ দেয়। তারা স্কুল-কলেজ ছেড়ে দেয়।

এই ব্যাপারে ডন সোসাইটির ছাত্ররা বিশেষ উৎসাহী ও অগ্রণী ছিল। ডন সোসাইটির মন্ত্রণাদাতা সতীশ মুখার্জী ও এটর্নী হীরেন দত্ত ছাত্রদের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। হীরেন দত্ত কোলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে বললেন, "সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে ফেলো। স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলো। আমি তার ভৃত্য হবো।.....শ্যামের বাঁশরী বেজেছে। গোপিনীরা যে যেখানে আছে সেখান থেকেই ছুটে আসবে।"

তেজস্বী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় কোলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়কে "গোলদিঘীর বৈঠকখানা" বলে অভিহিত করেন।

এতে করে দেশীয় নেতারা ভাবলেন, ছাত্ররা স্কুল কলেজ ছাড়লে লেখাপড়া শিখতে পারবে না। তাই তারা যাতে স্বদেশী আন্দোলন করে ও লেখাপড়া শেখে তার জন্যে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬

অরবিন্দর বরোদা রাজ্য ত্যাগ ও বাংলায় আগমন

তখনকার বাংলার নেতৃগণ অরবিন্দকে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ পরিচালনার ভার নেবার অনুরোধ জানান। তিনিও রাজী হন।

বরোদায় মাসিক দু'হাজার টাকা বেতনের চাকরী ছেড়ে ঐ কলেজে মাসিক দেড়শো টাকা বেতনের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে আসেন।

দীর্ঘ তের বছর পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে অরবিন্দ বরোদার রাজ কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করে বাংলায় আসেন। আসবার সময় মহারাজা তাঁকে বরোদায় থাকবার জন্যে অনুরোধ করেন। রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মানজনক দেওয়ানের পদ দিতে চান। অরবিন্দ তা নেন নি। বুঝলেন, স্বদেশের সেবাকাজের তুলনায় ওকাজ কিছুই নয়। পুত্রের প্রতি মায়ের স্বাভাবিক আকর্ষণে সুদীর্ঘকাল পরেও তিনি বাংলায় ফিরে আসেন। তাঁর সেবায় মন-প্রাণ নিয়োগ করেন।

আর বেঙ্গল ন্যাশন্যাল স্কুলে পড়াবার জন্যে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিনয় কুমার সরকার প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র মাত্র পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন।

তাঁরা অল্প বেতনে কাজ করতে হাসি মুখে রাজী হলেন। পরে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট সভ্যদের নিয়ে 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন বোর্ড' অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়।

ন্যাশন্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা দিনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, "আজ আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলুম, ইচ্ছাই ঈশ্বরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐশ্বর্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়ার কথা। যুক্তি নয়, তর্ক নয়, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব নয়, আজ বাঙালীর মনে কোথা হতে একটা ইচ্ছার বেগ এলো আর পরক্ষণেই সমস্ত বাধাবিপত্তি, সমস্ত দ্বিধাসংশয় বিদীর্ণ করে অখণ্ড পুণ্যফলের মত আমাদের জাতীয় বিদ্যাব্যবস্থা আকার গ্রহণ করে দেখা দিল। বাঙালীর হৃদয়ের ইচ্ছার যজ্ঞ-হুতাশন জ্বলে উঠেছিল এবং সেই অগ্নিশিখা হতে চরু হাতে করে আজ দিব্য পুরুষ উঠেছেন, আমাদের বহু দিনের বন্ধ্যত্ব এইবার ঘুচবে।

"অনেক দিন পরে আজ বাঙালী যথার্থভাবে একটা কিছু পেল। এই পাওয়ার মধ্যে যে একটা উপস্থিত লাভ আছে তা নয়, আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাবার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতাটা যে কি এবং কোথায়, আমরা তাই বুঝলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হতে আমাদের পাবার পথ প্রশস্ত হলো। আমরা যে বিদ্যালয়কে পেলাম, তা নয়, আমরা নিজের সত্য, নিজের শক্তি পেলাম।"

"আমি আপনাদের কাছে সেই আনন্দের জয়ধ্বনি তুলতে চাই। আজ বাংলাদেশে যার আবির্ভাব হলো, তাকে কিভাবে গ্রহণ করতে হবে, তা যেন আমরা না ভুলি……আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকাঘরে আজ সজীব মঙ্গল জন্ম নিয়েছে—সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দ শঙ্খ বেজে ওঠে—আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।"

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "....to train students intellectually and morally so as to mould their character according to the highest national ideals; and on its technical side, to train them so as to qualify them for developing the national resources of the country and increasing its meterial wealth."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন-প্রসঙ্গে কবিগুরুর একাধিক গানের দু' একটি এখানে উদ্ধৃত করলে অশোভন হবে না,—

(১) "আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি
এ অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননি!"

(২) "তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না।"

শ্রীশ্রীআনন্দময়ীর গবেষণার

অরবিন্দর স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে তখনকার বাংলার বিশিষ্ট গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করেন এবং দেশোদ্ধারের কাজে লাগেন।

অসাধারণ বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এবং অমিত অধ্যাত্ম-শক্তির বলে অরবিন্দ বাংলায় বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বদেশে এসে সুমিষ্ট কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রকে কেন্দ্র করে দু' একবার যে বক্তৃতা দেন, তা শুনে মুহ্যমান বাঙালীর হৃদয়াকাশ আশার অরুণোদয়ে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সাক্ষাৎ অরবিন্দকে পেয়ে গর্বে ও আনন্দে মেতে ওঠে। প্রাণে প্রাণে বইতে থাকে দুকুলপ্লাবী বিপ্লবের স্রোতধারা। সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বন্দেমাতরম্ মন্ত্র গাথা।

অরবিন্দ বাংলায় আসার আগেই 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করে ইতিমধ্যে বাঙালীর মনে বিপ্লবের তেজ সঞ্চারিত হয়। এখন তিনি স্বয়ং বাংলাদেশে। যুগান্তরে প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু আগের চাইতে তেজস্ক্রিয় হলেও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এক ও অখণ্ড। ভারতকে বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে। তার জন্যে চাই ভারতব্যাপী অখণ্ড ও অহিংস বিপ্লব। চিন্তা ও জ্ঞানবল এর প্রধান দুই অঙ্গ।

বাংলায় যুবকদের সংস্পর্শে এসে বুঝতে পারেন, তাদের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখনো জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয় নি। যদি তাদের মনে জাতীয়তা-বোধের প্রভাব আনা যায়—দেশাত্মবোধের প্রেরণা জাগান যায় তবে সশস্ত্র বিপ্লবের দরকার হবে না। অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথেই দেশে স্বাধীনতা আসতে পারে।

অরবিন্দ সশস্ত্র বিপ্লব যে একেবারে পছন্দ করেন নি, তা নয়। তবে অহিংস বিপ্লবকেই সর্বপ্রথমে স্থান দেন। তাঁর মতে প্রথম পদক্ষেপে অহিংস বিপ্লব চালিয়ে যাও। সে অহিংস বিপ্লব যদি ব্যর্থ হয় তবে চালাও সশস্ত্র বিপ্লব। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রর সশস্ত্র বিপ্লব-বাদকে একেবারে অস্বীকার করেন নি। তাঁকে সময়ে-অসময়ে চিন্তা, জ্ঞান ও অর্থবল দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁকে বোঝান, ইংরাজদের কোথায় দোষ ত্রুটি, ওদের কোন দুর্বল মুহূর্ত্তে আঘাত হানতে হবে ইত্যাদি। বারীন্দ্র তাঁর নির্দেশমত চললেন।

সেই সময় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার দুই ছোট লাট ব্যামফিল্ড ফুলার ও এণ্ড্রু ফ্রেজার বাংলাদেশের ওপর নির্বিচারে শাসননীতি চালান। বাংলার যুবশক্তিরা একান্তভাবে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে সেই শাসননীতির মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানে। তাতে পূর্ব বাংলায় বন্দেমাতরম্ মন্ত্রোচ্চারণ নিষিদ্ধ হয়। তার প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরিশালে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন বসে। এই সভায় বহু গণ্য মান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যোগদান করেন। সভায় সরকারী চণ্ডনীতির তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। অরবিন্দ এই সভায় উপস্থিত থাকেন। এই সম্মেলনে যোগদান করবার জন্যে নেতাগণ এবং জনসাধারণ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে শোভা-যাত্রা করে আসেন। শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন পরে জামিন পান। অরবিন্দ সুরেন্দ্রনাথের অসম্ভব নির্ভীকতার পরিচয় পেয়ে প্রশংসা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭।২৬৪

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হতে অর্থাৎ অরবিন্দর জন্মদিনে ন্যাশন্যাল কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ হয়। ছাত্রেরা অরবিন্দের মত অধ্যক্ষ পেয়ে নিজেদের ধন্য বোধ করে। ইতিহাস ও অর্থনীতিতে তিনি এত সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দেন যাতে ছাত্রগণ তাঁর প্রতি নিবিড়-ভাবে আকৃষ্ট হয়। এভাবে তিনি ছাত্রদের মন জয় করেন। তিনি কেবল পাঠ্যপুস্তক পড়িয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তার ভারতের বুকে স্বদেশী বিপ্লবের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন সেই বিপ্লবে শুচিশুদ্ধ চিত্তে সকল যুবকদের যোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি ছাত্রদের বোঝান, তারা দেশ জননীর প্রিয় সন্তান। তারা বিদ্যা অর্জন করছে নিজেদের এবং মায়ের দুঃখ দূর করবার জন্যে। এখন বিদ্যা লাভ করে যেন তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থাকে। মায়ের সেবায় নিস্বার্থভাবে সরল হৃদয়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে। নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্র প্রসার করতে হবে। মানুষের মত মানুষ হয়ে দেশ-জননীর মুক্তি-আন্দোলনে যোগ দিতে হবে।

ছাত্রদের প্রতি গুরুর এরূপ আদেশ ও নির্দেশ শীঘ্রই ফলপ্রসূ হয়ে উঠল। দলে দলে যুবকেরা অরবিন্দের চরণে এসে আশ্রয় নেয়। তাঁকে মহান নেতা ভেবে তাঁর কাছ থেকে বিপ্লবের মন্ত্র গ্রহণ করে। নেতার পবিত্র প্রেরণায় এমনি উদ্‌বুদ্ধ হলো যে দেশ-জননীর সেবার জন্যে অপরিসীম দুঃখকষ্ট সহ্য করতে রাজী হয়। এভাবে অরবিন্দর রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রথম প্রথম ন্যাশন্যাল কলেজকে কেন্দ্র করেই চলতে থাকে। সে সময় তিনি সভা-সমিতিতে বড় একটা যান নি। সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা হয়। সুবোধ মল্লিক নেতৃবৃন্দদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক সাহায্য করেন। তিনি কংগ্রেসের জন্যে নগদ ও গৃহ দান করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭

বন্দেমাতরম্ পত্রিকা ও অরবিন্দ

যুগান্তর পত্রিকায় অরবিন্দ নিজ স্বভাবের প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লেখেন, "স্বাধীন ভারত এক টুকরো পাথর বা কাঠ নয়। তাকে খোদাই করে একটা জাতিতে পরিণত করা অসম্ভব। যারা স্বাধীনতার জন্যে আকুল, তাদের অন্তরেই রয়েছে স্বাধীন ভারত। হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা নিয়েই স্বাধীন ভারত গড়ে তুলতে হবে....."

বিশিষ্ট বাগ্মী এবং দেশভক্ত বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদিত 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজটিই বন্দেমাতরম্ নামে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। বিপিনচন্দ্র অরবিন্দর বিপ্লবী মতবাদকে পূর্ণ সমর্থন করেন এবং অরবিন্দর পরামর্শমত নিজের কাগজের নাম বদলান। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র পালের অগ্নিগর্ভ রচনা প্রকাশিত হয়। দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অকল্পিত সাড়া পড়ে যায়। এই কাগজের সম্পাদক হন অরবিন্দ।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্যামসুন্দর, বিপিনচন্দ্র পাল আর বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর সহ-সম্পাদক মণ্ডলী নির্বাচিত হন। এই পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং চিত্তরঞ্জন দাস দেশের মুক্তি-সংগ্রামের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লেখেন।

অরবিন্দ বন্দেমাতরমে একাধিক জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলির মধ্যে ভারতের জন্যে ভারতীয়, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই সকলের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করে। বন্দেমাতরম্ পত্রিকাতেও তিনি ছদ্মনামে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। নিজে পত্রিকাটির সব কিছু হয়েও লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি থাকতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সিময়ে চন্দননগরের স্কুলের শক্ষক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দের দলে এসে যোগ দেন এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি করেন।

বাংলা ভাষায় 'যুগান্তর' আর ইংরাজী ভাষায় 'বন্দেমাতরম্' দেশে বিপ্লবময় এক নবযুগের সন্ধান দেয়। সারা ভারতের লোক বাংলার বিপ্লবের ধারা দেখে মুগ্ধ হয়।

বন্দেমাতরম্ কাগজটি সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়।

যুগান্তরে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের ওপর বৃটিশ সরকার আঘাত হানেন। তাঁদের মতে ঐ প্রবন্ধগুলি নাকি রাজদ্রোহমূলক। এই অভিযোগে পত্রিকার কর্মকর্তা, সম্পাদক ও মুদ্রাকর পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ পত্রিকায় লিখতেন। তিনিও পুলিশের নজরবন্দী হন। বিচারের সময় তিনি অরবিন্দর নির্দেশমত আত্মপক্ষ সমর্থনের বিরোধিতা করেন। ফলে আর সকলের মুক্তি হলো, কেবলমাত্র তিনি দু'বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পান।

এর পর যুগান্তর পত্রিকাকে উপলক্ষ্য করে বহুবার মামলা হয়েছে। এতে করে বাংলায় বিপ্লবের দাবানল লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠেছে, একটুও কমে নি।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কোলকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসে। এই সভায় চরম ও নরমপন্থীর নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। দাদাভাই নৌরজী সভাপতি নির্বাচিত হন। সভায় বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব এবং স্বরাজের দাবী স্বীকৃত হয়। কিন্তু সে স্বরাজ নিতান্তই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তাতে ছিল না। তাই চরমপন্থীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তবু তাঁরা তিনটি প্রস্তাব সভায় সমর্থন করিয়ে নেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম প্রস্তাব হলো, দেশ ও জাতির স্বার্থে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, বৃটিশ শাসকদের অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ স্বরূপ বিলাতী দ্রব্য বর্জন।

তৃতীয়টি হলো, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হতে স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তার তীব্রতাও বেড়ে ওঠে। দেশের যুবসম্প্রদায় ইংরাজ-শাসকদের রক্তচক্ষু অবহেলা করে অবলীলাক্রমে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়। তাদের চোখেমুখে ভীতির চিহ্নমাত্র রইলো না। নির্ভীকচিত্তে হাসিমুখে ফাঁসীকে বরণ করে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়। নির্বাসন-দণ্ড তাদের কাছে তুচ্ছ ঠেকে।

ঠিক ঐ বছরের মে মাসে লালা লাজপত রায় বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর দণ্ডাজ্ঞার কথা সুদূর বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। সেই সংবাদে ক্ষুব্ধ অরবিন্দ উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ইংরাজ পাঞ্জাবকেশরীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। এতে করে পাঞ্জাবের শক্তি কিছুমাত্র খর্ব হবে না বরং বাড়তে থাকবে। পাঞ্জাবীরা পঞ্চনদের মানুষ-সিংহের জাত। তারা যদি একসঙ্গে জাগে আর স্বাধীনতার জয়গান গায় তাহলে ইংরাজ সরকার বিচলিত না হয়ে থাকতে পারবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮

(অরবিন্দ ও বন্দেমাতরম্ মামলা)

'যুগান্তর' 'সন্ধ্যা' ও 'বন্দেমাতরম্' কাগজগুলিতে রাজদ্রোহমূলক রচনা প্রকাশের জন্যে বৃটিশ সরকার কয়েকজন স্বদেশী নেতাকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের শাস্তি দেন। কয়েকজনকে আবার বিনা প্রমাণ-বশতঃ সামান্য বিচারে জেল থেকে ছেড়ে দেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার ওপর শেষকালে আসে ইংরাজ সরকারের আঘাত। রাজদ্রোহমূলক রচনার পরিচয় পেয়ে সরকার মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষ এবং প্রবীণ লেখক অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করেন। কিংসফোর্ডের আদালতে বিচার হয়। এই মামলা বিখ্যাত ঐতিহাসিক বন্দেমাতরম্ মামলা নামে প্রসিদ্ধ। সরকারপক্ষ অরবিন্দর সব রচনা বাজেয়াপ্ত করেন এবং সেগুলি পরীক্ষার জন্যে সাক্ষীদের ডাকেন। বিপিনচন্দ্রকে ডাকা হয়। তিনি সোজসুজি সাক্ষী দিতে স্বীকার করেন নি বলে আদালতের অবমাননার দায়ে ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

গ্রেপ্তারের ফলে অরবিন্দ লোকসমাজের সামনে এসে দাঁড়ান।

এতদিন তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কাজ করে এসেছেন। এবার লোকসঙ্গে কাজ করবার সময় এলো। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা এবং প্রকাশ্য কাজে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। সেই সময় তিনি ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। কারণ বিচারে যদি তাঁর দণ্ড হয় তাহলে বৃটিশ সরকারের রাজরোষে কলেজটি বন্ধ হতে পারে। তাছাড়া কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে কলেজে থেকে প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন করতে নিষেধ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিপ্লবী অরবিন্দ গ্রেপ্তার হয়েছেন শুনে দেশবাসীদের মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। সকলে মর্মে মর্মে নিদারুণ ব্যথা অনুভব করে এবং বৃটিশ সরকারের অন্যায় আচরণের নিন্দা করে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অরবিন্দ-প্রশস্তি' শীর্ষক কবিতায় বিপ্লবী বীরকে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা জানান। কবিতাটি নিম্নরূপ,—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি
বাড়াও নি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন—
যার লাগি নরদেব চিররাত্রিদিন
তপোমগ্ন, যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়েছেন সংকটযাত্রায়, যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে,
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি
জয়শঙ্খ তাঁর? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে বিদ্ধ করি দেশের আঁধার
ধ্রুবতারকার মতো ! জয় তব জয় !
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়—
সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা ! কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল।
মোছ রে দুর্বল চক্ষু, মোছ অশ্রুজল ॥

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধনশৃঙ্খল তার
চরণবন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য-পানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তেক-পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি ! শাস্তি তারি তরে
যে পারে না শাস্তিভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর—
কপট বেষ্টন, যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলে নি অন্যায়, আপনার
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য-অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে, দুর্গতির করে অহংকার,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত-প্রায়—
সেই ভীরু নতশির চিরশাস্তি ভারে
রাজকারা-বাহিরেতে নিত্য কারাগারে ॥

বন্ধন-পীড়ন-দুঃখ-অসম্মান-মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান—
মহাতীর্থযাত্রীর সংগীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণাপাণি,
হে কবি, তোমার মুখে রাখি দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়েছেন বিপুল ঝংকার—
নাহি তাহে দুঃখতান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস। তাই শুনি আজ
কোথা হতে ঝঞ্ঝা-সাথে সিন্ধুর গর্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন
পাষাণপিঞ্জর টুটি, বজ্রগর্জরব
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।
এ উদাত্ত সংগীতের তরঙ্গ-মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার ॥

তার পরে তাঁরে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টককান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি-অন্ধকারে ;
যিনি নানা কণ্ঠে কন, নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, 'দুঃখ কিছু নয়—
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়।
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার!
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার!
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির।
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।'

(শান্তিনিকেতন, ৭ই ভাদ্র ১৩১৪)

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের দাবানল দ্বিগুণভাবে প্রজ্বলিত করবার জন্যে একাধিক কবিতা লেখেন।

নির্দিষ্ট সময়ে অরবিন্দর বিচার আরম্ভ হয়। তিনি সহকর্মীদের অনুরোধে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য বহু স্বনামধন্য উকিল ও ব্যারিস্টার তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান।

আসামী অরবিন্দ নির্ভিকচিত্তে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিবৃতি দেন। তাঁর চোখে মুখে ত্রাসের ভাব দেখা যায় নি। বরং একটা অগ্নি-জ্যোতি সারা মুখমণ্ডল ব্যাপী দৃষ্ট হয়। সেই জ্যোতির মধ্যে সারা ভারতের ভাবী স্বদেশী আন্দোলনের ইঙ্গিত প্রস্ফুট হয়। বিপ্লবী এবং নিরপরাধী অরবিন্দকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অপমান করা হয়েছে এই কারণে দেশবাসীদের চিত্তে বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তারা দ্বিগুণ শক্তি পায়।

বিচারে অরবিন্দ নির্দোষ সাব্যস্ত হন। বৃটিশ রাজের ঘৃণ্য অপকৌশল বিপ্লবী বীরের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারে নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অরবিন্দ ও কংগ্রেসের দুই উপদল)

মুক্তি পাবার পর অরবিন্দ প্রকাশ্য সভায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন। পরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে চরম পন্থীদের সঙ্গে নরম পন্থীদের মিলন ঘটে নি। নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ চরমপন্থী অরবিন্দ দলের সার্বভৌম স্বাধীনতার আন্দোলন মেনে নেন নি। অরবিন্দ কিন্তু নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, 'পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। ইংরাজ সরকারের অনুগ্রহের দানস্বরূপ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস চাই না। তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাতে আমাদের সুখসমৃদ্ধি ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে না। পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হবে। যে জিনিস নিজেদের শক্তিতে উপার্জিত হবে না তা রাখবার শক্তি আমরা কোন দিনই অর্জন করতে পারব না।'

কোলকাতায় এসে অরবিন্দ বিডন স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দেন। এর পর বিখ্যাত সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেন। সেখানে ঐ মেদিনীপুরের মত অচল অবস্থা দেখা দেয়। কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চরমপন্থীদের মিলন ঘটে নি। সভা প্রারম্ভেই ভেঙে যায়। ঐ মতানৈক্যর ফলে সভায় বড় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে।

অরবিন্দ দেখলেন, নরমপন্থীদের সঙ্গে চরমপন্থীদের মিলনের আর উপায় নেই। বারংবার চেষ্টা করেও সম্ভব হলো না। তবে তিনি দূরদৃষ্টি নিয়ে আশা করেন, একদিন না একদিন উভয় পন্থী নেতৃবৃন্দের মিলন হবে। ভগবানের কৃপায় সে দিন অচিরে আসবে।

পরবর্তীকালে তাঁর আশা পূর্ণ করেন মহাত্মা গান্ধী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ভারতের বিভিন্ন স্থানে অরবিন্দের স্বাধীনতার বাণীপ্রচার)

সুরাট ত্যাগ করে প্রচার কার্যের জন্যে অরবিন্দ বরোদা, বোম্বাই, পুণা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান।

এই সময় শ্রীবিষ্ণু ভাস্কর লেলের সঙ্গে তাঁর আবার সাক্ষাৎ হয়। শ্রীলেলে অরবিন্দকে পরামর্শ দেন, এখন থেকে মনকে একেবারে শূন্য করে ফেলতে হবে। এই শূন্যতায় ভগবানের আবির্ভাব হবে।

তারপর অরবিন্দর সঙ্গে লেলে বোম্বাই ও পুণাতে যান। এখন থেকে অরবিন্দ বড় অসুবিধা বোধ করেন। সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পারেন না। শেষে লেলেকে এই অসুবিধার কথা জানালে তিনি বলেন, শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে মনের দিক থেকে কোনো কিছুই ভাবতে হবে না। এ ভাবে সচেতন ভাবে চিন্তা করা একেবারে বাদ দিয়ে তিনি এক মুহূর্তের জন্যে কেবল চোখ বন্ধ করে থাকবেন। তারপর দু'হাত জোড় করে শ্রোতাদের সামনে আসবেন। এভাবে তাঁর মুখ থেকে আপনি কথা বেরুবে।

অরবিন্দ লেলের নির্দেশমত কাজ করে ফল পান।

সভায় তিনি ভারতবাসীদের শোনান, ভারতের স্বাধীনতা লাভ তাদের জন্মগত অধিকার। এই আন্দোলনের পেছনে আছে ঈশ্বরের করুণাময় দিব্য শক্তি। সুতরাং এই আন্দোলনে তাদের জয় সুনিশ্চিত। কোন অশুভ শক্তিই এর গতি রোধ করতে সমর্থ হবে না।

এই সময় তিনি স্ত্রীকে চিঠি লেখেন,—"……আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেখানে ভগবান আমাকে নিয়ে যাবেন সেখানে পুতুলের মত যেতে হবে। যা করাবেন তা পুতুলের মত করতে হবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বাংলায় ফেরেন অরবিন্দ। কোলকাতার আশেপাশে মফঃস্বলে বক্তৃতা দেন। মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জের পল্লী সমিতির সভায় পুনরায় বক্তৃতা দেন।

এতদিন বাংলার জনসাধারণ কাগজেকলমে বিপ্লবী অরবিন্দর জাতীয় স্বপ্নের কথা জেনে এসেছে এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করবার প্রেরণাও পেয়েছে। এবার তাঁকে প্রকাশ্য সভায় সাক্ষাৎ দর্শন করে অপরিসীম আনন্দ বোধ করে। তাদের মধ্যে বিপ্লবের শক্তি দ্বিগুণ মাত্রায় বেড়ে যায়। অরবিন্দ তখন তাদের কাছে এক বিরাট শক্তিশালী মহাপুরুষরূপে প্রতিভাত হন। যেন তিনিই ভারতের একমাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা।

বাস্তবিক, কংগ্রেসের অবস্থা অরবিন্দর আবির্ভাবের আগে অন্য রকম ছিল। কতিপয় প্রাচীন সংস্কারপন্থী অলস নেতাদের আবেদন নিবেদন নীতির ফলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কোন শক্তি ছিল না। একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। অরবিন্দ এসে অধ্যাত্ম শক্তির বলে কংগ্রেসের নিস্তেজ প্রাণে নবীন শক্তির সঞ্চার করেন। অচল ও অনিশ্চিত স্বাধীনতা আন্দোলনকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করে তোলেন। সেই জন্যে দেশবাসীর কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হন। মানুষ চায় দুঃখের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে সুখ পেতে। অরবিন্দ পরাধীনতার দুঃখের কুয়াশা ভেদ করে স্বাধীনতার অরুণোদয় ঘটান। তাই তিনি সবার প্রিয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১

(আলিপুরে বিখ্যাত মাণিকতলা বোমার মামলা)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং ভারতের সার্বভৌম স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশে বিপ্লবের যে দাবানল জ্বলে ওঠে তাতে বৃটিশ কর্তারা শঙ্কিত হন। তাঁরা ঐ বিপ্লবযজ্ঞের হোতারূপে অরবিন্দকে সন্দেহ করেন। তাঁর প্রতি গোপনে কড়া নজর রাখতে লাগলেন।

অরবিন্দ বৃটিশ সরকারের গোপন কার্যকলাপ বুঝে সন্দেহ করেন, যে তাঁর ওপর সত্বর পুলিসী আক্রমণ আসতে পারে।

তখন তিনি তাঁর প্রিয় সহচর ও ভক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্যকে বাসা বদল করবার আদেশ দেন। অবিনাশ যুগান্তরের কর্মকর্তা ও ছাপাখানার মালিক। তখন কোলকাতায় বিপ্লবীদের দু'টি কেন্দ্র ছিল—একটি 'যুগান্তর বোর্ডিং' অপরটি 'মাণিকতলার বাগান'।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে অরবিন্দ স্কট লেনের বাসা ছেড়ে দেন। জাতীয়দলের অন্যতম মুখপত্র 'নবশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার সহযোগিতায় তিনি এবং অবিনাশচন্দ্র উক্ত পত্রিকার কার্যালয় ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীটে চলে আসেন। সেস্থান তাঁর পক্ষে নিরাপদ বোধ করেন। অবিনাশচন্দ্র মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার অনুরোধে 'নবশক্তি' পত্রিকা পরিচালনার ভার নেন। 'যুগান্তর' পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব দেন তারানাথ রায়ের হাতে। স্ত্রী মৃণালিনী এবং ভগ্নী সরোজিনীও গ্রে ষ্ট্রীটের বাসায় আশ্রয় নেন।

ওদিকে বারীন্দ্রের সন্ত্রাসবাদী দল প্রকাশ্য ভাবী বিপ্লবের জন্যে গোপনে গোপনে প্রস্তুত হতে থাকেন। তাঁরা বোমা তৈরী এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগ্নেয় অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং ঐ সমস্ত অস্ত্র পরিচালনার শিক্ষাও নেন। পরে কোন কোন ইংরাজ শাসনকর্তার উপর কবে কোথায় আক্রমণ করতে হবে তার একটি গোপন পরিকল্পনা করেন।

অত্যাচারী এবং বদমেজাজী কিংসফোর্ড তখন মজঃফরপুরের জেলাশাসক। আঠারো বছর বয়সের তরুণ ক্ষুদিরাম বোস এবং কুড়ি বছরের যুবক প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার জন্যে বোমা ও পিস্তল সব মজঃফরপুরে আসেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয় জনৈক ইংরাজ-দম্পতি। ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন এবং প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন।

মজঃফরপুরের সংবাদ কোলকাতায় আসা মাত্র ইংরাজ শাসকগণ কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদীদের ওপর অগ্নিশর্মা হন। ব্যাপকভাবে তাঁদের গৃহ ও পত্রিকার অফিসে তল্লাসী চালাবার আয়োজন করেন।

অরবিন্দ বিপ্লবীদের সাবধান হতে বলেন। বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর প্রভৃতি বিপ্লবীরা সতর্ক হন। তাঁরা কোলকাতার বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে থাকেন। মাণিকতলা বাগানের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র এবং বোমা-বারুদ মাটিতে পুতে ফেলা ছয়। শুধু পোতা নয় বিপ্লবীরা তার আশেপাশে সারারাত পাহারা দেন।

অবশেষে তাঁদের সকল রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে বৃটিশের গোয়েন্দা এবং সশস্ত্র পুলিশ বিপ্লবীদের অস্ত্র-শস্ত্র হস্তগত করে। বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর সর্বসমেত মোট চুয়াল্লিশ জন যুবককে গ্রেপ্তার করে। পরে 'নবশক্তি' পত্রিকার অফিসে এসে বিশেষ অনুসন্ধান চালায়। অনুসন্ধানের পর অরবিন্দ, অবিনাশ ভট্টচার্য এবং শৈলেন্দ্র বসু গ্রেপ্তার হন। তাছাড়া আরও কয়েকটি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের ওপর পুলিশ কড়া দৃষ্টি রাখে।

আলিপুরের জেলশাসক মিঃ বার্লির কোর্টে বিপ্লবী আসামীদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচার হয়। ইংরাজ হাকিম সকল আসামীকে জবানবন্দী দিতে বাধ্য করেন। বিপ্লবীরা নির্ভীকচিত্তে তাঁদের স্ব স্ব জবানবন্দী দেন। অরবিন্দ বলেন, "স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি হবো প্রধান অপরাধী। আমি যা করেছি তা অস্বীকার করবো কেন? এর জন্যই তো আমি জীবন ধারণ করেছি। স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। আমি স্বীকার করছি, স্বাধীনতা আমি চাই। এর জন্যে এত সাক্ষীসাবুদ কেন? পাশ্চাত্তের তত্ত্বগুলি আমি গ্রহণ করেছি। তার সঙ্গে বেদান্তের অমর শিক্ষার সমন্বয় করেছি। এই আদর্শই আমি আমার রচনায় প্রকাশ করতে চাই। আমি মনে করি, আমাদের কাজ হচ্ছে, দেশবাসীকে বলা, তাদের উপলব্ধি করানো যে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে ভারতের বিশিষ্ট দান আছে, তার একটা মিশন আছে। সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্যে তা করতে হবে। এ যদি আমার অপরাধ হয় তাহলে আপনাদের আইনে যে শাস্তিদানের নিয়ম আছে আমাকে তাই দিন। আপনারা আমাকে কারাগারে রাখতে পারেন, শৃঙ্খলবদ্ধ করতে পারেন কিন্তু আমি এ অপরাধ কিছুতেই অস্বীকার করতে পারব না। আমি নিঃশঙ্কচিত্তে বলতে পারি, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা আইনের কোন ধারাতেই অপরাধ নয়।"

বারীন্দ্র তাঁর জবানবন্দীতে বলেন, "আমি আমার বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ভূপেন দত্তকে নিয়ে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করেছিলুম। এঁরা আমার বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। আমিই উল্লাসকর ও উপেন্দ্রকে নিয়ে বিপ্লবকার্য আরম্ভ করি। ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী আসামীদের মধ্যে নরেন্দ্র গোঁসাইও আমাদের সঙ্গে ছিল। দেশের লোককে সাহসের সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে শিক্ষা আমরাই দিয়েছি।.....সকলকে লিখিত জবানবন্দী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতে বলেছি।.....আমাদের জন্যে যারা নির্দোষ তাদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আর সেজন্য প্রকৃত আসামীকে এগিয়ে দেওয়া দরকার।"

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ইংরাজ সরকারের উচ্ছেদ সাধনের জন্য আমিই বিপ্লবী দলে নেতৃত্ব করতুম।....."

উল্লাসকর দত্ত বলেন, "ইংরাজ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন আমার জীবনের ব্রত। এ মহাকাজ সম্পূর্ণ করবার জন্যে আমি নিজের জীবন বিপন্ন করে বোমা তৈরি করেছি।....."

নির্ভীকচিত্তে বিপ্লবীদের মুখে ওরকম স্বীকারোক্তি শুনে ইংরাজ সরকার বড় আশ্চর্য বোধ করেন। যারা ঘোর অপরাধী—যাদের ওপর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত—তাদের অত মনোবল কি করে আসতে পারে!

ঐ সময় মহামান্য তিলক অরবিন্দ প্রমুখ বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারে বিশেষ দুঃখিত হন নি। বরং তিনি বুঝলেন, ঐ গ্রেপ্তারকে উপলক্ষ্য করে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা তথা ভারতের মাটিতে প্রবল মুক্তি-সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করবে। সেই ভাবী সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর সম্পাদিত বিখ্যাত 'কেশরী' পত্রিকায় 'দেশের দুর্ভাগ্য' এবং 'এই সকল প্রতিকার স্থায়ী নয়' শিরোনামায় দু'টি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর জ্বালাময়ী প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ইংরাজ সরকারের মনঃপূত হলো না। তাঁরা রাজ্যদ্রোহের অপরাধে বিপ্লবী নেতাকে ছ'বছরের জন্যে নির্বাসন দণ্ড দেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। ঐ দিনে বিখ্যাত বিপ্লবী সিংহশিশু ক্ষুদিরাম হাসিমুখে ফাঁসী বরণ করেন।

ঐ সময় চরমপন্থী দলের নেতৃত্ব এসে পড়ে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাতে। তিনি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদনা এবং আলিপুর বোমার মামলার তদ্বির করতে লাগলেন। তখন বাংলায় বিপ্লবের তেজ স্তিমিত হয়ে পড়ে। বিখ্যাত উৎসাহী নেতারা কারাগারে। পুলিশের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ঘরে-বাইরে। তাতে করে বিপ্লবের আগুন নিষ্প্রভ হয়ে এল। জনসাধারণ পুলিশের ভয়ে বিপ্লবীদের কাছে আসতে সাহস পেত না। ফলে বিপ্লবীদের এবং জনসাধারণের মধ্যে একটা বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি হয়।

অরবিন্দের মেশোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্র, অরবিন্দ এবং তাঁর সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। মামলা চালাবার জন্যে "অরবিন্দ ডিফেন্স ফণ্ড্" খোলেন এবং তাতে অর্থ সাহায্যের জন্যে দেশবাসীদের আহ্বান করেন। ক্রমে ঐ ফণ্ডে চল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী দৈনিক এক হাজার টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে অরবিন্দর পক্ষ সমর্থনে রাজী হন। আরও অনেক নবীন উকিল-ব্যারিস্টাররা বিনা পারিশ্রমিকে অন্যান্য আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন।

আলিপুর কোর্টে মামলা চলে। একুশ দিনে ব্যোমকেশের পেছনে একুশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ফণ্ডের টাকাও ফুরিয়ে যায়। ব্যোমকেশ বিনা পারিশ্রমিকে মামলা চালাতে রাজী হন নি। তাতে কৃষ্ণকুমার এবং শ্যামসুন্দর বড় ভাবনায় পড়েন।

অবশেষে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। উদীয়মান ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস বিনা পারিশ্রমিকে অরবিন্দর পক্ষ সমর্থন করেন। চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের মহিমায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে অনেক উকিল-ব্যারিস্টার ঐ মামলায় অন্যান্য আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন।

তিন মাস পরে মামলাটি আলিপুর জেলা শাসকের আদালত হতে আলিপুরের দায়রা আদালতে স্থানান্তরিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচারপতি বীচ্‌ক্রফ্‌ট বিচার করেন। তিনি অরবিন্দর বন্ধু এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অরবিন্দর পরের স্থান লাভ করেন।

মিঃ নটন, মিঃ বার্টন ও মিঃ উইথহল নামে তিনজন ব্যারিস্টার সরকার পক্ষে দাঁড়ান। উকিল হন শ্রীআশুতোষ বিশ্বাস।

সরকার পক্ষ হতে মামলার তদ্বির করেন গোয়েন্দা পুলিশের ইনস্‌পেক্‌টর মৌলবী সামসুল আলাম।

এক বছর চারদিনের পর ঐ মামলার প্রথম ভাগ শেষ হয়। ঐ সময়ের মধ্যে আলিপুর কারাগারের ভেতরে এবং বাইরে কয়েকটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটে।

বিপ্লবী কানাই ও সত্যেন রিভলবারের আঘাতে বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্র গোস্বামীকে হত্যা করেন। নরেন্দ্র গোঁসাইও অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন।

কারাগারে নরেন্দ্র পুলিশের কাছে তাঁর দলের সমস্ত গোপন সংবাদ দেন। ফলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে রাজসাক্ষী হিসাবে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে রাখেন। বিপ্লবী কানাই ও সত্যেন সে ঘটনা জেনে ফেলায় বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্রকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেন। পরে নরেন্দ্রকে হত্যার অপরাধে কানাই ও সত্যেনের ফাঁসি হয়।

বিপ্লবী যুবক জিতেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বাংলার তদানীন্তন ছোট-লাট ফ্রেজারকে হত্যা করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রিভলবারটি অকেজো থাকায় তাঁর সে প্রচেষ্টা বিফল হয়।

পুলিশের সাব্‌-ইনস্‌পেক্‌টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মজঃফরপুরে শহীদ প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করতে যায়। তার সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে বৃটিশ সরকার তাকে যোগ্য পুরস্কার দেন। তাতে বিপ্লবীরা তার ওপর ক্ষেপে ওঠে এবং তাকে রাত্রিবেলায় কোলকাতার রাজপথে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারাগারের ভেতরে এবং বাইরে ঐরকম বিপ্লবাত্মক কাজ দেখে ইংরাজ সরকার অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাঁরা নতুন এক কৌশল উদ্ভাবন করেন। যাঁরা কারাগারের ভেতরে এবং বাইরে বিপ্লবের খোরাক জোগাতেন বা আলিপুর বোমার মামলার তদ্বির করতেন বৃটিশ সরকার তাঁদের লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়ে যাবার আয়োজন বোধ করেন। এই উদ্দেশে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের রেগুলেশন আইনের বলে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ ন'জন বিপ্লবী বীরকে বিনাবিচারে আটক ক'রে তাঁদের বাংলাদেশ হতে নির্বাসিত করেন।

শেষ ঘটনা উকিল আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যা। আশুতোষ বিপ্লবীদলের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষের উকিল নিযুক্ত হন। বিপ্লবী চারুচন্দ্র বসু রিভলবারের গুলিতে তাকে হত্যা করে।

যত দিন যায় ততই আলিপুর বোমার মামলা বীচ্‌ক্রফ্‌টের আদালতে বেশ জমে ওঠে। সরকার পক্ষের চতুর ব্যারিষ্টার নটন আর আসামী পক্ষের প্রধান কৌশুলি চিত্তরঞ্জনের মধ্যে আইনের-মারপ্যাঁচ নিয়ে তুমুল যুক্তিতর্ক চলতে থাকে। নটন চিত্তরঞ্জনের কাছে বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি।

অরবিন্দ প্রতিদিন ধ্যানস্থ চিত্তে মামলার গতিবিধি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর শরীরের ভেতরে বাইরে কোন রূপান্তর ঘটলো না। সে সময় তাঁর মনেও কোন চাঞ্চল্য-ভাব প্রকাশ পায় নি। স্থির নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মত তিনি শান্ত, ধীর, অনমনীয় বিপ্লবী মন নিয়ে প্রতিদিন কারাগার হতে আদালতে আসতেন এবং আদালত হতে কারাগারে ফিরে যেতেন। তাঁর মুখাবয়বে শান্ত অচঞ্চল ভাব দেখে বীচ্‌ক্রফ্‌টের বিশ্বাস হয় নি যে, তিনি সশস্ত্র বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষে তীক্ষ্ণ যুক্তিবাণের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় ঐ মামলার দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হয়। উপসংহারে চিত্তরঞ্জন বিচারক বীচ্‌ক্রফট্‌কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি আপনার সামনে এইটুকু নিবেদন করছি যে, এর পরে যখন বাদানুবাদ থেমে যাবে, যখন এই সব আন্দোলন আর হুলুস্থুল স্তব্ধ হয়ে যাবে—এই শ্রীঅরবিন্দও যখন দেহত্যাগ করে পরলোকে চলে যাবেন, তারও পরে জগতের লোক বলবে যে, ইনি ছিলেন দেশ-প্রেমের অমর কবি, ইনি ছিলেন জাতীয়তার অগ্রদূত আর মানব-জাতির নিঃস্বার্থ প্রেমিক। ইনি যখন এ জগতে থাকবেন না তখনও পর্যন্ত এঁর বাণী কেবল ভারতের মধ্যেই নয়, এ দেশ ছাড়িয়েও দূর-দূরান্তরে সাগরপারে সকল দেশবিদেশে উদগ্রভাবে অনুরণিত হতে থাকবে। তাই আমি বলছি, ঐ ব্যক্তি আজ কেবল এই আদালতেরই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচার চাইছেন না। ইনি এসে এখন দাঁড়িয়েছেন ইতিহাসের মহা আদালতের কাঠগড়ার সামনে।"

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে বিচারের রায় বেরোয়। অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পান। তাঁর সঙ্গে দেবব্রত বসু, দীন-দয়াল বসু প্রমুখ বিপ্লবীরাও নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং মুক্তি পান।

বারীন্দ্র এবং উল্লাসকর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। হেমচন্দ্র, উপেন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র, হৃষিকেশ, কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়, সুধীর সরকার, বিভূতি সরকার যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

দণ্ডিত আসামীরা পুনর্বিচারের জন্যে হাইকোর্টে আবেদন করেন। কিছুদিন পরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিস ও বিচারপতি ক্যারানড্রফের আদালতে তাঁদের পুনর্বিচার আরম্ভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২

জেল থেকে অরবিন্দর মুক্তি ও তার পরবর্তী জীবন

আলিপুর বোমার মামলা দীর্ঘকাল পরে শেষ হয়। অরবিন্দ সসম্মানে মুক্তি পেয়ে জনসাধারণের মাঝখানে আসেন। তাঁর সঙ্গে জেলের ওয়ার্ডার ধরম সিংও আসে। অরবিন্দের শান্ত সৌম্য মূর্তি দেখে তাঁর প্রতি মুগ্ধ হলো এবং চাকরী ত্যাগ করে তাঁর অনুগামী হয়।

অরবিন্দ এসে দেখেন, বিপ্লবী সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কারাগারে, কেউ বা মৃত। তখন দেশের রাজনৈতিক বাতাস স্তব্ধ। গতি নেই। গণজাগরণ স্তিমিত হয়ে গেছে। দেশবাসীদের মনে আর তেমন বৈপ্লবিক উৎসাহ নেই স্বদেশের কাজে। তারা পুলিশকে দেখে রীতিমত পেছ্-পা হয়।

বিপিনচন্দ্র পাল বিলাতে এসে স্বরাজ নামে একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। জাতীয়তাবাদী দলের 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি' ও ইংরাজী 'বন্দেমাতরম্' এই চারখানি মুখপত্রের অস্তিত্ব নেই। পুলিশের কড়া নজরের আওতায় এসে সেগুলির আত্মবিলুপ্তি ঘটেছে।

অরবিন্দ বাংলার অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখে খুসী হতে পারেন নি। তবে অন্তরে তাঁর আশা জাগে, ভগবানের কৃপায় ভারত একদিন স্বাধীনতা লাভ করবেই।

তিনি তখনকার মত কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও ভগ্নী আসেন। কৃষ্ণকুমার তখন কারাবাসে ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর সুযোগ্য ভাই সুকুমার মিত্র অরবিন্দ-পরিবারের দেখাশোনার ভার নেন।

অরবিন্দ উত্তরপাড়ায় ধর্মরক্ষিণী সভায় বক্তৃতা দেন। কারাগার হতে মুক্তির পর এই তাঁর প্রকাশ্যে প্রথম বক্তৃতা। এই বক্তৃতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এর মধ্যে দিয়ে অরবিন্দ জনসাধারণের কাছে নিজের পরবর্তী জীবনের লক্ষ্য বেশ স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন। চরম পরিবর্তন লক্ষ্য করেন তাঁর মধ্যে। ধর্মের দিকে তাঁর মন যায়। তিনি আলিপুর কারাগারে বাসুদেবের মনোমোহন মূর্তি প্রত্যক্ষ করেন। উত্তরপাড়ার ভাষণে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন, "……নির্জন কারাকক্ষের মধ্যে আমি দিবারাত্র অপেক্ষা করতুম আমার ভেতরে ভগবানের বাণী শোনবার জন্যে, তিনি আমাকে কি বলতে চান তা জানবার জন্যে, আমাকে কি করতে হবে তা বোঝবার জন্যে। এই নির্জনবাসেই আমার স প্রথম অনুভূতি, প্রথম শিক্ষা আসে। তিনি বলেন, বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি তোমার ছিল না। আমি তোমার হয়ে তা ছিন্ন করে দিয়েছি। কারণ এ কাজ তোমার জন্যে নয়। তোমার কাজ অন্য। আমি তা ঠিক করে রেখেছি। সেইজন্যে তোমাকে এখানে এনেছি…তিনি আমার হাতে গীতা দেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হই। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়নি, পরন্তু অনুভূতি উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জানতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছ থেকে কি চেয়েছিলেন, যাঁরা তাঁর কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের কাছ থেকে তিনি কি চান—রাগ দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর জন্যে কর্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে, ভগবানের হাতে নির্বিরোধ ও বিশ্বস্ত যন্ত্র হতে হবে, উচ্চ-নীচ, শত্রু-মিত্র, জয়-পরাজয় সবের প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমভাবাপন্ন হতে হবে, অথচ তাঁর কাজে শৈথিল্য করা চলবে না। আমি অনুভব করি, হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম কি? আমরা অনেক সময়েই হিন্দুধর্মের কথা, সনাতন ধর্মের কথা বলি কিন্তু ক'জন সে ধর্ম জানে? অন্যান্য ধর্মের কথা হচ্ছে বিশ্বাস ও মতবাদ কিন্তু সনাতন ধর্ম হচ্ছে জীবন।.....মানবজাতির মুক্তির জন্যে এই ধর্মকেই পুরাকাল থেকে এই উপদ্বীপের নিঃসঙ্গতায় পোষণ করা হয়েছে।.....যে সনাতন জ্যোতি তাকে দেওয়া হয়েছে, জগৎ মাঝে তাই বিকিরণ করবার জন্যে সে উঠছে। ভারত চিরদিনই মানব জাতির জন্যে জীবন যাপন করেছে। নিজের জন্যে সে কিছু করে নি। সে যে বড় হবে তা মানবজাতির জন্যে।.....

"জেল আমাকে যে মানবজগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকাই। কিন্তু আমি দেখি, আমি আর জেলের উঁচু দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ নাই। আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার কক্ষের সামনে গাছের ছায়াতলে বেড়াতুম। জানি, সে গাছ, গাছ নয় সে বাসুদেব স্বয়ং। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আমার ওপর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার কক্ষের দরজার গরাদের কাছে বাসু-দেবকে দেখি। নারায়ণ দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে পাহারা দিচ্ছেন। আমার বিছানাস্বরূপ যে একটি কম্বল দেওয়া হয় তার ওপর শুয়ে উপলব্ধি করি, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহুদ্বয় দিয়ে জড়িয়ে রেখেছেন। সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের।....."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৩

অরবিন্দ ও কর্মযোগীন পত্রিকা

শ্যামসুন্দরের ছোট ভাই গিরিজাশঙ্করের উদ্দীপনায় এবং অরবিন্দর নির্দেশে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষাশেষি 'কর্ম-যোগীন' নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, রামচন্দ্র মজুমদার, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঐ পত্রিকা প্রকাশে বিশেষ সাহায্য করেন।

'কর্মযোগীন' পত্রিকা ভারতে নিয়ে আসে এক নতুন যুগের আলো। বন্দেমাতরমের অগ্নুৎপাত নয়, দিব্য চিন্তাময় এক নতুন শান্ত গতিপ্রধান কর্মজগতে অখণ্ড জাতিকে নিয়ে যাবার জন্যে কর্মযোগীনে প্রকাশ।

অরবিন্দ বুঝলেন, ভারতে এখন আর সশস্ত্র রাজনৈতিক বিপ্লব নয় পরন্তু গীতার আদর্শে কর্মযোগের অভ্যাস চাই। এও একরকম বিপ্লব। তবে এ বিপ্লব ভারতের সনাতন ধর্মকে আশ্রয় করে নিষ্কাম কর্মের পথে সম্ভব করে তুলতে হবে। ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা এই বিপ্লবের মাধ্যমেই আসবে। এবং তা চিরকালের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। এখন তাই দেশবাসীর মনে সজাগ দেশপ্রেমকে উত্তেজনার পথ থেকে ফিরিয়ে সংযমের পথে আনতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি কর্মযোগীনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লেখেন, "ভারত তার প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভুলবে না। ইউরোপের অনুকরণে সমাজকে গঠিত করলে সমাজের ক্লেদ ঘুচবে না।.....

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতীত ভারতের অত উন্নতি হয়েছিল কেন? না, আত্মার ও মনের শিক্ষায় ভারত সম্পূর্ণতা লাভ করে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার পথে চলতো।....."

অনেকের ধারণা, অরবিন্দ ধর্মের পথে এসে ভুল করেছেন—রাজনৈতিক জীবন নষ্ট করেছেন। ধর্মের পথে এসে ভীরুতার পরিচয় দিয়েছেন। আসলে তাঁদের কথা একেবারে ভ্রান্তিমূলক। ভারতের রাজনীতি ইউরোপের পলিটিকস নয়। ভারতের রাজনীতিতে ধর্মই আসল রূপ এবং প্রাণ। রামায়ণ ও মহাভারতে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেয়। অরবিন্দর মতে জাতীয়তা হচ্ছে ধর্মের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। ধর্ম মানুষকে ভীরু করে না। আত্মিক শক্তিতে বলশালী করে তোলে। আত্মিক বলই বল। যার আত্মিক বল নেই, মনের জোর নেই, সে বাইরের শক্তি দিয়ে কি কাজ করবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪

কর্মযোগীন্ পত্রিকার উদ্দেশ্য

অরবিন্দ একাধিক প্রকাশ্য বক্তৃতায় কর্মযোগীনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য দেশবাসীদের বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন, "দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে নিতে হয়। আমরা তার জন্যে কি কাজ করেছি? স্বাধীনতার জন্যে অসীম দুঃখ ভোগ করতে হয়। দুঃখ বিধাতারই দান, ঈশ্বরের আশীর্বাদরূপে তাকে গ্রহণ করতে হবে।...স্বরাজের স্বর্গ আমাদের অন্তরে। ভারতের অতীত গৌরবের ওপর নির্ভর করতে হবে। তার প্রতি বিশ্বাস রেখে জাতির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে অন্তরে স্বরাজের স্বর্গ আবিষ্কার করতে হবে এবং তাকে রক্ষা করতে হবে।"

কোলকাতা এবং অন্যান্য জেলায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় অরবিন্দ বক্তৃতা দেন। তাঁর সবগুলি বক্তৃতার মূল সুর হ'ল, ইংরাজ সরকার হাজার অত্যাচার নিপীড়ন করুন না কেন, বিধাতার বিধানে ভারত একদিন না একদিন স্বাধীনতা অর্জন করবেই।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কর্মযোগীন্ পত্রিকার একখানি বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় অরবিন্দের ইংরাজী প্রবন্ধগুলির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। ফলে পত্রিকাটি অচিরে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

মানুষের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে হাওড়ায় এক জনসভায় বক্তৃতাতে তিনি বলেন, "...প্রত্যেক স্বাধীন জাতির তিনটি মৌলিক অধিকার থাকবে। এই তিনটি হ'ল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তৃতার স্বাধীনতা আর সঙ্ঘবদ্ধ হবার স্বাধীনতা। এই তিনটি অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা কারও নেই।"

এই সময়ে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মিণ্টো-মর্লে শাসন সংস্কারের খসড়া ভারতে প্রেরণ করে। নরমপন্থীরা ঐ সংস্কারের কিছুটা পরিবর্তন করে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে চরমপন্থীরা প্রবল বিরোধিতা করে। অরবিন্দ 'কর্মযোগীন্' পত্রিকায় 'দেশবাসীর কাছে আমার খোলা চিঠি' শিরোনামায় একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ লেখেন। তার মূল কথা হ'ল, মিণ্টো-মর্লে-সংস্কার জাতির ভাগ্যে অভিশাপস্বরূপ। তাকে গ্রহণ না করাই উচিত। ইংরাজরা যা দিচ্ছে তা পাকা গোলামী ছাড়া আর কিছু নয়। দেশের মুষ্টিমেয় জনসাধারণ গ্রহণ করতে পারে কিন্তু চরমপন্থীরা গ্রহণ করবে না।

অরবিন্দর ঐ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে 'রাজনৈতিক উইল' নামে বিখ্যাত।

ইংরাজী কর্মযোগীন্ পত্রিকায় প্রবন্ধটি পাঠ করে ইংরাজ কর্মকর্তৃগণ শঙ্কিত হন এবং অরবিন্দর প্রতি কড়াদৃষ্টি রাখতে লাগলেন। অরবিন্দও বুঝতে পারলেন, বৃটিশ প্রভুরা শীঘ্র তাঁকে নির্বাসনে পাঠাবার আয়োজন করছেন। তবু তিনি বিচলিত হন নি। নিরুৎসাহে ভগ্নোদ্যম না হয়ে তেজের সহিত আপন কাজ চালান। তাঁর কর্মের অন্তরালে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। দেশের হিতার্থে নির্ভীক চিত্তে তিনি সকল সময়ে কাজ করে গেছেন।

কুমারটুলি জনসভায় তিনি মিণ্টো-মর্লে শাসন-সংস্কারের ব্যাখ্যা করেন। ঐ সংস্কার গ্রহণ করা কেন অনুচিত তা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৫

ধর্মপত্রিকা প্রকাশ ও তার উদ্দেশ্য

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট। ঐ দিনে গিরিজাবাবুর উৎসাহে অরবিন্দ স্বহস্ত লিখিত বাংলাভাষায় 'ধর্ম' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদন করেন। ঐ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অরবিন্দ ধর্মকে আশ্রয় করে বাঙালী জাতির মধ্যে আত্মোৎসর্গের শক্তি অর্জনের প্রেরণা যোগান। নাম, যশ ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তিলাভের মোহ ত্যাগ করে নিষ্কামচিত্তে শক্তির পূজারী হতে হবে। তারপর অমিতশক্তি লাভ করে দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে।

ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'কারাকাহিনী' 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'ক্ষমার আদর্শ', 'জগন্নাথের রথ', 'গীতার ভূমিকা', 'আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়' প্রভৃতি তাঁর চিন্তাগর্ভ রচনা প্রকাশিত হয়। রচনাগুলির বিষয়বস্তু দেশের জনসাধারণের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করায় উত্তেজিত জনমত কিছুটা সংযত হয়।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬

অরবিন্দের পণ্ডিচেরী গমন

ঐ বছরের ২৩শে নভেম্বর হাইকোর্ট থেকে আলিপুর বোমার মামলা-সংক্রান্ত রায় বেরোয়। তাতে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের দণ্ড হ্রাস হয়। তাঁরা মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে দীপান্তর দণ্ড পান। উপেন্দ্র ও হেমচন্দ্র ছাড়া অন্যান্য আসামীদের দণ্ড কিছুটা হ্রাস হয়। এভাবে আলিপুর বোমার মামলার তৃতীয় এবং শেষ অধ্যায়ের নিষ্পত্তি হয়।

প্রধান বিচারপতির ন্যায়বিচারক হিসাবে সুনাম ছিল। তাঁর রায়কে কেন্দ্র করে অরবিন্দ 'কর্মযোগীন্' ও 'ধর্ম' পত্রিকায় বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'লে ইংরাজ সরকার পুনরায় তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাঁরা বেশ ভালভাবেই বুঝলেন, দেশের বিপ্লবের মূল হচ্ছেন অরবিন্দ। আর বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রেখেছেনও তিনি। সুতরাং মুক্তি পাবার পরেও অরবিন্দর নিষ্কৃতি রইলো না। তাঁকে সর্বদা গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে কাজ করতে হ'ত।

এক বছর পরে কর্মযোগীন্ পত্রিকায় 'বর্তমান অবস্থা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধ পাঠ করে পুলিশের কর্তারা অরবিন্দর উপর দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত হন এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল ধীরে ধীরে বিস্তার করতে লাগলেন। তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধুগণ পুলিশের কারসাজি বুঝতে পারেন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার কাছে যখন শোনেন, তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হবে তখন তিনি বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সহযোগিতায় ১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে ফরাসীরাজ্য চন্দননগরে চলে আসেন। পরে চন্দননগর হতে 'ডুপ্লে' জাহাজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিচেরীতে যান। যাবার সময় দেশবাসীকে এক বাণী দিয়ে যান,—"মহৎ আন্দোলন মাত্রই ভগবৎ প্রেরিত নেতার অপেক্ষায় থাকে। তিনি ভগবৎ নির্দেশেই চলবেন। আর এমন নেতা এসে পড়লেই সে আন্দোলন সার্থকতার দিকে অগ্রসর হয়।.....তাই ভবিষ্যৎতের আশাস্বরূপ এই স্বাধীনতাবাদীদের আপাতত এমনি একজন নেতার আবির্ভাবের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।.....

অরবিন্দ আগে থেকেই বুঝতে পারেন, তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। এবার তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার জন্যে অন্য লোক আসবে। সে লোক আর কেউ নয়, মহাত্মা গান্ধী।

পণ্ডিচেরীতে এসে তাঁর মধ্যে এক পরিবর্তন আসে। সে সময় নগেন গুহ রায় তাঁর কাছে থাকেন। তিনি লেখেন, "আমি তাঁর সম্বন্ধে আগেই শুনেছিলুম। কিন্তু এখানে এসে নিজের চোখে দেখলুম। তিনি সম্পূর্ণ স্থির ও প্রশান্ত। ভয়-ভাবনা বলে কোন কিছু নেই। একেবারে নিরাসক্ত ভাব।

পণ্ডিচেরীতে আগে থেকেই কয়েকজন দক্ষিণী আত্মগোপন করে থাকতেন। তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী, শ্রীনিবাসচারী ও কৃষ্ণমাচারী। এঁদের সঙ্গে অরবিন্দর আলাপ হয়। তিনি প্রথমে কোম্‌তে ষ্ট্রীটে শংকর চেট্টির বাড়ীতে ওঠেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সেখানে কাটান।

অক্টোবর মাসে শহরের দক্ষিণে অরবিন্দ চেট্টির অন্য এক বাড়ীতে আসেন। এখানে তিনি চার বছর অজ্ঞাতবাস করেন। দেশের কোন লোক জানতে পারে নি তিনি কোথায় আছেন। দেশবাসিগণ তাঁর অকস্মাৎ অন্তর্ধানের রহস্য বুঝতে পারে নি।

পণ্ডিচেরী যাবার আগে তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী রামচন্দ্র মজুমদারকে বলেন, ১৯৫৬ সালে ভারত স্বাধীনতা পাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭

অরবিন্দের অবর্তমানে বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রাম

অরবিন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে দীর্ঘ চার বছর আত্মগোপন করে থাকলেও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের গতি কিছুমাত্র কমে নি। তিনি যে জাগরণী মন্ত্রে জাতিকে জাগিয়ে দেন তার শক্তি তাঁর অনুপস্থিতিতেও নবোৎসাহে কাজ করতে থাকে। বিপ্লবী স্বাধীনতা-পালন যুবকদের আত্মবলিদানে ভারত মিণ্টো-মর্লি শাসন-সংস্কার প্রত্যাখ্যান করে। দ্বিখণ্ডিত বাংলা অখণ্ড রূপ ফিরে পায়। বাংলার অগ্নিশিশুদের বৈপ্লবিক কর্মধারা বৃটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জকে ভীতিচঞ্চল করে তোলে। তিনি সুদূর ইংলণ্ড হ'তে বাংলায় চলে আসেন। বঙ্গভঙ্গের আদেশ বাতিল করেন।

তখন কোলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। তিনি দেখলেন, বিপ্লবীদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ কোলকাতার নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলছে। তাই ভারতের রাজধানী কোলকাতা হতে সুদূর দিল্লীতে স্থানান্তরিত করবার আদেশ দেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হতে দিল্লী ভারতের রাজধানী হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৮

আর্য পত্রিকা ও অরবিন্দ

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি পণ্ডিচেরি থেকে 'আর্য' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অরবিন্দ তার সম্পাদক হন। ঐ পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতের প্রাচীন শিক্ষা, সভ্যতা, সাধনা ও সংস্কৃতির ধারাকে নতুনপ্রাণে, নতুনরূপে জগৎবাসীকে জ্ঞানালোক দেবার জন্যে আত্মপ্রকাশ হয়। অরবিন্দ দীর্ঘ সাত বছর যাবৎ ঐ পত্রিকায় দিব্যজীবন, যোগসমন্বয়, বেদরহস্য, মানবঐক্যের আদর্শ, ভারতীয় সংস্কৃতির মুলকথা, সামাজিক উন্নতির মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ লেখেন।

ঐ পত্রিকার আদর্শ বোঝাতে গিয়ে তিনি লেখেন,—"আমরা চাই সকল মানবজাতির ঐক্যবিধান। সেই ঐক্যের মধ্যে থাকবে আভ্যন্তরীণ অভেদত্ব, কেবল পরস্পরের স্বার্থের আদান-প্রদান ও সম্মেলন মাত্রেই করে। আমরা চাই যে এই জান্তব জীবন ও এই অর্থনৈতিক জীবন তার বুদ্ধিধর্ম ও স্বার্থমূলক আদর্শের গণ্ডির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের যে মহাগৌরব তারই উপলব্ধিতে এসে উপনীত হোক। মানুষ উঠুক তার এই স্থূল মানবত্বের স্তর থেকে তার প্রকৃত গন্তব্যভূমি অতিমানবত্বে স্তরে, যাতে সে তার বর্তমান অবস্থাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে, বিজ্ঞানের মতে যেভাবে আমরা একদিন জান্তবতার স্তর থেকে মানবতার স্তরে এসে উপনীত হয়েছিলুম। আরও চাই যে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের আত্মিক শক্তি আমাদের দেহময় ও মনোময় যন্ত্রের মধ্যে সুপ্রকট হয়ে থাকুক। এই তিন রকমের প্রক্রিয়া বস্তুত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একই জিনিস ; কারণ একদিকে মানুষের ঐক্যবিধান ও অন্যদিকে তার এই আত্মোত্তীর্ণতার সম্ভাবনা আসতে পারে কেবল আত্মারই মধ্যে অবস্থান করলে।"

আর্য পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকে তাঁর জীবনের গতি অন্য পথে চালিত হয়। তিনি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ হতে আধ্যাত্মিকতার দিব্য-মঞ্চে আরোহণ করেন এবং যোগের পথে ভগবৎজীবন লাভ করতে অভিলাষী হন। যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার গরিমা বিদেশী ইংরাজশাসনের আওতায় এসে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। তার ওপর আছে দেশীয় গোঁড়া ধার্মিকদের কুসংস্কারের দৌরাত্ম্য। এদের হাতে পড়ে ভারতের সনাতন ধর্ম লোপ পাবার উপক্রম হয়। সনাতন ধর্ম মানুষকে ছেড়ে বস্তুকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে।

অরবিন্দর একাগ্র আধ্যাত্মিক সাধনাবলে তা আবার সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। তিনি ভারতের সনাতন ধর্মকে কুসংস্কারের আবিলতা হতে মুক্ত করে এক নতুন মর্যাদা দেন। শুধু স্বদেশবাসীর মনে নয় পাশ্চাত্তদেশের অধিবাসীদের মনে ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা সম্পূর্ণ নিরসন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯

রিসারদম্পতি ও অরবিন্দ

পল রিসার ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের তাণ্ডব নৃত্য তাঁর অন্তরে এক অশান্তির আলোড়ন আনে। বস্তুতান্ত্রিক দুনিয়ায় থেকে শান্তি পান নি। তাই অন্তরে আধ্যাত্মিকতার আলো অন্বেষণে ব্যগ্র হন। ভাবলেন, একমাত্র ভগবান ছাড়া কেউ প্রকৃত শান্তি দিতে পারেন না।

প্রকৃত সাধু ব্যক্তির অন্বেষণে তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেন। শেষে পণ্ডিচেরীতে সস্ত্রীক আসেন। এখানে অরবিন্দকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সে ফিরে যান। 'ডন অফ্ এশিয়া' বইয়েতে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে এশিয়ার সূর্য বলে অভিনন্দন জানান।

পল রিসারের সহধর্মিনী মাদাম মীরা রিসার পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি অরবিন্দ সম্বন্ধে ডায়েরীতে লেখেন, "কাল যাঁকে এখানে আমরা দেখলুম তিনি তো এই মাটির পৃথিবীতেই রয়েছেন। তাঁর মত একজনের উপস্থিতিই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এমন একদিন আসছে যখন এখনকার সবকিছু অন্ধকারই আলোতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে; যখন ওগো প্রভু, তোমারই স্বর্গরাজ্য এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে।"

ফরাসী সরকারের এক পুলিশ কর্মচারী সন্দেহবশে অরবিন্দর ঘর তল্লাসী করেন। কিন্তু বিশেষ কিছু আপত্তিকর জিনিস পান নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরং অরবিন্দর গুণগরিমার কথা শুনে এবং তাঁর ঋষিতুল্য সৌম্যমূর্তি দেখে মুগ্ধ হন।

অরবিন্দপত্নী শ্রীমতী মৃণালিনী এই সময়ে রাঁচিতে দেহত্যাগ করেন। সাধক স্বামীর নির্দেশমত তিনি পিত্রালয়ে থেকে নিয়মিত যোগাভ্যাস করতেন।

অরবিন্দ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বিখ্যাত কবিতার বই 'সাগর সঙ্গীত' ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। তার জন্যে দেশপ্রাণ ও গুণমুগ্ধ চিত্তরঞ্জন অরবিন্দকে এক হাজার টাকা দেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে ফরাসী সরকার থেকে যুদ্ধের সামরিক কাজে যোগ দেবার জন্যে পলের ডাক পড়ে। শ্রীমতী মীরাও স্বামীর সঙ্গে দেশে ফিরে যান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০

বারীন্দ্রকে যোগরহস্য জানিয়ে অরবিন্দর পত্র

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বারীন্দ্র কারাগার হতে মুক্তি পান। মুক্তির পর তিনি অরবিন্দকে পর পর তিনখানা চিঠি লেখেন। সেগুলির উত্তরস্বরূপ অরবিন্দ তাঁকে একখানি দীর্ঘ পত্র দেন। ঐ পত্রে তাঁর যোগরহস্য বারীন্দ্রকে জানান।

তাঁর যোগক্রিয়া হচ্ছে সকলদেশের সকল জাতির জন্যে। তা দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে যাবে। তা বিবর্তনমূলক।

বারীন্দ্রকে তিনি যে দীর্ঘ পত্র দেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি,—

"স্নেহের বারীন,"

"পর পর তোমার তিনখানি চিঠি পেয়েছি। এ পর্যন্ত উত্তর লেখা হয়ে ওঠে নি। এই যে লিখতে বসেছি, সেটাও আশ্চর্য কাণ্ড। কেননা আমার চিঠি লেখা হয় ক্ষুদে মঙ্গলবারে একবার; বিশেষ বাংলায় লেখা, যা এই পাঁচসাত বছরে একবারও করি নি। শেষ করে যদি ডাকে দিতে পারি তাহলে অসাধ্যসাধনটাই সম্পূর্ণ হয়।

"প্রথম, তোমার যোগের কথা। তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও। আমিও নিতে রাজী। তার অর্থ যিনি আমাকে ও তোমাকে প্রকাশ্যেই হোক গোপনেই হোক, তাঁর ভাগবতী শক্তি দ্বারা চালাচ্ছেন, তাঁকেই দেওয়া। তবে এর এই ফল অবশ্যম্ভাবী জানবে যে, তাহারই দত্ত আমার যোগ-পন্থা—যাকে পূর্ণযোগ বলি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই পন্থায় চলতে হবে।...যা নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, সেটি পথ খোঁজার অবস্থা ; এদিক ওদিক ঘুরে দেখা ; পুরাতন সকল খণ্ডযোগের এটি ওটি ছোঁয়া, তোলা ; হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা ; এটির একরকম পুরো অনুভূতি পেয়ে ওটির পেছনে যাওয়া।

"তারপর পণ্ডিচেরীতে এসে এই চঞ্চল অবস্থা কেটে যায়। অন্তর্যামী জগদ্‌গুরু আমাকে আমার পন্থার পূর্ণ নির্দেশ দেন। তার সম্পূর্ণ তত্ত্ব যোগ শরীরের দশ অঙ্গ ; এই দশ বছর ধরে তারই বিকাশ করাচ্ছেন অনুভূতিতে। এখনও শেষ হয় নি। আর দু'বছর লাগতে পারে।.....

"যোগ পন্থাটি কি তা পরে লিখব। অথবা তুমি যদি এখানে (পণ্ডিচেরীতে) আস, তখনই সেই কথা হবে। এবিষয়ে লেখা কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল। এখন এই মাত্র বলতে পারি, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণকর্ম ও পূর্ণভক্তির সামঞ্জস্য ও ঐক্যকে মানসিক ভূমির ওপরে তুলে মনের অতীত বিজ্ঞান ভূমিতে পূর্ণ সিদ্ধ করা হচ্ছে তার মূলতত্ত্ব। পুরোনো যোগের দোষ এই ছিল যে, সে মন বুদ্ধিকে জানত ; আর আত্মাকে জানত, মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত, কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ত্ত করতে পারে। অনন্ত অখণ্ডকে সম্পূর্ণ ধরতে পারে না। ধরতে হলে সমাধি, মোক্ষ, নির্বাণ ইত্যাদি মনের উপায়, আর উপায় নেই। সেই লক্ষ্যহীন মোক্ষলাভ এক একজন করতে পারেন বটে ; কিন্তু লাভ কি ? ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান তো আছেনই। ভগবান মানুষে যা চান, সেটি হচ্ছে তাঁকে এখানেই মূর্তিমান করা, ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে জীবনক্ষেত্রে ভগবানকে মূর্ত করা।

"পুরোনো যোগপ্রণালী আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনের সামঞ্জস্য বা ঐক্য করতে পারে নি—জগৎকে মায়া বা অনিত্য লালা বলে উড়িয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়েছে। ফল হয়েছে জীবনীশক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি। গীতায় যা বলা হয়েছে, 'উৎসীদেয়ুরিকে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্'। ভারতের 'ইমে লোকাঃ' সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। কয়েকজন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু মুক্ত হয়ে যাবে। কয়েকজন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ আধ্যাত্ম-সিদ্ধি? আগে মানসিক ভিত্তিতে যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্ম-রসাপ্লুত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত করতে হয়। তার পরে ওপরে ওঠা। ওপরে অর্থাৎ বিজ্ঞান ভূমিতে না উঠলে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব। জগতের সমস্যার মীমাংসা হয় না। সেখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্মও জীবন—এই দ্বন্দ্বের অবিদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখতে হয় না। জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। তখন ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয়। গীতায় যাকে বলে, 'সমগ্রং মাং জ্ঞাতুম্'। অন্নময় দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, আনন্দ এই হলো আত্মার পাঁচটি ভূমি। যতই উঁচুতে উঠি মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে ওঠার আনন্দে ওঠা সহজ হয়ে যায়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয়। শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয়—দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হয়ে জীবনে মূর্ত হয়।' এই চেষ্টাই আমার যোগপন্থার মূল কথা।

"এরূপ হওয়া সহজ নয়। এই পনের বৎসরের পরে আমি এইমাত্র বিজ্ঞানের তিনটি স্তরের নিম্নতর স্তরে উঠে নীচের সকল বৃত্তি তার মধ্যে টেনে তোলবার উদ্যোগে আছি। তবে এই সিদ্ধি যখন পূর্ণ হবে তখন ভগবান আমার মধ্যে দিয়ে অপরকে অল্প

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয়াসে বিজ্ঞানসিদ্ধি দেবেন; এর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তখন আমার আসল কাজ আরম্ভ হবে। আমি কর্মসিদ্ধির জন্যে অধীর নই। যা হবার, ভগবানের নির্দিষ্ট সময়ে হবে, উন্মত্তের মত ছুটে ক্ষুদ্র অহমের শক্তিতে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্তি নেই। যদি কর্মসিদ্ধি নাও হয় আমি ধৈর্যচ্যুত হব না; এ কর্ম আমার নয়, ভগবানের। আমি আর কারুর ডাক শুনব না। ভগবান যখন চালাবেন, তখন চলব।

"বাংলা যে ঠিক প্রস্তুত নয়, আমি জানি। যে অধ্যাত্মের বন্যা এসেছে সে হচ্ছে অনেকটা পুরাতনের নতুন রূপ। কিন্তু আসল রূপান্তর নয়। তবে এরও দরকার ছিল। বাংলা যত পুরাতন যোগকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে সেইগুলির সংস্কার ক্ষয় করে আসল সারটি নিয়ে জমি উর্বর করছে। আগে ছিল বেদান্তের পালা—অদ্বৈতবাদ; সন্ন্যাস, শঙ্করের মায়া ইত্যাদি। যা এখন হচ্ছে, এইবার বৈষ্ণবধর্মের পালা—লীলা, প্রেম, ভাবের আনন্দে মেতে যাওয়া। এইগুলি অতি পুরাতন, নবযুগের অনুপযোগী, এসব টিঁকবে না, কারণ এরূপ উন্মাদনা টেঁকবার নয়। তবে বৈষ্ণবভাবের এই গুণ আছে যে, ভগবানের সঙ্গে জগতের একটি সম্বন্ধ রাখে, জীবনের একটি অর্থ হয়। কিন্তু খণ্ডতার বলে—পূর্ণ সম্বন্ধ, পূর্ণ অর্থ নেই। যে দলাদলির ভাব লক্ষ্য করেছ সেটি অনিবার্য। মনের ধর্ম—এই খণ্ডকে নিয়ে পূর্ণ বলা, আর সকল খণ্ডকে বহিষ্কৃত করা। যে সিদ্ধ পুরুষ ভাবটি নিয়ে আসেন, তিনি খণ্ডভাব অবলম্বন করেও পূর্ণের সন্ধান কতকটা রাখেন—পূর্ণকে মূর্ত করতে না পারলেও। কিন্তু শিষ্যেরা তা পায় না, মূর্ত নয় বলে। পুঁটলি বাঁধছে বাঁধুক দেশে ভগবান যেদিন পূর্ণ অবতীর্ণ হবেন পুঁটলি আপনি খুলে যাবে। এই সকল হচ্ছে অপূর্ণতার কাঁচা অবস্থার লক্ষণ। তাতে বিচলিত হই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। অধ্যাত্মভাব খেলুক দেশে। যে ভাবেই হোক, যত দলেই হোক—পরে দেখা যাবে। এটি নবযুগের শৈশব। এমন কি অজাত শৈশবের অবস্থা। আভাষ মাত্র, আরম্ভ নয়।

* * * *

"এই যোগের বিশিষ্টতা এই যে সিদ্ধি একটু ওপরে না উঠলে ভিত্তিও পাকা হয় না। আমার যোগের যারা সাধনা করছে তাদের আগে অনেক পুরোনো সংস্কার ছিল। কয়েকটি খসছে কয়েকটি এখনও আছে। আগে তোমাদের ছিল সন্ন্যাসের সংস্কার, আনন্দমঠ করতে চেয়েছিলে। এখন তোমাদের বুদ্ধি মেনেছে সন্ন্যাস চাই না কিন্তু প্রাণে সেই পুরোনোর ছাপ এখনও একেবারে মুছে যায় নি। সেই জন্যে সংসারে থেকেও ত্যাগী সংসারী হতে বল। তোমরা কামনা ত্যাগের আবশ্যকতা বুঝেছ, কিন্তু কামনা ত্যাগ আর আনন্দ ভোগের সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে ধরতে পারনি। আর আমার যোগটা নিয়েছিলে, যেমন বাঙালীর সাধারণ স্বভাব—জ্ঞানের দিক থেকে তেমন নয়, যেমন ভক্তির দিকে, কর্মের দিকে। জ্ঞান কিছু হয়েছে, অনেক বাকী আছে, আর ভাবুকতার কুয়াসা কাটে নি। তোমরা সাত্ত্বিকতার গণ্ডী পুরোমাত্রায় কাটাতে পার নি। অহং এখনও রয়েছে। এক কথায় তার বিকাশ হয় নি। আমারও কোন তাড়াতাড়ি নেই। আমি তোমাদের নিজের স্বভাব অনুসারে প্রকাশ করতে দিচ্ছি। এক ছাঁচে সকলকে ঢালতে চাই না। আসল জিনিসটাই সকলের মধ্যে এক হবে, নানাভাবে নানা-মূর্তিতে ফুটবে। সকলে ভেতর থেকে জন্মাচ্ছে, গড়ে উঠছে। বাইরে থেকে গঠন করতে চাই না। তোমরা মূলটি পেয়েছ, আর সব আসছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠ—আত্মার ঐক্যের মূর্তি—সংঘ চাই। এই ভাবকে নিয়েই দেবসংঘ নাম দেওয়া হয়েছে, যারা দেবজীবন চায় তাদেরই সংঘ দেবসংঘ। সেইরূপ সংঘ এক জায়গায় স্থাপন করে পরে দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। এরূপ চেষ্টার ওপর অহমের ছায়া যদি পড়ে সংঘ দলে পরিণত হয়। এই ধারণা সহজে হতে পারে যে, যে শুদ্ধ সংঘ শেষে দেখা দেবে এইটাই তাই; যেন সব হবে এই একমাত্র কেন্দ্রের পরিধি, যারা এর বাইরে তারা ভেতরকার লোক নয়, হলেও তারা ভ্রান্ত, আমাদের যে বর্তমান ভাব তার সঙ্গে মেলে না বলেই।

"তুমি হয়ত বলবে, সংঘের দরকার কি? মুক্ত হয়ে সর্বঘটে থাকব; সব একাকার হয়ে যাক, সেই বৃহৎ একাকারের মধ্যেই যা হয়। সে সত্যি কথা; কিন্তু তা সত্যের একটি দিক মাত্র। আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে। আবার মূর্তি ভিন্ন জীবনের কার্যকরী গতি নেই। অরূপ যে মূর্ত হয়েছে, নামরূপ গ্রহণ মায়ার খামখেয়ালী নয়; রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলেই রূপ গ্রহণ। আমরা জগতের কোন কাজ বাদ দিতে চাই না। রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে। এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।

"রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিস নয় বলে, বিলাতী আমদানী, বিলাতী ঢঙের অনুকরণ মাত্র। তবে তারও দরকার ছিল। আমরাও বিলাতী ধরনের রাজনীতি করেছি। না করলে দেশ উঠত না। এখনও তার দরকার আছে, বঙ্গদেশে তত নেই যেমন ভারতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য প্রদেশে। কিন্তু এখন সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরবার। ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম তারই অনুরূপ করা চাই।

লোকে এখন রাজনীতিকে অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত করতে চায়,.....তার ফল হবে, যদি কোন স্থায়ী ফল হয়, একরকম ভারতীয় বলসেবীজম্। সেরকম কর্মেও আমার আপত্তি নেই। যাঁর যে প্রেরণা তিনি তাই করুন। তবে এটা আসল বস্তু নয়। অশুদ্ধরূপে অধ্যাত্মশক্তি ঢাললে—কাঁচা ঘাটে কারনো-দধির জল—হয় ঐ কাঁচা জিনিসটা ভেঙে যাবে, জল ছড়িয়ে নষ্ট হবে, নয় অধ্যাত্মশক্তি লুপ্ত করে সেই অশুদ্ধ রূপই থাকবে। সর্বক্ষেত্রেই তাই। অধ্যাত্মপ্রেরণা দিতে পারি তবে সেই শক্তি খরচ হবে শিবমন্দিরে বানরের মূর্তি গড়ে স্থাপন করতে। বানরটি প্রাণপ্রতিষ্ঠায় শক্তিমান হয়ে ভক্ত হনুমান সেজে রামের অনেক কাজ হয়ত করবে যতদিন সেই শক্তি থাকবে। আমরা কিন্তু ভারত মন্দিরে চাই হনুমান নয়—দেবতা, অবতার, স্বয়ং রাম।

* * * *

"দেবসংঘের কথা বলে তুমি লিখেছ—'আমি দেবতা নই, অনেক পিটিয়ে শানান লোহা'.....দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন। তাঁকেই প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে পারে। বড় আধার আছে জানি। .....একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হন, তারপর বড়ছোট এ সবেতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বেশী বাধা হতে পারে, বেশী সময় লাগতে পারে, বিকাশের তারতম্য হতে পারে, তারও কিছু ঠিক নেই। ভেতরের দেবতা সে সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধা নূন্যতার হিসাব রাখে না, ঠেলে ওঠে। আমারও কি কম দোষ ছিল? মনের চিত্তের প্রাণের দেহের কম বাধা ছিল? সময় কি লাগে নি? ভগবান কি কম পিটিয়েছেন? দিনের পর দিন মুহূর্তের পর মুহূর্ত, দেবতা হয়েছি বা কি হয়েছি জানিনা; তবে কিছু হয়েছি বা হচ্ছি ভগবান যা গড়তে চেয়েছেন তাই যথেষ্ট। সকলেরই তাই।.....আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তিই এ যোগের সাধক।

.....ভারতের দুর্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্মের অভাব নয় কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্বত্রই দেখি চিন্তা করবার অক্ষমতা.....। মধ্যযুগে যাই হোক এখন কিন্তু এই ভাবটি ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ, দেখবে দুটি জিনিস—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। ইউরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে। সেই শক্তির বলে জগতকে সে গ্রাস করতে পারছে। আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত। লোকে বলে ইউরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট—এসব নবসৃষ্টির পূর্বাবস্থা।

"তারপর ভারত দেখ। কয়েকজন বড় লোক ছাড়া সর্বত্রই সোজা মানুষ অর্থাৎ যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা। ইউরোপে চায় গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুলী মজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায়। মোটামুটি জেনেও সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে ইউরোপের শক্তির ও চিন্তার সীমা আছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে ইউরোপ সব দেখে হেঁয়ালী—ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই সীমা অতিক্রম করবার ইউরোপে কম চেষ্টা হচ্ছে না। আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের গুণে। আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে ইউরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মত উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্যে শক্তির উপাসনার দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই। সহজের উপাসক। সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়েছিলেন। বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। চিন্তার বেগ কমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন। ধর্ম বাহ্যের গোঁড়ামি। অধ্যাত্মভাব একটি ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিকের উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

"বাংলাদেশেই এই দুর্বলতার চরম অবস্থা....."

"আর্যজাতির উদার বীরযুগে এত হাঁকডাক ও নাচানাচি ছিল না। কিন্তু যে চেষ্টা আরম্ভ করত তারা, তা বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙালীর চেষ্টা দুদিন স্থায়ী থাকে।

"তুমি বলছ চাই ভাবোন্মাদনা, দেশকে মাতান। রাজনীতিক্ষেত্রে ওসব করেছিলাম। স্বদেশী সময়ে যা করেছিলাম সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না যে কোনও ফল হয়নি। হয়েছে, যত আন্দোলন হয় তার কিছু ফল প্রকাশ পায়। তবে তা অধিকাংশ সম্ভাবনার বৃদ্ধি। স্থিরভাবে বাস্তব রূপদান করবার এটি ঠিক রীতি নয়। সেইজন্যে আমি আর আবেগমত্ততাভাব, মনমাতানোকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই না। আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল বীরসমতা। সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তি। শক্তিসমুদ্রে জ্ঞানসূর্যের রশ্মির বিস্তার, সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির তীব্রানন্দ। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশো ক্ষুদ্র আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির ওপর আমার আস্থা নেই। আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেউ যদি ভেতর থেকে নিজের ঘুমন্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবৎজীবন লাভ করে, এইটিই আমি চাই। এরূপ মানুষই এ দেশকে তুলবে।

"এই বক্তৃতা পড়ে একথা ভাববে না যে, আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ। ওঁরা যা বলেন যে বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা করছি। তবে বিপরীত দিক কোথায় দোষ, কোথায় ত্রুটি, ন্যূনতা তা দেখবার চেষ্টা করেছি। এগুলি থাকলে সে জ্যোতি মহাজ্যোতিও হবে না— স্থায়ীও হবে না।"

ইতি—

তোমার 'সেজদা'।"

শ্রীঅরবিন্দ নিজে গেরুয়া কাপড় পরেনি নি। সাধারণ সংসারীর বেশে আশ্রমে বাস করতেন। আশ্রমের কেউই গেরুয়া কাপড় পরতেন না। তিনি ব্রহ্মচর্যের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৌনমিলনে জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। একে সংযত করা দরকার। তিনি কাউকে বনে যেতে বলেন নি। বিয়ে করেও ধর্মকাজে অগ্রসর হওয়া যায়। সবই তাঁর কৃপা এই ভেবে সব কাজে যোগ দেওয়া যায়। তিনি বলেন, তাঁর কৃপাই হলো বড় কথা। নতুবা সাধনভজনে কি হয়?

১৯২০ খৃষ্টাব্দে রিসারদম্পতি ইউরোপ থেকে ফিরে আসেন পণ্ডিচেরীতে। পরের বছর শ্রীমতী রিসার শ্রীঅরবিন্দর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দকে দেখে বুঝতে পারলেন তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। জগৎ উদ্ধারের জন্যে এসেছেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দর প্রকৃত পরিচয় পান। তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন এবং তাঁর প্রদর্শিত যোগের পথে যাত্রা করতে অভিলাষী হন।

এই সময় হতে শ্রীমতী মীরা রিসার 'শ্রীমা' নাম নিয়ে অরবিন্দের কাছে থাকেন। তিনি স্বদেশে আর ফেরেন নি। আশ্রমের নিয়মিত অনুষ্ঠান চালিয়ে যান। ভারতীয় বেশে আশ্রমের সেবায় যোগ দেন।

সে সময় শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে যারা বাস করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমা, বারীন্দ্র, হৃষিকেশ, কাঞ্জিলাল, রামেশ্বর দে, নটবর দাস, অমৃত ও মিস্ হড্‌সন। নলিনী, ইন্দুলেখা ও মণি বাংলাদেশ থেকে ওখানে ফেরেন ঐ বছরে আগষ্ট মাসে।

শ্রীঅরবিন্দ সামান্য আহার গ্রহণ করতেন। অনেকে ঐরকম আহার সম্বন্ধে অভিযোগ করলে তিনি বলতেন, "বিশেষ রকমের খাদ্যবস্তুর ওপর বা বিশেষ রকমের আস্বাদের ওপর কোনো আসক্তি থাকা উচিত নয়। ওতে কোন লাভ হয় না। শুধু দেহটাকে তোমার সুস্থ রাখা নিয়েই হলো কথা। নিকৃষ্ট ও অপুষ্টিকর খাদ্য খেলে তাতে শরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খারাপ হয়, শরীরের অনিষ্ট হয়। তাই কেবল যা ভাল জিনিস তাই খাওয়া দরকার। ভাল জিনিস মানে যা শরীরের পক্ষে ভাল, কেবল তোমার মুখরোচক হিসাবে নয়।"

এখন থেকে শ্রীঅরবিন্দর কাছে অনেক লোক আসতে থাকেন নানান উদ্দেশ্যে। এঁদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, অমরেন্দ্র চ্যাটার্জী, কে জি, দেশপাণ্ডে প্রভৃতি প্রধান।

সেসময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব হাতে নেন গান্ধিজী। বাংলায় উপযুক্ত নেতার অভাব ঘটে। চিত্তরঞ্জন দাস শ্রীঅরবিন্দকে বাংলায় ফিরে এসে স্বদেশী কাজ করতে অনুরোধ করলে তিনি রাজী হন নি। চিত্তরঞ্জন দাস মুসলীম লীগের সঙ্গে চুক্তি করে স্বরাজ্য দল গঠন করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে ঐ চুক্তির কুফল জানিয়ে সতর্ক করে দেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দর গৃহস্থালীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার নিয়ে সেখানে সব দিক থেকে আরও সুব্যবস্থা করেন। সাংসারিক বা বৈষয়িক কোন কাজে শ্রীঅরবিন্দকে বিশেষ ভাবতে হতো না। তারপর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শ্রীঅরবিন্দ যখন বাহ্য জগৎ থেকে নিজেকে একবারে সরিয়ে নেন, তখন শ্রীমা আশ্রমের যাবতীয় কাজের ভার নেন। পরে নিজের চেষ্টায় ওখানে রীতিমত এক সুবৃহৎ আশ্রম গড়ে তোলেন। সেই আশ্রমেই এখনকার "শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।" বর্তমানে ঐ আশ্রমের কর্ণধার হচ্ছেন শ্রীমা। যোগদৃষ্টিবলে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমার মধ্যে আদ্যাশক্তি মহামায়ার জীবন্ত রূপ প্রত্যক্ষ করেন এবং বলেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বমানবের দুর্গতি নাশ হবে ঐ শ্রীমার ঐশী শক্তিতে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের মধ্যে দিব্য মিলন ঘটবে। বিশ্বের মাটিতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩১

পণ্ডিচেরীর আশ্রমে গন্যমান্য ব্যক্তির আগমন

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লালা লাজপত রায় ও শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন দু'জনে শ্রীঅরবিন্দর কাছে আসেন। অনেক বিষয় উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণ করেন।

পরে দিলীপ কুমার রায় ও অনিলবরণ রায় শ্রীঅরবিন্দর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে কপালী শাস্ত্রীও শ্রীঅরবিন্দর কাছে দীক্ষা নেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরলোক গমন করেন। মহাত্মা গান্ধী শ্রীঅরবিন্দকে বাংলায় ফিরে আসবার জন্যে অনুরোধ করেন। তিনি তাতে রাজী হন নি।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক ও ঋষির দৃষ্টিতে ঋষি ও দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দকে দেখেন। দেখে তিনি বুঝতে পারলেন, ইনি একজন মহাপুরুষ। অদূর ভবিষ্যতে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী বিশ্বের বিভিন্ন দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে। সেদিন বিশ্ববাসীগণ ভারতের দিকে ফিরে চাইবে সে মহাবাণী শোনবার জন্যে।

আর্য পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দর দার্শনিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় উচ্চমান বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পাঠ করে ইউরোপ ও আমেরিকার কতিপয় মনীষি বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁদের মধ্যে রোমা রোঁলা, স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাসবাণ্ড, ডাক্তার এইচ, এস্, ফুজিন প্রধান।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভের পর থেকে শ্রীঅরবিন্দ লোকচক্ষুর সামনে বড় একটা আসেন নি। শ্রীমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মারফৎ বিশেষ দরকারে আগত ব্যক্তিদের সঙ্গে নির্জনে কথাবার্তা বলতেন। প্রথম দিকে বছরে তিন দিন তারপর চারদিন শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগীদের দর্শন দিতেন।

তিনি একটি ছোট ঘরের মধ্যে যোগসাধনায় বছরের পর বছর কাটান। কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্য তাঁর বাইরে না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "আমি কোথায় থাকব বা যাব তা আমি জানি না। তবে সর্বসাধারণের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতে গেলে আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩২

অরবিন্দর সাধনার উদ্দেশ্য

আলিপুর বোমার মামলার পর থেকে শ্রীঅরবিন্দর জীবন ও সাধনা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। এতদিন তিনি ছিলেন বিপ্লবী চিন্তানায়ক এবং সক্রিয় কর্মী। এখন আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে শান্ত বীর ও তেজস্বী পুরুষ। সকল উত্তেজনাপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলে আসেন গতিশীল ধীর কর্মধারায়। পণ্ডিচেরীর নিভৃত কক্ষে দিনের পর দিন যোগসাধনায় বসেন। তাঁর ঐ যোগসাধনা একান্তভাবে নিজস্ব আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির উদ্দেশ্যে নয়, পরন্তু অখণ্ড মহাভারত গঠনের কাজে নিয়োজিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করে মহাভারত গঠনের কাজে সাহায্য করবার জন্য চেষ্টা করেন। তাঁর সে চেষ্টা দিনের পর দিন ফলবতী হতে চলেছে।

শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক সাধনায় বসেন ভারত তথা সারা বিশ্বের মঙ্গলের জন্যে। নিজের জন্যে কোন দিন উতলা হন নি। তাঁর আজন্ম ধীর শান্ত স্বভাব এবং দেশসেবার আন্তরিক উদ্যম মহাভারত এবং বিশ্বভারত গঠনের কাজে যুক্ত হয়।

পণ্ডিচেরীতে চলে আসার পরেও দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ঘটে এবং যখনি কোন জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তখনি তিনি দেশপ্রাণ নেতাদের কাছে যুক্তিপূর্ণ আদেশ নির্দেশ পাঠিয়েছেন। সমস্যা সমাধান করবার উপায় দেখিয়ে দিয়েছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাসমরের সময় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত-বাসীকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেবার জন্যে ভারতে ক্রীপস্ মিশন পাঠান। স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ বললেন, যুদ্ধের সময় ভারতবাসীরা যদি বৃটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে তাহলে যুদ্ধের পর ভারতবাসীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। তখন রাজনৈতিক দলগত দেশবিভাগের প্রশ্ন ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ ক্রীপস্ মিশনের প্রস্তাবটি জানতে পেরে কংগ্রেসকে ওটি গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু কংগ্রেস তাঁর আদেশে কান দেয় নি।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ক্রীপস্ মিশন আর একবার ভারতীয় কংগ্রেসের কাছে তাঁদের পরিকল্পনা পেশ করেন। এবারও শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসকে পরিকল্পনাটি মেনে নিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু কংগ্রেস শোনে নি।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি বৃটিশ সরকারের শেষ প্রস্তাব ভারতে আসে। ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেন সেই প্রস্তাবের বিষয়বস্তু কংগ্রেসকে জানান। ঐ প্রস্তাবে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা ছিল।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধী এবং মুসলীম লীগের পক্ষে কায়েদে আজম জিন্না ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হন। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে বসে কংগ্রেসের মনোভাব জানতে পারেন। জেনে হতাশ হন। তাঁর স্বপ্ন ছিল অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। সেখানে কোন দেশবিভাগ বা জাতিবিদ্বেষ থাকবে না। এবারও তিনি ঐ প্রস্তাবটি সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করে দেন। কিন্তু কোন ফল হয় নি। কংগ্রেস অবশেষে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৩

ভারতের স্বাধীনতা দিবসে শ্রীঅরবিন্দর বাণী

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ঐ দিন শ্রীঅরবিন্দর জন্মদিন। তিনি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ বাণী দেন। তাঁর সম্পূর্ণ বাণীর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি,—

".....আমার জন্মদিনেই ভারতের স্বাধীনতার জন্মদিন। এটাকে মনে করি ভগবানের আশীর্বাদ ও যে কাজ নিয়ে আমি জীবন শুরু করেছি তাতে তাঁর অনুমোদন।.....এই দিনটিতে আমি দেখছি, যে সকল বিষয়ে আমি পূর্ণ সাফল্য দেখে যেতে পারব বলে আশা করেছিলাম, তার অনেকগুলি আমার এই জীবনকালের মধ্যেই সফল হয়ে গেল, অন্তত তা নিশ্চিত সাফল্যের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে, যদিও আগে এগুলিকে নিতান্তই অসম্ভব স্বপ্ন বলে মনে হতে পারত।.....

"এর মধ্যে প্রথম স্বপ্নটি ছিল, এমন এক বিপ্লবের দৃষ্টি যার ফলে ভারতের মধ্যে ঐক্য আসবে আর সমগ্র ভারতের মুক্তি আসবে।...

"দ্বিতীয় স্বপ্ন ছিল, সমগ্র এশিয়ার পুনরভ্যুত্থান ও মুক্তি হবে, আর মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতিকল্পে তার যে মহৎ অবদান ছিল তার সেই ব্রত আবার সে গ্রহণ করবে।.....

"তৃতীয় স্বপ্ন ছিল, একটা বিশ্ব-মিলন, যাকে ভিত্তি করে সমগ্র মানবজাতি একটা সুন্দরতর, উজ্জ্বলতর ও মহত্তর জীবন আরম্ভ করবে। এ মিলনের পথ এখন প্রশস্ত হয়ে আসছে। তার প্রথম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচনা এখনও ত্রুটিবহুল ; কিন্তু কঠিন বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ভেতরের বেগে সে আয়োজন এগিয়ে চলেছে। এই কাজের ভেতরকার আসল গতিবেগটি এখন এসে গেছে। সে বেগ আরও বাড়বে ও নিশ্চয় তা শেষ পর্যন্ত সার্থক হবে।

"হঠাৎ একটা কিছু দুর্যোগ এসে এতে বাধা দিয়ে যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাকে হয়ত থামিয়ে দিতে পারে। তবুও শেষ পর্যন্ত এর পরিণাম ধ্রুব। কারণ মূলতঃ ঐক্যই প্রকৃতির কাম্য, সেই দিকেই চলেছে তার অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়া। সকল জাতিরই কাম্য যে তাই। এটা খুব সুস্পষ্ট, কারণ এছাড়া ছোট ছোট জাতিগুলি যে কোন মুহূর্তে গুরুতর বিপদে পড়ে যেতে পারে, আর বড় বড় শক্তিশালী জাতিদের জীবনও নিরাপদ হয় না। সর্ব জাতির স্বার্থের জন্যেই এমন একটা ঐক্য থাকা দরকার। কেবল মানুষের পঙ্গুতা ম মূঢ় আত্মপরতাই এটা হতে দেয় না। কিন্তু প্রকৃতির প্রয়োজনের বিরুদ্ধে আর ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই প্রকারের প্রকৃতিবিরোধী জিনিস চিরকাল চলতে পারে না। তবে এই ঐক্যের কেবল একটা বাহ্যিক ভিত্তি স্থাপনই যথেষ্ট নয়। সকলের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠা চাই। একটা আন্তর্জাতিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হওয়া চাই,—যখন এমন হবে সে হয়ত একই ব্যক্তি দুটি দেশকে বা ততোধিক দেশকে আপন বলে সেখানে তার নাগরিক অধিকার অর্জন করতে পারবে। স্বেচ্ছায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান বা মিশ্রণও চলবে। স্বাধীনতাবাদের চরম পরিণতি এলে তার ভেতরকার যোদ্ধৃভাবটা ঘুচে যাবে। প্রত্যেক জাতির নিজত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এসব সাময়িক ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। মানবজাতির মনে তখন এক নতুন একতার ভাব অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আর এক স্বপ্ন, ভারত জগৎকে দেবে তার মহামূল্য অধ্যাত্মজ্ঞান ও জীবনকে আধ্যাত্মিক করে তোলবার সাধনা। একাজও সুরু হয়ে গেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে এখন ভারতের আধ্যাত্মিকতা উত্তরোত্তর অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। একাজটি আরও বাড়তে থাকবে। এখনকার বহুতর বিপর্য্যয়ের ভেতর দিয়ে ক্রমশঃ অনেকেরই দৃষ্টি আশাভরসা নিয়ে ভারতের দিকেই ফিরছে। আর অনেকের দৃষ্টি কেবল যে তার শিক্ষা-সংস্কৃতির দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে তা নয়, এখানকার আধ্যাত্মিক সাধনাতেও তারা রীতিমত অনুশীলন শুরু করেছে।

"শেষ স্বপ্নটি ছিল, বিবর্তনের পর্যায়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। এতে মানুষ এক উচ্চতর ও বৃহত্তর চেতনার স্তরে গিয়ে উঠবে। অতঃপর চিন্তাবৃত্তির উন্মেষের সময় থেকেই সেসব সমস্যা নিয়ে, এতকাল সে বিমূঢ় ও বিপর্যস্ত হচ্ছিল তার একটা সমুচিত সমাধান করতে শুরু করবে। আর এবার সে ব্যক্তিগত পরমোৎকর্ষের ও সমাজগত সংহতির স্বপ্ন দেখবে। এ আশা এখনও আমি কেবল ব্যক্তিগতভাবেই করছি। এখনও এটা আমার নিজেরই আদর্শ, যা ভারতে আর পাশ্চাত্য জগতেও অনেক প্রগতিশীল মানুষের মনে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারূপে উদিত হয়েছে। প্রচেষ্টার অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় এখানেই বাধাবিপত্তি আছে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু জয় করবার গৌরবের জন্যেই ত যত বাধাবিপত্তির সৃষ্টি আর পরমা শক্তির যদি তাই ইচ্ছা থাকে তাহলে এ সমস্তই একদিন পার হয়ে যাবে। বিবর্তনের এই অগ্রগতি যদি ঘটবার হয়, তাহলে সে বিষয়েও প্রথম প্রেরণা আসবে ভারতের দিক থেকেই। কারণ অধ্যাত্ম সত্তার উন্মেষ ও আভ্যন্তরীণ চেতনার ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়েই তা আসতে পারে। আর এখানেই তার সূচনা। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদিও এই বিবর্তনক্রিয়ার ক্ষেত্র হবে বিশ্বব্যাপি কিন্তু তার কেন্দ্র হতে পারে এখানেই।.....

"ভারতের মুক্তি দিবসে এই কথাগুলিই আমি আজ বলতে চাই। আমার এ আশা সম্পূর্ণ সফল হবে কিনা বা কত শীঘ্র তা সফল হবে সেটা নির্ভর করছে এই সদ্যমুক্ত ও নবজীবন প্রাপ্ত ভারতের ওপর।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৪

শ্রীঅরবিন্দর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ধর্মসাধনা

দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে বিদেশী শিক্ষা লাভ করেও অরবিন্দ স্বদেশকে ভোলেন নি। স্বদেশের মাটি তাঁর কাছে স্বর্গস্বরূপ মনে হত। স্বদেশের রাজনৈতিক ও ধর্মের উন্নতির জন্যে নিজেকে আজীবনের জন্যে সঁপে দিয়েছেন। ভারতীয় রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মকে নতুনভাবে সংস্কারের দ্বারা উন্নত করতে চাইলেন। তার জন্যে সুরু হলো তাঁর সুদীর্ঘ সাধনা। রাজনৈতিক জীবনে যেমনভাবে সফলকাম হন ঠিক তেমনিভাবে হয়েছেন আধ্যাত্মিক জীবনে। দেশের জনসাধারণের ঘুমন্ত চিত্তে রাজনীতির বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার করেন এবং পরাধীন দেশের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে জাতীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে আহ্বান করেন। সেদিন আসমুদ্র হিমাচল তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। তাদের মনে জাগে স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা, প্রাণে আসে মহাশক্তির বেগবতী ধারা। সেই ধারায় অচিরকাল মধ্যে ভারতের বন্ধনদশা দূর হয়ে যায়। ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতের মাটি হতে বৈদেশিক অসুর-শক্তি পলায়ন করে।

এভাবে রাজনৈতিক জীবনে সফলকাম হয়ে তিনি ফিরে আসেন আধ্যাত্মিক জীবনে। তবে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গেও জড়িত ছিল অধ্যাত্ম-জীবন। তিনি ধর্মকে রাজনীতি হতে পৃথকভাবে দেখেন নি। আর তাঁর রাজনীতির মূল ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই তা ফলপ্রসূ হতে পেরেছে। আবার তাঁর ধর্মজীবন থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করেন নি। আশ্রমে বাস করেও ভারতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজনৈতিক পূর্ণ মুক্তির জন্যে সাধনা করেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূর্বভাগে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেন। পরে আশ্রমে থেকে অপ্রত্যক্ষভাবে ঐ সংগ্রাম চালিয়ে যান। তাঁর ঐ সংগ্রাম সাধারণ মানুষ ঠিক বিচার করতে পারবে না। সমগ্রভাবে বুদ্ধি, যুক্তি ও উপলব্ধির দ্বারা তা জানতে হবে, বুঝতে হবে, বিচার করতে হবে।

অরবিন্দ ভারতের রাষ্ট্রগুরুরূপে যথেষ্ট যশ ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে জীবন কাটাতে চান নি। ভারতের ধর্মের দিকে ফিরে চাইলেন। দেখলেন, কুসংস্কারের দোষে যুগযুগান্তরের ঐতিহ্য-ভরা ভারতের সনাতন ধর্মের মান ম্লান হতে বসেছে। তাকে রক্ষা করা ভারতবাসীরই উচিত। শুধু রক্ষা করা নয়, তাকে নতুনভাবে সংস্কৃত করে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ভারতের একমাত্র জিনিস আছে বিশ্বকে দেবার। বিশ্ব ভারতের কাছ থেকে সে জিনিস পাবার জন্যে বসে আছে। সে জিনিস হচ্ছে ধর্ম, মানুষের ধর্ম।

ভারতীয়গণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্ব-ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। দেশীয় গোঁড়া পণ্ডিতগণের গোঁড়ামীতে সনাতন ধর্মের স্বরূপ জানতে পারে নি। ধর্মের সার অংশ পরিত্যক্ত হয়, অসার অংশকে কেন্দ্র করে তাদের ওপর সামাজিক নিপীড়ন চলে। ফলে তারা দলে দলে নবাগত বিদেশী খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। অনেকে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষা নেয়। সারা দেশে ভিন্ন ধর্ম গ্রহণের হিড়িক পড়ে যায়। তখন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনিষী ভারতের পতনোন্মুখ সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবার জন্যে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচলন করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম যথেষ্ট ছিল না সে বৈদেশিক খৃষ্টান ধর্মের প্লাবন রোধ করতে। তখন বিধাতার ইচ্ছায় সে দুরূঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম সাধন করতে শ্রীরামকৃষ্ণ আসেন গঙ্গার পবিত্র অঙ্কে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। তিনি সমন্বয়মুখী সাধনার দ্বারা প্রচার করেন বিশ্বে প্রচলিত প্রতিটি ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব। বললেন, যত মত তত পথ। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ওপর দ্বেষ করবে না।

তারপর তিনি প্রচার করেন, মানুষের মন ও প্রাণ যদি ঈশ্বর-লাভের জন্যে আকুলিত হয়ে তাঁর শ্রীচরণে পূর্ণভাবে অর্পিত হয় তাহলে সে ঈশ্বরকরুণা লাভ করতে পারে। নশ্বরদেহে অতিমানস সত্তার জাগরণ উপলব্ধি করতে পারবে।

সে যুগে অতিমানস সত্তার জাগরণ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তা ব্যাপকভাবে বিশ্বমানবের কল্যাণে পরীক্ষিত হয় নি। যোগেশ্বর শ্রীঅরবিন্দ এসে যোগসাধনার মারফৎ সে পরীক্ষায় ব্রতী হন। তাঁর সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনারই পরিপূরক। উভয়ের উপলব্ধি মূলতঃ একই তবে শ্রীঅরবিন্দর সাধনার ধারা আরও বিস্তৃত এবং সূক্ষ্ম।

শ্রীঅরবিন্দর দর্শন ও সাধনা বাহ্য দৃষ্টিতে ভিন্ন হলেও মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই প্রাচীন ভারতীয় ধর্মসাধনার সঙ্গে। তিনি কোন নতুন ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টি করতে আসেন নি। বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদ বর্ণিত ভারতের সনাতন ধর্মকে এক নবতর রূপ দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে লুপ্তপ্রায় সনাতন ধর্মকে পুনরাবিষ্কার করেছেন। তাঁর সাধনা সর্বধর্ম সম্প্রদায়ের মিলিত রূপের ওপরে এবং সর্ব কুসংস্কারের বাইরে। তিনি গীতার যোগপন্থা অনুসরণ করেন। তার থেকে আরও খানিকটা অগ্রসর হন। গীতোক্ত কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সঙ্গে যুক্ত করেন শক্তিকে।

ভারতের কতিপয় ব্রহ্মজ্ঞানী সাধকের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের মত সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে সবই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য। ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য। কাউকে বাদ দিয়ে বা একটা হতে অন্যটা পৃথক রেখে কোন কাজ হয় না। দু'টি পৃথক জিনিস নয়, একের সঙ্গে অন্যের নিবিড় সংযোগ আছে। এই বিশ্বচরাচর ব্রহ্মময়। এর প্রতিটি জড় ও প্রাণবস্তুর মধ্যে ব্রহ্মসত্তা রয়েছে। তিনি যখন লীলা করেন তখন শক্তিরূপে আখ্যাত হন আবার যখন শান্ত স্থির নিঃশব্দ থাকেন তখন ব্রহ্ম। যেমন জল আর তার তরঙ্গ, নাম ও নামী অভেদ তেমনি ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। এ দু'টির মধ্যে কোন-রকম ভেদ নেই। অজ্ঞানীদের কাছে ভেদ প্রতীয়মান হতে পারে কিন্তু জ্ঞানীদের কাছে তা সর্বপ্রকারে সত্য।

মানবের সংসার সত্য আবার তার অন্তরস্থ দেবতাও সত্য। দিব্য জ্যোতির ধারা ঊর্দ্ধলোক থেকে নেমে এসে জ্ঞানে, কর্মে ও প্রেমে মানবীয় সত্তাকে অতিমানবীয় সত্তায় রূপান্তরিত করবে। তার সাংসারিক জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ত্রুটি-বিচ্যুতি এক অখণ্ড শৃঙ্খলার ধারায় নিয়ে গিয়ে জীবন শান্তিময় করে তুলবে। তার মনের প্রতি মুহূর্তের অনুভূতিকে ভাগবতী শক্তির প্রেরণায় জাগিয়ে তুলে তাকে শক্তিমান করবে।

জীবনের যা কিছু কাজ, যা কিছু আনন্দ সবই লীলাময় ব্রহ্মের সূক্ষ্ম লীলা। তিনি মানবসত্তাকে অবলম্বন করে বিশ্বসংসারে লীলা করে চলেছেন। ব্রহ্ম শক্তিরূপে লীলা করে চলেছেন।

তাঁর লীলা জীবনকে গতিশীল করে কর্মশক্তি এনে দেয়। এই শক্তি হলো নিষ্কাম কর্মের শক্তি। যাঁরা যোগী তাঁরা এইরূপ নিষ্কাম কর্মে লিপ্ত হয়ে পরম আনন্দের রসাস্বাদন করেন।

আমাদের মনকে সংযত করে তাকে ভগবৎমুখী করতে হবে। তাহলে মনের মধ্যে নিষ্কামভাবের উদয় হবে। ভগবৎ কর্ম করতে ইচ্ছে হবে। সংসারের কাজও সেই পরম প্রেমময়ের। নিষ্কামভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে কর্ম করলে আসক্তি আসবে না। আসক্তি তো যত দুঃখ আনে। এই আসক্তিকে জয় করে ভগবৎ উদ্দেশ্যে সংসারের যাবতীয় কর্ম করলে মনে আনন্দ আসে। আর আনন্দই ত জীবনকে সচল করে গতি দেয়। কর্ম করবার শক্তি ও প্রেরণা জোগায় ঐ গতি। আর শক্তিই ত ব্রহ্ম। ঐ শক্তিকে অবলম্বন করে নিষ্কামভাবে কর্ম করলে পরিণামে ব্রহ্মত্ব বা দেবত্ব লাভ হবে।

সুতরাং গতিই জীবন। জীবনকে পূর্ণভাবে সফলকাম করতে হলে গতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। মহানির্বাণের দ্বারা একাজ সার্থক হবে না। তাই শ্রীঅরবিন্দর সাধনায় কর্মবিমুখ এবং গতিহীন জীবনের ঠাঁই নেই। শুধু ব্রহ্মকে লাভ করে কর্মশূন্য অচল জীবন ধারণ করার পক্ষপাতী তিনি নন।

পূর্বতন যোগীদের মতে ব্রহ্মকে লাভ করলে কর্ম আর থাকে না।

যোগীবর শ্রীঅরবিন্দ তা স্বীকার করেন নি। তিনি যোগের পথে দীর্ঘ পথ চলেন। যোগরহস্য সম্বন্ধে নতুন নতুন জ্ঞান লাভ করে মানবজাতির সামনে এক নতুন জিনিস তুলে ধরেন। যোগের পথে যাবার সহজ সরল উপায় নির্দেশ করেন। তিনি বললেন, ব্রহ্মকে লাভ করার পরও মানুষের কর্ম থাকে। সে কর্ম দিব্যকর্ম বিশ্ব-মানবের হিতের জন্যে। ব্রহ্মকে লাভ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে বলেন নি। বরং তাঁর বিজ্ঞান শক্তিকে বিশ্বসংসারের মাটিতে নামিয়ে এনে সমগ্র সাধারণ মানবজাতিকে এক দিব্যজীবনের অধিকারী করে তুলতে হবে। জীবন ও যোগের মধ্যে ভগবৎশক্তি পূর্ণভাবে প্রয়োগ করলে পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণকর্মের অধিকারী ভাগবতী তনুসমন্বিত এক মানবজাতির আবির্ভাব হবে। ঐ মানবজাতিই হবে দেবজাতি। শ্রীঅরবিন্দর প্রদর্শিত যোগের পথে যাঁরা যাবেন তাঁদেরকে ঐ কর্ম করতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি মহানির্বাণকে জীবনে মুখ্য স্থান দেন নি। ব্রহ্মকে লাভ করে নীরবে বসে থাকতে চান নি বা ব্রহ্মে লীন হতে ইচ্ছা করেন নি। তিনি চেয়েছেন সক্রিয় পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন। জীবনের প্রতিটি কর্মে যুক্ত থাকবে সক্রিয় আধ্যাত্মিকতা। তাঁর মতে সমস্ত জীবনই যোগসাধনা। মানুষ তার কর্মে, জ্ঞানে, ভক্তিতে ও শক্তিতে আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ স্পর্শ দিয়ে জীবনকে দিব্যময় করে তুলবে। শ্রীঅরবিন্দর সাধনার মূল কথা এই।

শ্রীঅরবিন্দ যোগদৃষ্টি নিয়ে বললেন, মানুষ অদূর ভবিষ্যতে অতি-মানবত্ব লাভ করে এই পৃথিবীর মাটির ওপর দেবজাতির সৃষ্টি করবে। সমগ্র মানবসমাজ এক অখণ্ড আনন্দময় দিব্যজীবনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর সাধনা নিজের মুক্তির জন্যে নয়। বিশ্বমানবজাতিকে জীবনের সর্ববিধ দুঃখকষ্ট হতে মুক্তি দেওয়াই হলো তাঁর স্বপ্ন। গীতার যোগকৌশল মানব হিতের জন্যে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন ভয়াবহ যুদ্ধের শোচনীয় পরিণাম জেনে অত্যন্ত দুঃখিত ও বিমর্ষ হন। তখন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শঙ্কিতচিত্ত অর্জ্জুনের ক্লৈব্য দূর করবার জন্যে তাঁকে পুরোপুরি যোগী হতে বলেন এবং যোগই কর্মের কৌশল, সর্বদুঃখজয়ের একমাত্র উপায় এই উপদেশ দেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ঐ যোগের পথে যে কেউ অগ্রসর হতে পারে। তার জন্যে স্থান-কাল-পাত্রের বিচার নেই। সংসারে থেকে যে কেউ ঐ যোগমার্গ আশ্রয় করতে পারে। ঐশ্বরীক শক্তির অধিকারী হবার জন্যে বনে গিয়ে তপস্যার প্রয়োজন নেই। সংসারে থেকেই সম্ভব হবে। সকলের মধ্যে দেবত্ব ঘুমিয়ে আছে। তাকে ঠিকভাবে যে জাগাতে পেরেছে সেই জীবনের সকল সমস্যা সমাধান করতে পারে। দেবজীবনের লক্ষ্যই হলো অন্তরের ঘুমন্ত দেবতাকে জাগানো। মানুষ এভাবে ভগবৎজীবন লাভ করে দেশকে বড় করে তুলবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ যেমন বানর থেকে মানুষে পরিবর্তিত হলো বিবর্তনধারা অনুসারে তেমনি মানুষ কালক্রমে মানুষের স্তর থেকে অতিমানুষের স্তরে আসবে। সেই অতিমানুষ অহংসর্বস্ব ও আসুরীক মনোভাবাপন্ন হবে না। তার অন্তরে যে দেবত্ব ঘুমিয়ে আছে তার জাগরণ হবে। এই জাগরণ কিভাবে আসবে? না, পূর্ণ আত্মসমর্পণ, দিব্যজীবনের জন্যে অচঞ্চল আস্পৃহা এবং আসক্তি ও অহংশূন্য মন—এই তিনের মিলিত শক্তির একাগ্র সাধনার দ্বারা। তাহলেই ঊর্দ্ধলোকের ভগবৎশক্তি নিম্নে নেমে এসে সমগ্র মানবসত্তাকে শান্তি, শক্তি, জ্যোতি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। অজ্ঞানস্তরে বিরাজমান মানব-চেতনাকে ঊর্দ্ধলোকের জ্ঞানস্তরে দিব্যচেতনায় রূপান্তরিত করবে। আধুনিক জড়ধর্মী মানবসভ্যতাকে এক উন্নততর দিব্যতর চেতনসত্তার মহিমময় রূপ দেবে।

ঐ শান্তি ও জ্যোতির মধ্যে মানবের অতিমানবত্ব লাভ, দিব্য-জীবনের মঙ্গল প্রকাশ সম্ভব হবে। পৃথিবীতে দেবজাতির সৃষ্টি হয়ে সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। অতিমানবত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন, প্রকৃতি ও প্রাণের গতি পরিবর্তিত হবে। সেই সঙ্গে তার দেহেরও রূপান্তর ঘটবে। সে জ্যোতির্ময় লঘু দেহ লাভ করবে। এইটিই হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দর যোগসাধনার মূল লক্ষ্য।

শেষজীবনে শ্রীঅরবিন্দ বহুমূত্র ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। পরে সে ব্যাধি হতে আর মুক্ত হন নি।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ নশ্বর জৈব দেহ ত্যাগ করে স্বর্গের আলোকতীর্থে গমন করেন। পরিমিত আয়ুর অধিকারী হয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে এবং ধর্মজীবনে যে কীর্তি রেখে গেছেন ভারতীয় ইতিহাসে তা বিরল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দের বাণী

১। "যারা ভগবানের কাছে নিজেদের দিয়ে দেয় নিঃশেষে সর্বাঙ্গ ধরে, ভগবানও তাদেরই কাছে নিজেকে দিয়ে দেন—তাদেরই জন্যে শান্তি, জ্যোতি, শক্তি, রতি, মুক্তি, বৃহতের প্রসার, জ্ঞানের শিখর, আনন্দের সাগর।"

২। "সকলের ভেতর হ'তে, সাধু সন্ত ঋষির ভেতর হ'তে যেমন তেমনি তস্কর, পতিতা এবং অস্পৃশ্যের ভেতর হ'তেও সেই 'প্রিয়তম' আমাদের পানে চেয়ে দেখেন এবং ডেকে বলেন, "এই যে আমি"।

৩। "জীবনে যাদের ঊর্দ্ধস্পৃহা নেই তারা ভগবানের ব্যর্থ সৃষ্টি; কিন্তু প্রকৃতিদেবী খুসী তাতে হন এবং তাদের সংখ্যা বাড়াতে ভালবাসেন, কারণ তারা তার স্থিতিতে নিশ্চয়তা এনে দেয় এবং তাঁর রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করে।"

৪। "আমাদের ধর্ম অতি বিশাল ও নানা শাখা-প্রশাখা-শোভিত। তার মূল গভীরতম জ্ঞানে আরূঢ়। তার শাখাগুলি কর্মের অতিদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। যেমন গীতার অশ্বত্থবৃক্ষ ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ, তেমনি এই ধর্ম জ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত, কর্মপ্রেরক। নিবৃত্তি তার ভিত্তি, প্রবৃত্তি তার গৃহছাদ, দেওয়াল; মুক্তি তার চূড়া। মানব-জাতির সমস্ত জীবন এই বিশাল হিন্দুধর্ম বৃক্ষের আশ্রিত।"

৫। "বাঙালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের সামর্থ্য আছে, অন্তর্জ্ঞান আছে। এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই। কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তাহলে বাঙালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবে। কিন্তু বাঙালী তা চায় না, সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি।"

৬। "শক্তিসাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নেই সেখানে প্রেমও থাকে না। সংকীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতা আসে। ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ মনে, প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নেই। প্রেম কোথায় বাংলা দেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এদেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতে আর কোথাও তত নেই।"

৭। "আমাদের যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল বীরসমতা। সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তি; শক্তিসমুদ্রে জ্ঞানসূর্যের রশ্মির বিস্তার; সেই আলোময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐস্যের স্থির তীব্রানন্দ। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ ক্ষুদ্র আমিত্বজ্ঞানশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপ যদি পাই তাই যথেষ্ট।"

৮। "যিনি মুক্ত তাঁর হলো পূর্ণ এবং সর্বগ্রাহী জ্ঞান ('কৃৎস্নবিদ্') সকল কাজ করেন তিনি মনের শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ('কৃৎস্নকৃৎ')—অন্তরস্থ দিব্যৈষণা ও অসীম শক্তির বেগ এবং স্বাতন্ত্রের অনুগত হয়ে। যেহেতু অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত তাই তিনি অমর জীবনের আধ্যাত্মিক অখণ্ড আনন্দ ভোগ করেন। ভাগবত পুরুষের দিকে ফিরে দাঁড়ান—যে ভাগবত পুরুষের তিনি এক অংশ, যা তাঁর কর্মের ঈশ্বর, তাঁর আত্মা এবং প্রকৃতির দিব্যপ্রেমিক।"

৯। "কোন জাতিবিশেষের জন্যে আমাদের সাধনা নয়। সমস্ত জাতির মুক্তি ও শুভ ইচ্ছাই আমাদের চিন্তার কেন্দ্র হবে। সমষ্টি সাধনা করতে বসে যেন আমরা ইউরোপের মত আড়ম্বরশীল যান্ত্রিক রাজ্য না গড়ে' তুলি। প্রতি মানবজীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনাই হচ্ছে এই যোগের উদ্দেশ্য। যোগের সহায়ে মানুষ যেদিন উপলব্ধি করবে, মানুষের স্বতন্ত্র জাতি নেই, ধর্ম নেই, স্বার্থ নেই, তখন এক অভিনব ঐক্যের উপর নতুন রাজ্য গড়ে উঠবে—ঐ হবে দেবরাজ্য।"

১০। "মন যদি চঞ্চল থাকে তবে যোগের কোন ভিত্তি গড়া সম্ভব হয় না। প্রথমেই দরকার মনের নিশ্চলতা। আবার ব্যক্তি-চেতনাকে লোপ করে দেওয়াও এ যোগের প্রথম লক্ষ্য নয়। প্রথম লক্ষ্য হল ব্যক্তিচেতনাকে একটা ঊর্ধতর চেতনার দিকে খুলে ধরা—এ জন্যেও প্রথম দরকার নিশ্চল মন।"

১১। "সাধনায় প্রথমেই যে কাজটি করা দরকার তা হল মনে একটা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ শান্তি ও নিস্তব্ধতা লাভ করা। অন্যথায়, তোমার নানা অনুভূতি হতে পারে, কিন্তু কিছুই স্থায়ী হবে না। নিস্তব্ধ মনের মধ্যেই সত্য চেতনা গড়ে তোলা যায়।"

১২। "তোমার চেতনা যত বেশি ব্যাপক হবে, ওপর হতে তত বেশি তুমি গ্রহণ করতে পারবে, মহাশক্তি নেমে আসতে পারবে। আধারের মধ্যে শান্তির সাথে সামর্থ্য ও জ্যোতিঃ নিয়ে আসতে পারবে। যে জিনিসটিকে তোমার মধ্যে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বলে অনুভব কর তা হলো স্থূল মন। এটি প্রশস্ত হয়ে উঠতে পারে তখনই, যখন এই প্রশস্ততর চেতনা ও জ্যোতিঃ নেমে এসে আধারকে অধিকার করে।"

১৩। "অচঞ্চল হয়ে থাক, নিজেকে খুলে ধর, ভাগবত শক্তিকে আহ্বান কর। তিনি স্থিরতাকে ও শান্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, চেতনাকে প্রশস্ততর করেন। বর্তমানে যতখানি যে গ্রহণ করতে—ধারণ করতে পারে, তিনি ততখানি আলো ও শক্তি তার মধ্যে নিয়ে আসেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪। "নিজের দুর্বলতা, অসত্যময় বৃত্তি সব দেখে স্বীকার করবে এবং তাদের হতে নিজেকে পৃথক করে সরিয়ে রাখবে। এই হলো মুক্তির পথ।"

১৫। "যতক্ষণ পর্যন্ত স্থির মন ও স্থির প্রাণ নিয়ে জিনিসকে না দেখতে পারি, ততক্ষণ কাউকে বিচার করব না, এক নিজেকে ছাড়া—এটি খুবই ভাল নিয়ম। আরও, একটা বাহ্যরূপ দেখেই তার জোরে মনকে তৎক্ষণাৎ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে দেবে না, কিংবা প্রাণকে কাজে নেমে পড়তে দেবে না।"

১৬। "সর্বদা এই স্পৃহা রাখবে যাতে মন ও অন্তঃপুরুষ সত্যকার চেতনায় ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে, প্রস্তুত হয়ে ওঠে। স্পৃহা রাখবে বিশেষভাবে অচঞ্চলতার জন্যে, শান্তির জন্যে, প্রশান্ত নিষ্ঠার জন্যে, ক্রমবর্ধমান অবিচল প্রসারতার জন্যে, অধিক হতে অধিকতর জ্ঞানের জন্যে, গভীর তীব্র অথচ স্থির ভক্তির জন্যে।"

১৭। "সাধনা করতে হলে মন, দেহ ও প্রাণশক্তি সবল থাকা দরকার। বিশেষতঃ যাতে তমঃ বহিষ্কৃত হয়, আধারের মধ্যে আসে তেজ সামর্থ—তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

১৮। "শ্রদ্ধা, ভগবানের ওপর নির্ভর, ভাগবত শক্তির কাছে সমর্পণ ও আত্মদান—এ সবই অবশ্য প্রয়োজন, অপরিহার্য। কিন্তু ভগবানের ওপর নির্ভর যেন আলস্য, দুর্বলতা বা নিম্নতম প্রকৃতির প্রবৃত্তির কাছে সমর্পণ, এ সকলের ছল মাত্র না হয়; নির্ভরের সাথে থাকবে অক্লান্ত স্পৃহা আর সেই সাথে থাকবে ভাগবত সত্যের পথ প্রতিরোধ করে দাঁড়ায় যা-কিছু সে সকলের নিরন্তর প্রত্যাখ্যান। ভগবানের কাছে সমর্পণ যেন নিজেরই বাসনা ও নিম্নতম বৃত্তির কাছে অথবা নিজের অহং-এর কাছে অথবা অজ্ঞানের তমিস্রার যে কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি ভগবানের মিথ্যারূপ গ্রহণ ক'রে আসে তার কাছে সমর্পণের ছল, আবরণ বা সুযোগে পরিণত করা না হয়।"

১৯। "তোমার কেবল দরকার স্পৃহাপরায়ণ হওয়া, মায়ের দিকে নিজেকে খুলে রাখা, তাঁর ইচ্ছার বিরোধী যা কিছু সব প্রত্যাখ্যান করা, তোমার ভেতরে তাঁকে কাজ করতে দেওয়া। আর তুমি তোমার সব কাজ করবে তাঁরই জন্যে, এই স্থির বিশ্বাসে যে শুধু তাঁরই শক্তির কল্যাণে তোমার পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব। এভাবে তুমি যদি নিজেকে উন্মুক্ত রাখতে পার, তাহলে যথাসময়ে তোমার জ্ঞান ও সিদ্ধি আসবেই।"

২০। "তোমার প্রকৃতির মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে তাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হলো, মায়ের ক্রিয়াশক্তির দিকে নিজেকে খুলে রাখা। কোন সাহায্য না নিয়ে কেবল নিজের চেষ্টায় কেউ নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারে না। এক ভগবত শক্তিই এই রূপান্তর সাধন করতে পারে। তুমি যদি নিজেকে খুলে রাখতে পার, তাহলে অবশিষ্ট যা দরকার তা সেই শক্তিই তোমার হয়ে সব ক'রে দিয়ে যাবে।"

২১। "কর্মমাত্রই আপনা হতে আরাধনায় পরিণত হবে, এ কেবল চিন্তা-সংযম দিয়ে হয় না। এ জন্যে প্রয়োজন, হৃদয়ে এমন দৃঢ় স্পৃহা, যার ফলে যে অদ্বিতীয়ের উদ্দেশ্যে আরাধনা করা হয় তার জাগ্রত সান্নিধ্যের একটা কিছু উপলব্ধি বা অনুভূতি আসে। ভক্ত কেবল নিজের চেষ্টার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার আরাধ্য ভগবানের করুণা ও শক্তির ওপর।"

২২। "অকপট ঐকান্তিক হলে ফলও অবশ্যম্ভাবী। যদি তুমি ঐকান্তিক হও, তবে দিব্য জীবন গড়ে উঠবেই।"

২৩। "তপস্যা দিয়ে হোক আর আত্মসমর্পণ দিয়ে হোক—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাতে কিছু এসে যায় না। একমাত্র কাজ হলো লক্ষ্যের দিকে অটল হয়ে ফিরে দাঁড়ান। পথ যখন একবার ধরা হয়েছে, তখন তা ছেড়ে দিয়ে হীনতর কিছুর জন্যে আবার পশ্চাৎপদ হওয়া কি ক'রে সম্ভব? সঙ্কল্প যদি দৃঢ় থাকে, তবে পতনে কিছু আসে যায় না, উঠে আবার চললেই হলো।"

২৪। "কর্মধারা সর্বতোভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে কেবল অতিমানস রূপান্তর সিদ্ধির পরে। তবে নিম্নতম স্তরসমূহে একটা অপেক্ষাকৃত সুন্দর কর্মধারা থাকা সম্ভব, কিন্তু সেজন্যে প্রয়োজন, ভগবানের সাথে সংযোগ রাখা আর মনে, প্রাণে, দেহে সতর্ক সজাগ, সচেতন হওয়া। তাছাড়া, পূর্ণ মুক্তির জন্যেও এ অবস্থাটি হলো প্রথম আয়োজন ও অনিবার্য প্রয়োজন।"

২৫। "অহং-এর পরিবর্তে আবিষ্কার করো তোমার সেই সত্তা, যা ভগবানের অংশ, জগন্মাতা হতে সঞ্জাত, লীলার যন্ত্র। তবে তুমি ভগবানের অংশ, তুমি যন্ত্র—এ অনুভবটিকে সকল গর্ব, অহংবোধ, অহং-এর অধিকার, সকল শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, দাবি বা বাসনা হতে মুক্ত রাখতে হবে। কারণ এ সব জিনিস সেখানে যদি থাকে তবে তা তোমার সত্য সত্তা নয়।"

২৬। "ধৈর্যের সাথে, দৃঢ়তার সাথে জীবন ও জীবনের সকল বাধাবিঘ্ন সম্মুখীন হবার সাহস যার নেই, সে কখনও সাধনার আরও কঠিনতর আন্তর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যেতে পারবে না। এ যোগের একেবারে প্রথম শিক্ষাই হলো প্রশান্ত মন, দৃঢ় সাহস। ভাগবত শক্তির উপর অখণ্ড নির্ভর নিয়ে জীবন ও জীবনের পরীক্ষায় এ সকলের সম্মুখীন হতে হবে।"

২৭। "আত্মহত্যা হলো অর্থহীন মীমাংসা—এতে যে সে শান্তি পাবে এ ধারণা তার সম্পূর্ণ ভুল। তার বাধাবিপত্তি সব সঙ্গে নিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যুর পরে সে অধিকতর দুর্গতির মধ্যে গিয়ে পড়বে। আবার পৃথিবীতে আর এক জন্মে সে সমস্তই ফিরে নিয়ে আসবে। একমাত্র প্রতিকার হলো এ সকল দুঃস্থ ধারণা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া, জীবনের লক্ষ্যস্বরূপ কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্মের জন্যে একটা পরিষ্কার সঙ্কল্প ধরে, ধীর ও তৎপর সাহসের সাথে জীবনের সম্মুখীন হওয়া।"

২৮। "আহার নিয়ে মনকে ব্যস্ত করে তুলো না। আহার করবে যথাযথ পরিমাণে (অত্যধিক নয়, অত্যল্পও নয়)। তাতে লোভও থাকবে না, ঘৃণাও থাকবে না, শরীর রক্ষার জন্যে মায়ের দেওয়া উপায় হিসাবে যথাযথ ভাবটি নিয়ে—তোমার মধ্যে যে ভগবান তাকে অর্পণ ক'রে। এরকমে চললে তামসিকতা আসবে না।"

২৯। "আহার ত্যাগ করবার অভিলাষ হলো একটা দুষ্প্রেরণা। অল্প কিছু আহার করে তুমি থাকতে পার, কিন্তু বিনা আহারে থাকতে পারা যায় না। অবশ্য, এক অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের জন্যে ছাড়া। মনে রেখ গীতার কথা—"যে অতিরিক্ত আহার করে আর যে আদৌ আহার করে না, এদের কারোর জন্যেই যোগ নয়।" প্রাণশক্তি হলো এক জিনিস—বিনা আহারে তাকে বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করা যায়, এমন কি উপবাসে তা বৃদ্ধিই পায়। কিন্তু দেহের স্থূল উপাদান আর এক জিনিস। এই স্থূলদেহ না থাকলে প্রাণের অবলম্বনও থাকে না।"

৩০। "শরীরকে অবহেলা করা, তাকে ক্ষয় হতে দেওয়া ভুল। শরীর হল সাধনার অবলম্বন। তাকে উপযুক্ত করে রাখতে হবে। তার ওপর কোন আসক্তি থাকবে না। তাই বলে আমাদের প্রকৃতির এই যে জড় অংশ তাকে ঘৃণা বা অবহেলাও করবে না।"

৩১। "ভালবাসার সম্বন্ধে কথা এই যে ভালবাসাকে কেবলমাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের উপর অর্পণ করতে হবে। মানুষ যে জিনিসটিকে ঐ নামে অভিহিত করে তাহ'ল পরস্পরের বাসনার, প্রাণের আবেগের বা শরীরের, ভোগের পরিতৃপ্তির জন্যে পরস্পরের প্রাণের বিনিময়। সাধকদের মধ্যে এরকম বিনিময় থাকা কখনো উচিত নয়। কারণ ও-জিনিসটির সন্ধানে ফিরলে অথবা এরকম আবেগের প্রশ্রয় দিলে সাধনা থেকে দূরে সরে পড়া ছাড়া আর কিছু ফল হয় না।"

৩২। "এ কথা বলা প্রয়োজন যে কামপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি সাধনার একটি সর্বাপেক্ষা দুরূহ অঙ্গ, এতে সময়ের দরকার এবং সেজন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে এর পূর্ণ বিলুপ্তি সত্যিই যে হয় তা দেখা যায়। এছাড়া কার্যতঃ এক বিমুক্তি শুধু মাঝে মাঝে অবচেতন হতে উত্থিত। দুষ্ট-স্বপ্ন তাকে মণ্ডিত করলেও, অনেকেই লাভ করে থাকে।"

৩৩। "সাধনায় বার বার বিফল হলেও নিজেকে অবসাদগ্রস্ত হতে দেওয়া ভুল। স্থির থাকতে হবে, অধ্যবসায়ী হতে হবে। বাধা যত দৃঢ় তার চেয়ে দৃঢ়তর হতে হবে।"

৩৪। "রাত্রে জেগে থাকার চেষ্টা ঠিক পথ নয়। প্রয়োজনীয় পরিমাণ নিদ্রার অভাবে শরীর তামসিক হয়ে পড়ে, জাগ্রত সময়ে যে একাগ্রতা দরকার তাতে অক্ষমতা আসে। ঠিক পথ হলো নিদ্রাকে রূপান্তরিত করা, বিলুপ্তি করা নয়। বিশেষভাবে, নিদ্রারই মধ্যে কি রকমে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠা যায় তা শিক্ষা করা।"

৩৫। "সমতা বলতে একটা জিনিস বুঝায়—সকল মানুষকে সমান চোখে দেখা, তাদের প্রকৃতি ও কর্ম এবং যেসব শক্তির দ্বারা তারা চালিত হচ্ছে সে সবকেই সমান চোখে দেখা। কোন কিছু দেখতে বা বিচার করতে গেলে রাজ্য, দ্বেষাদি যেসব ব্যক্তিগত ভাব এসে পড়ে, এই সমতার দ্বারা তা অপসারিত হয়, এমন কি সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানসিক পক্ষপাতিত্বও অপসারিত হয়, এরূপে সমতা সকল বিষয়ের প্রকৃত সত্যটি দেখতে সাহায্য করে।

৩৬। "সিদ্ধির জন্যে ধীরভাবে অপেক্ষা করবার ক্ষমতাই হলো ধৈর্য।"

৩৭। "ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করে চলাকেই অধ্যবসায় বলে।"

৩৮। "অবসন্ন না হয়ে সব কিছু সয়ে থাকবার ক্ষমতাই সহিষ্ণুতা।"

৩৯। "ভগবানের প্রভাব ছাড়া আর কোনও প্রভাব গ্রহণ না করাই হলো শুদ্ধি।"

৪০। "ভগবানের কাছ থেকে যে প্রেরণা আসছে, তাছাড়া অন্য কোন প্রেরণা নিজের মধ্যে আসতে না দেওয়া বা অন্য কোন প্রেরণার বশে কোনও কাজ না করাই হলো নিষ্ঠা।"

৪১। "ভগবানের ওপর নির্ভরতা এবং ভগবদ্‌শক্তির জয় নিশ্চিত —এই অচল অটল বিশ্বাসই শ্রদ্ধা।"

৪২। "দেহ, প্রাণ, মন সব দিয়ে ভগবানকে যে ভালবাসা, যাতে আছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং সমস্ত জীবন ও সত্তাকে সমগ্রভাবে ভগবানের নিকট উৎসর্গীকরণ, যার ফলে ঊর্ধ হতে পরমতম আনন্দ এই জড় শরীরের মধ্যেও নেমে আসে। ভগবানের প্রতি সেই পূর্ণ ও অত্যাশ্চর্য প্রেমের মূর্তিই রাধা।"

৪৩। "খণ্ডিত ব্যষ্টিসত্তাকে বিশ্বপুরুষে রূপান্তারিত কর— তোমার সবখানি নিয়ে তুমি ভগবৎময় হয়ে ওঠ। এই তোমার লক্ষ্য।"

৪৪। "পশুকে পশুপতিরূপে পরিণত কর। তোমার সবখানি নিয়ে তুমি গোষ্ঠপতি শ্রীকৃষ্ণময় হয়ে ওঠো। এই তোমার লক্ষ্য।"

৪৫। "অতীতে মানুষ যা করেছে চিরকাল তারই পুনরাবৃত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে চলা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ হলো অভিনব সিদ্ধি, অচিন্তপূর্ব ঈশিতা—সব অর্জন করা।"

৪৬। "নূতন কোন জিনিস আমাদের এখনও সাধন করবার আছে? প্রেম। কারণ, এ যাবৎ আমরা কেবল দ্বেষ ও আত্মতুষ্টি সাধন করেছি।

৪৭। "ভগবান সত্যিই তবে কি? চিরন্তন এক শিশু, চিরন্তন এক কুঞ্জবনে এক চিরন্তন লীলায় মগ্ন।"

৪৮। "মানুষ প্রথম অন্ধভাবে অন্বেষণ করে, তখন সে জানেও না যে সে তার আপন ভাগবত আত্মাকে অন্বেষণ করছে। কারণ, জড়প্রকৃতির অপ্রকাশ দিয়ে তার যাত্রারম্ভ। আর যখন তার দৃষ্টি খুলতে থাকে তখন হতে অনেক দিন পর্যন্ত তার ভেতরে ক্রমবর্ধমান আলোকের তেজ তাকে অন্ধ করে রাখে। ভগবানও অন্ধকারের আড়াল থেকেই তার অনুসন্ধানে সাড়া দেন—ক্ষুদ্র শিশু যেমন তার মায়ের জন্যে হাতড়ে বেড়ায় আর মাও তাতে আনন্দ পায়, ধরা দিতে চায়, ঠিক তেমনি অন্ধ মানুষটির সাথে ভগবানেরও লীলা।"

৪৯। "মানুষে ও ভগবানে সংযোগই হলো মানুষের মধ্যে ভগবানের অবতরণ ও প্রবেশ; আর, ভগবানের মধ্যে মানুষের আত্মনিমজ্জন।"

৫০। "প্রেম হল মূল স্বর আর আনন্দ হলো সংলাপ। শক্তি হলো সুর। জ্ঞান হলো গায়ক আর অনন্ত বিশ্ব হলো রচয়িতা ও শ্রোতা। আমরা জানি শুধু মুখবন্ধের বিশ্ব। সে বিশ্ব তত প্রচণ্ড হয়ে থাকে, আগামী সঙ্গতি যত সুমহান হবে। কিন্তু ভাগবত আনন্দরাশির উচ্ছল মূর্ছনায় আমরা শেষে এসে উপস্থিত হবোই।"

৫১। "আনন্দই গুপ্ত রহস্য। বিশুদ্ধ আনন্দের সাথে পরিচিত হও, ভগবানের পরিচয় পাবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫২। "সারা জগৎ মুক্তির জন্যে উদ্‌গ্রীব, অথচ প্রত্যেক জীব তার শৃঙ্খলকেই ভালবাসে। এই হলো আমাদের স্বভাবের প্রথম প্রহেলিকা ও দুর্ভেদ্য গ্রন্থী।"

৫৩। "স্বাধীনতাকে যখন শৃঙ্খল পরে কাজ করতে হয়, আর দাসত্ব যখন প্রেমের নয়, বলাৎকারের বিধান হয় তখনই, যখনই জিনিসের সত্যকার প্রকৃতি বিকৃত হয়ে যায়, একটা মিথ্যার আশ্রয়ে বিশ্বের সাথে অন্তরাত্মার আদান-প্রদান চলে।"

৫৪। "সীমাহীন যে একত্ব তাতেই আসে মুক্তি, কারণ তাই হলো আমাদের সত্য সত্তা।"

৫৫। "ভগবানের বিশেষ বিধানে বিশ্বাস করা অথবা নিজেকে ভগবানের হাতে যন্ত্ররূপে বোধ করা অনেকে ধৃষ্টতা বলে মনে করেন। কিন্তু আমি ত দেখি, প্রত্যেক মানুষেরই জন্যে ভগবান বিশেষ বিধাতা হয়েছেন। চাষীর হাত দিয়ে কোদাল ভগবানই ধরেছেন। শিশুর মুখে ফোটে তাঁরই কলধ্বনি।"

৫৬। "যারা দরিদ্র অজ্ঞান হীনবংশজাত কুশিক্ষায় বর্ধিত তারা প্রাকৃত জন নয়, প্রাকৃতজন হলো তারা, যারা ক্ষুদ্রতা নিয়ে, একটা মোটামুটি মনুষ্যতা নিয়ে সন্তুষ্ট।"

৫৭। "ধ্বংস যত বিপুল, সৃষ্টির পথ তত মুক্ত। তবে ধ্বংসের কাজ ক্রমশঃ দীর্ঘমন্থর, পীড়াদায়ক। সৃষ্টির আরম্ভ হয় বিলম্বে, তার পূর্ণ বিজয়ও বিঘ্নবহুল।"

৫৮। "মানুষ একবার যদি আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতে সম্মত হয়, তবে সব পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মনোময় প্রাণময় অন্নময় প্রকৃতি উর্ধতর ধর্মের বিরোধী। সে তার অপূর্ণতাকেই ভালবাসে।"

৫৯। "প্রত্যেক ধর্মপথই মানবজাতিকে সাহায্য করেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাচীন গ্রীস-রোমক ধর্মসাধনা মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যের দীপ্তিকে, তার জীবনের প্রসারতা ও সমুচ্ছতাকে, এক বহুমুখী সার্থকতার আদর্শকে বর্ধিত করেছে। খৃষ্টীয় সাধনা ভাগবত প্রেম ও সহৃদয়তাকে মানুষের দৃষ্টিপথে কথঞ্চিৎ এনে ধরেছে। বৌদ্ধধর্ম দেখিয়েছে জ্ঞানের কারুণ্যে শুচিতায় কি রকমে পূর্ণতর হয়ে ওঠা যায় তার এক সুমহান পন্থা। ইহুদী ধর্ম আর ইসলাম দেখিয়েছে, কর্মের মধ্যেও কি রকমে ধর্মভাব নিয়ে ভগবানে নিষ্ঠা রাখা যায়, কি উদ্দীপনায় তদ্‌গতচিত্ত হওয়া যায়। আর হিন্দুধর্ম মানুষের সামনে তার বৃহত্তম গভীরতম অধ্যাত্ম সম্ভাবনা সব উন্মুক্ত করে ধরেছে। এই সকল দিব্যদৃষ্টি যদি পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ধরতে পারতো, যদি একে অপরের মধ্যে গিয়ে সম্মিলিত সংযুক্ত হতে পারতো তবে এক মহান কার্য সাধিত হতো। কিন্তু তর্কবুদ্ধিগত সংকীর্ণ মতবাদ আর সাম্প্রদায়িকতা অহমিকা অন্তরায় হয়ে আছে।"

৬০। "প্রত্যেক ধর্মই কতকগুলি জীবের উদ্ধার সাধন করেছে, কিন্তু আজ অবধি কোন ধর্মই সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক করে তুলতে পারে নি। কারণ যা দরকার তা অনুষ্ঠান নয়, অনুশাসন নয়, তা হলো আধ্যাত্মিক আত্মবিকাশের জন্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন সর্বব্যাপক প্রচেষ্টা।"

৬১। "অধ্যাত্ম কাকে বলি? অধ্যাত্ম অর্থ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত।"

৬২। "ইংরাজী ভারতবর্ষ যে কখনও সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় তা আমরা আর মনেও করতে পারি না। ফলতঃ ভারতবর্ষকে যদি সত্যি সত্যিই ইংরাজী ভাবাপন্ন করে তুলতে চেষ্টা করতুম তবে আমরা হয়ে পড়তুম—বড়জোর দীন নকলনবীশ, হীন অনুচর। দেখতুম ইউরোপের পেছনে ছুটতে ছুটতে আমরা প্রতি পদে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছি আর চিরদিনই অন্তত পঞ্চাশ বছর পেছনে রয়ে গেছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬৩। "ভুল ইউরোপও করেছে আর আমরাও করেছি। নিজের নিজের আদর্শের অনুসরণে উভয়েরই পদস্খলন হয়েছে। উভয়েই অস্বাভাবিক অতিমাত্রায় চলে গিয়েছে। তবে ইউরোপ ঠেকে শিখতে পেরেছে, নিজেকে সংশোধন করে নিতে প্রয়াস পাচ্ছে।"

৬৪। "ভারত যদি সঙ্কল্প করে তবে মানবজাতি আজ যে সকল সমস্যা নিয়ে বিব্রত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে, তাদের দিতে পারে একটা অব্যর্থ মীমাংসা, একটা নূতন নির্দেশ। সে সব সমস্যা সমাধানের মূল সূত্র যে রয়েছে তারই প্রাচীন জ্ঞানের মধ্যে ভারতের নবজন্ম আজ ভারতের সামনে এই যতখানি সুযোগ এনে উপস্থিত করেছে তা সম্পূর্ণরূপেই সে করায়ত্ত করে উঠতে পারবে কি পারবে না, তা জানেন ভাগ্যবিধাতা।"

৬৫। "বর্তমানে মানবজাতি তার বিবর্তনের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণের মধ্যে এসে পড়েছে। নিয়তি এবার কোন পথ নির্বাচন করে নেবে তার ইঙ্গিত এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এ এমন একটা জটিল অবস্থা, যার মধ্যে কতকগুলি দিক দিয়ে মানুষের মন উন্নতির প্রায় চরম সীমায় গিয়ে উঠেছে, অথচ অন্যান্য দিক দিয়ে বিহ্বলতা এসে তার গতি একেবারে রুদ্ধ করে রেখেছে, কোন পথ আর সে খুঁজে পাচ্ছে না। মানুষের সদা সক্রিয় মন আর তার জীবনের বাসনার কোন পার্থিব প্রাত্যহিক বাহ্য জীবনযাপনের জন্যে, মন-প্রাণ দেহের নানাবিধ চাহিদাগুলির পূরণের জন্যে, তার জটিল যত রাজনৈতিক, সামাজিক, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াগুলিকে যন্ত্রবৎ চালিত করবার জন্যে, আর তার বুদ্ধি, মনের তৃপ্তি, নৈতিক ও বস্তুবিষয়ক তৃপ্তি সাধনের সমষ্টিগত উপায় উদ্ভাবনের জন্যে—এমন এক বিরাটদেহ ও জটপাকানো সভ্যতার কাঠামো খাড়া করে তুলেছে যাকে সে সুষ্ঠুভাবে নিজেই নাড়াচাড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে পারে না। এমন এক সভ্যতার প্রণালী সে সৃষ্টি করেছে, যা তার নিজেরই স্বল্পসীমাবদ্ধ সামর্থ্যের ও বোধশক্তির মাপের চেয়ে অনেক বেশী বড়ো, তার আরো স্বল্পমাত্রার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি এ জিনিসকে নিয়ে কোনোমতে সামলাতে পারে না।

তার ভ্রান্তবুদ্ধি অহংপ্রভুর কাছে এবং তার বিচিত্রমুখী ক্ষুধার কাছে এই যে তার নিজের দাসরূপী সভ্যতা, দাস হওয়া সত্ত্বেও এ অতি সর্বনাশী আকার ধারণ করেছে। কারণ এখনও পর্যন্ত তার চেতনার উপরের স্তরে এমন কোনো বৃহত্তর দ্রষ্টামনের এবং প্রকৃত জ্ঞানসমৃদ্ধ এমন কোনো বোধিময় আত্মার বিকাশ হয় নি, যাতে জীবনের মূলগত পূর্ণতাকে আয়ত্ত করে সে সার্থকভাবে এর চেয়েও বেশি কিছুকে ধরে আরো আগের দিকে এগিয়ে যাবার অবলম্বনস্বরূপ করে নিতে পারে।.....অথচ এদিকে বিজ্ঞান কিন্তু বিশ্বশক্তির অনেক ফলগর্ভ উপায়কে তার হাতের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে, আর বাস্তবের দিক দিয়েও বিভিন্ন মানবজাতিকে এখন খুব কাছাকাছি এনে মিলিত করে দিয়েছে, কিন্তু এই বিশ্বশক্তিকে দখলে এনে যিনি তাকে কাজে খাটাচ্ছেন তিনি হচ্ছেন একজন ক্ষুদ্র মানুষ অথবা একটি সাম্প্রদায়িক অহং তার জ্ঞানের আলোর পরিধিটুকুর মধ্যে কিংবা তার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বিশ্বজনীন ভাব বলে কোনো জিনিসই নেই। তার আভ্যন্তরীণ বোধ বা শক্তিসীমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যার দ্বারা সে এই স্থূলভাবে মিলিত মানুষদের মধ্যে একটা প্রকৃত জীবনের ঐক্য বা একটা মনের ঐক্য বা আধ্যাত্মিক অভেদত্বের বোধ এনে দিতে পারে।

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi